প্রেসিডেন্সি কলেজ

প্রাসঙ্গিকী

১৮২তম প্রতিষ্ঠাতৃ দিবস

২০-এ জানুয়ারি, ১৯৯৯

প্রেসিডেন্সি কলেজ

কলিকাতা

প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রাসঙ্গিকী

২০-এ জানুয়ারি, ১৯৯৯

১৮২তম প্রতিষ্ঠাতৃ দিবস

প্রেসিডেন্সি কলেজ
৮৬/১, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩
দূরভাষ : ২৪১-২৭৩৮/১৯৬০

প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রাসঙ্গিকী

[Annual report of the achievements and activities of different departments of the Presidency College, Calcutta for the year 1998]

১৮২তম প্রতিষ্ঠাতৃ দিবস উপলক্ষে
(২০-এ জানুয়ারি, ১৯৯৯)

অধ্যক্ষ ড. নিতাইচরণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত

সংকলন ও সম্পাদনা : ড. প্রশান্তকুমার দাশগুপ্ত

বিতরণের জন্য মুদ্রিত

অফসেট প্রিন্টিং
নিমাই ঘোষ □ লক্ষ্মীনারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২০৯এ বিধান সরণি, কলকাতা-৬

প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রাসঙ্গিকী
১৯৯৯

বিষয়সূচী

প্রতিষ্ঠাতৃ দিবস ... ৫

উল্লেখযোগ্য সংবাদ

১৯৯৮-এর প্রতিষ্ঠাতৃ দিবস উদ্‌যাপন ... ৬

ডিরোজিয়ো জন্মজয়ন্তী ... ৬

স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন ... ৭

প্রয়াত ঐতিহাসিকদের স্মরণসভা ... ৭

অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপকদের সংবর্ধনা ... ৭

কলেজের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ... ৮

শোক সংবাদ ... ৮

আসা যাওয়ার সংবাদ ... ৮

সরকারি পুরস্কার ও বৃত্তি ... ৯

অছি তহবিলের খবর ... ৯

কলেজের বিভিন্ন বিভাগের সংবাদ

অর্থনীতি ... ১০

ইংরেজি ... ১১

ইতিহাস ... ১২

উদ্ভিদবিদ্যা ... ১৩

গণিত ... ১৫

দর্শন ... ১৫

পদার্থবিদ্যা ... ১৭

প্রাণিবিদ্যা ... ১৮

বাংলা ... ২০

ভূগোল ... ২২

ভূতত্ত্ব ... ২৩
রসায়ন ... ২৪
রাশিবিজ্ঞান ... ২৭
রাষ্ট্রবিজ্ঞান ... ২৯
শারীরবিদ্যা ... ৩০
সমাজতত্ত্ব ... ৩২
হিন্দি ... ৩৩
ক্রীড়া বিভাগ ... ৩৪
গ্রন্থাগার ... ৩৬
ইডেন হিন্দু হোস্টেল ... ৩৭
ছাত্রী আবাস ... ৩৮
ক্যাম্পাস ডাইভার্সিটি ইনিশিয়েটিভ ... ৩৯
বিতর্ক ... ৪০
প্রেসিডেন্সি কলেজ কর্মী সাংস্কৃতিক সংস্থা ... ৪১
প্রেসিডেন্সি কলেজ কো-অপারেটিভ সোসাইটি ... ৪১
প্রাক্তনী সংসদ ... ৪১
পরিশিষ্ট ১ : এক নজরে বিভিন্ন বিভাগের পরীক্ষার ফল ... ৪৩
পরিশিষ্ট ২ : পুরস্কার প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের নামের তালিকা ... ৪৪
পরিশিষ্ট ৩ : অছি তহবিল ... ৫১
পরিশিষ্ট ৪ : বিভিন্ন বিভাগের বিবিধ গবেষণা প্রকল্পের তালিকা ... ৫৪
পরিশিষ্ট ৫ : বিভিন্ন বিভাগে আয়োজিত আলোচনা চক্র ও বক্তৃতা ... ৫৯
পরিশিষ্ট ৬ : বিভিন্ন বিভাগে আগত গবেষক-অধ্যাপক-অতিথি ... ৬২
পরিশিষ্ট ৭ : বিভিন্ন বিভাগের অধ্যাপকদের প্রকাশিত গ্রন্থ ও গবেষণামূলক প্রবন্ধ ... ৬৪
পরিশিষ্ট ৮ : প্রেসিডেন্সি কলেজের শিক্ষক এবং কর্মীদের নামের তালিকা ... ৭৫

প্রতিষ্ঠাতৃ দিবস

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এদেশে ছিল দেশী পাঠশালা যাতে সামান্য বাংলা আর অতি সামান্য অঙ্ক দেখানো হোত। আর ছিল সংস্কৃত টোল যেখানে শেখানো হোত কাব্য ব্যাকরণ ন্যায় বেদান্ত। টোলের শিক্ষায় সকলের অধিকার ছিল না। দিন বদল হল। ঝোঁকও পাল্টালো। অষ্টাদশ শতক থেকেই এমন কি ইংরেজদের শক্তভাবে প্রতিষ্ঠা পাবার আগে থেকেই অল্প স্বল্প ইংরেজি শেখানোর চেষ্টা শুরু হয়েছিল। কেউ কেউ ব্যবসায়ের খাতিরে নিজেদের চেষ্টায় ইংরেজি শিখেছিলেন। ব্যাপকভাবে জনশিক্ষার জন্য ইয়োরোপীয় শিক্ষার প্রসারের চেষ্টা হয় নি, কেবল ব্যক্তিগত উদ্‌যোগে এদিকে সেদিকে কয়েকটি বিদ্যালয় আর মিশনারিদের উদ্‌যোগে কোম্পানির এলাকার বাইরেও কয়েকটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। ক্রমশ পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান এবং ইংরেজি শিখবার ব্যাপক আগ্রহ তৈরি হল।

এদেশের ছেলেদের মধ্যে ইংরেজি এবং পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসারের জন্য তখনকার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার এডোয়ার্ড হাইড ইস্টকে সভাপতি করে এবং জোসেফ ব্যারেটোকে কোষাধ্যক্ষ করে বিদ্যোৎসাহী দেশী এবং বিদেশী কয়েকজনকে নিয়ে ১৮১৬ সালের মে মাসে একটি কমিটি তৈরি হয়েছিল। এডোয়ার্ড হাইড ইস্ট, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, ডেভিড হেয়ার, জোসেফ ব্যারেটো, জে. এইচ হ্যারিংটন, লেফটেনান্ট কর্ণেল ফ্রান্সিস আরভিন, বর্ধমানের মহারাজা তেজচাঁদ বাহাদুর, পাথুরেঘাটার গোপীমোহন ঠাকুর, গঙ্গানারায়ণ দাস, গোপীমোহন দেব, রসময় দত্ত, বড়বাজারের মল্লিক পরিবার, রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়কৃষ্ণ সিংহ, হরিমোহন ঠাকুর এঁদের চেষ্টায় এঁদের দানে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা হল। সে দিনটা ছিল ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দের ২০-এ জানুয়ারি।

হিন্দু কলেজের ছিল দুটি সেকশন, জুনিয়র আর সিনিয়র সেকশন। জুনিয়র সেকশন এখনও হিন্দু স্কুল নামে পরিচিত। আর সিনিয়র সেকশনের নাম হল প্রেসিডেন্সি কলেজ। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে সরকারি শিক্ষাবিভাগে ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন এর পদ প্রতিষ্ঠার পর কলেজের পরিচালন সমিতি ডিরেক্টরেটের সঙ্গে কথা বলে এর পরিচালনভার সরকারের হাতে অর্পণ করতে চাইলেন, সরকার তাতে রাজি হলেন এবং জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলেরই প্রবেশাধিকারের স্বীকৃতি দিতে হিন্দু কলেজের নাম পাল্টে নাম দিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজ। ১৮৫৫ সালে সরকারিভাবে ঘোষিত হল এই সিদ্ধান্ত।

নামান্তর গ্রহণ এবং সরকারের পরিচালনভার গ্রহণ এই ঘটনার মধ্য দিয়ে কোনও পৃথক প্রতিষ্ঠান হয় নি, পুরানো হিন্দু কলেজই প্রেসিডেন্সি কলেজ নামে নতুন রূপ পেল। তাই ২০-এ জানুয়ারি ১৮১৭-ই এই মহাবিদ্যালয়ের প্রকৃত জন্ম তারিখ। তাই প্রতিবছর এই দিনটিতে আমরা স্মরণ করি সেই ভবিষ্যদ্-দ্রষ্টা পূর্বসূরিদের যাঁদের অনলস পরিশ্রম প্রভূত উৎসাহ এবং অমেয় আন্তরিকতায় এই প্রতিষ্ঠান এতদিন ধরে উৎকর্ষের আদর্শরূপে পরিচিতি

লাভ করেছে। এই দিনটি তাই 'প্রতিষ্ঠাতৃ দিবস' রূপে আমরা বিনম্র শ্রদ্ধায় পালন করে থাকি।

উল্লেখযোগ্য সংবাদ

১৯৯৮-এর প্রতিষ্ঠাতৃ দিবস উদ্‌যাপন

১৯৯৮-এর ২০-এ জানুয়ারি প্রেসিডেন্সি কলেজের ১৮১-তম প্রতিষ্ঠাতৃ দিবস যথাযথ গুরুত্ব ও মর্যাদায় উদ্‌যাপিত হয়েছিল। এবার সভাপতির আসন অলংকৃত করেন এই কলেজেরই প্রাক্তন অধ্যাপক এবং প্রখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. অমলকুমার রায়চৌধুরী। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে এসেছিলেন খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ ও কলেজের প্রাক্তন ছাত্র ড. অমিয় বাগচী।

আর্টস লাইব্রেরি হলে প্রতিষ্ঠাতৃদের উদ্দেশ্যে বিনম্র শ্রদ্ধাজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠাফলকে মাল্যদান এবং প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের পরে সকলে ডিরোজিয়া হলে উপস্থিত হন। পুরস্কার বিতরণ এবং মাননীয় অতিথিদের ভাষণের পর কলেজের মাঠে সকলে উপস্থিত হলে প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাক্তনী সংসদের আয়োজিত পুনর্মিলন উৎসব এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। এই অনুষ্ঠানে বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীরা নৃত্যগীত পরিবেশন করে। প্রাক্তন ছাত্রী শ্রীমতী অরুণিমা ঘোষ সংগীত পরিবেশন করেন। ৫০০ জন প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী সমেত প্রায় ২০০০ জন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন।

ডিরোজিয়ো জন্মজয়ন্তী

গত ১৭ই এপ্রিল, ১৯৯৮ শুক্রবার বেলা দুটোয় কলেজের ডিরোজিয়ো হল যাঁর নামে হয়েছে হিন্দু কলেজের সেই প্রবাদ-প্রতিম শিক্ষক হেনরি ভিভিয়ান লুই ডিরোজিয়োর ১৯০-তম জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়। আমন্ত্রিত বক্তা ছিলেন রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের বিদ্যাসাগর অধ্যাপক ও এই কলেজের প্রাক্তন ছাত্র ড. পল্লব সেনগুপ্ত। কলেজের পক্ষ থেকে বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. প্রশান্তকুমার দাশগুপ্ত ভাষণ দেন। কলেজের ছাত্রদের পক্ষ থেকে ভাষণ দেয় দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র শ্রী বোধিসত্ত্ব কর। এছাড়া স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন কলেজের কেয়ারটেকার শ্রী শ্যামল মুখোপাধ্যায়।

এই অনুষ্ঠানে উদ্‌বোধনী সংগীত পরিবেশন করেছিলেন উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের শিক্ষাকর্মী শ্রী তপন দত্ত। সংগীতটি রচনা করেন রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক এবং কলেজের বার্সার ড. মনোতোষ দাশগুপ্ত। তিনি সমগ্র অনুষ্ঠানটির পরিচালনাও করেছিলেন। উদ্‌বোধন সংগীতটির সুরযোজনা করেন সুরকার অরুণ বসু। সমাপ্তি সংগীত পরিবেশন করে 'প্রেসিডেন্সি কলেজ কয়্যার'। সমগ্র অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ ড. নিতাইচরণ মুখোপাধ্যায়। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শিক্ষক সংসদের সম্পাদক অধ্যাপক অমিত কুমার মুখোপাধ্যায়।

ছাত্রছাত্রী শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিক্ষাকর্মীদের সহযোগিতায় ও সাগ্রহ উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি সার্থক হয়ে উঠেছিল।

স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন

১৫ই অগাস্ট ১৯৯৮ তারিখে ভারতবর্ষের ৫২তম স্বাধীনতা দিবস মর্যাদার সঙ্গে উদ্‌যাপিত হয়েছে। উপস্থিত ছাত্রছাত্রী শিক্ষক শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের হর্ষধ্বনির মধ্যে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন কলেজের অধ্যক্ষ। দিনটির তাৎপর্য ব্যাখ্যান করে অধ্যক্ষ ড. নিতাইচরণ মুখোপাধ্যায় ভাষণ দেবার পর স্বাধীন ভারতের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করেন বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. জীবনকুমার মুখোপাধ্যায়। এছাড়া বক্তৃতা করেন ছাত্র সংসদের সম্পাদক শ্রীমান্ প্রজিতবিহারী মুখোপাধ্যায় ও কলেজের হেড অ্যাসিস্ট্যান্ট শ্রীদিবাকরকুমার বসু। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কলেজের কেয়ারটেকার শ্রী শ্যামলকুমার মুখোপাধ্যায়। জাতীয় সংগীত গেয়ে সভা শেষ হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বার্সার ড. মনোতোষ দাশগুপ্ত। সভা শেষে মিষ্টি মুখের আয়োজন করা হয়েছিল।

প্রয়াত ঐতিহাসিকদের স্মরণসভা

৬ই জুলাই, ১৯৯৮ সোমবার বেলা ১-৩০ মিনিটে পদার্থবিদ্যা বিভাগের নতুন বক্তৃতা কক্ষে প্রয়াত ঐতিহাসিক অশীন দাশগুপ্ত ও অমলেশ ত্রিপাঠীর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। এঁরা দুজনেই প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাক্তন ছাত্র, শিক্ষক এবং ইতিহাসের বিভাগীয় প্রধান ছিলেন। স্মরণ সভায় এঁদের জীবন ও গবেষণামূলক কাজকর্মের বিষয়ে আলোচনা করেন প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রী দিলীপ বিশ্বাস, শ্রী সুবোধ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী কাজল সেনগুপ্ত, প্রাক্তন অধ্যক্ষ ড. অমল মুখোপাধ্যায়, পদার্থবিদ্যা বিভাগের প্রধান ড. সুব্রত দত্ত। সভায় সভাপতি ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ ড. নিতাইচরণ মুখোপাধ্যায়। সভাশেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ইতিহাস বিভাগের প্রধান ড. রজতকান্ত রায়।

অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপকদের সংবর্ধনা

গত ২৯শে এপ্রিল, ১৯৯৮ কলেজের শিক্ষক সংসদ কলেজ থেকে অবসর নিয়েছেন এমন ১৪জন অধ্যাপককে বিদায় সংবর্ধনা জানায়। এই উপলক্ষে তাঁদের সকলের হাতে একটু সুন্দর স্মারক তুলে দেওয়া হয়।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ ড. নিতাইচরণ মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানটি সুচারুরূপে পরিচালনা করেন অধ্যাপক সুব্রত দত্ত। বিদায়ী অধ্যাপকগণ সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানান। সভায় সংগীত পরিবেশন করেন অধ্যাপক শ্রীমন্তকুমার ভৌমিক এবং গ্রন্থাগারিক শ্রীমতী সুরভি বাগচী।

কলেজের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা

১৯৯৮-৯৯ সালে কলেজের মোট ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ১৭১৭। এদের মধ্যে ছাত্রের সংখ্যা ৭২৯ এবং ছাত্রীর সংখ্যা ৯৮৮।

শোক সংবাদ

কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপকদের কয়েকজনকে এবছর আমরা হারিয়ে মর্মাহত তাঁদের মধ্যে আছেন ঃ

বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক দেবদাস জোয়ারদার, এবং বিভাগীয় প্রধান ড. শ্যামল চট্টোপাধ্যায়, ইতিহাসের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. অশীন দাশগুপ্ত এবং ড. অমলেশ ত্রিপাঠী, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক অমিয় গুপ্ত, রসায়ন বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. প্রতুল রক্ষিত, ইংরেজি বিভাগের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান ড. সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত।

এঁদের সকলের স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমরা বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

আসা যাওয়ার সংবাদ

প্রতিবছর কলেজে বদলি হয়ে আসেন বহু অধ্যাপক, বদলি হয়ে বা অবসর গ্রহণ করেও চলে যান অনেকে। **অর্থনীতি** বিভাগে ইউ. জি. সি ভিজিটিং প্রফেসর হিসাবে যোগ দিয়েছেন অধ্যাপক আশিস দাশগুপ্ত। এবছর **ইংরেজি** বিভাগে অবসর নিয়েছেন অধ্যাপক বিমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর জায়গায় বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন অধ্যাপক অতীশরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্য লেখ্যাগারের দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে অধ্যাপনায় ফিরে এসেছেন **ইতিহাস** বিভাগে অধ্যাপক ল্যাডলিমোহন রায়চৌধুরী। এই বিভাগ থেকে বিধাননগর কলেজে বদলি হয়েছেন অধ্যাপক অমিত মুখোপাধ্যায়। তিনি শিক্ষক সংসদের দায়িত্বেও ছিলেন। বিভাগের অধ্যাপক প্রণব ঘোষ দস্তিদার ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৯৮ অবসর গ্রহণ করেছেন। **উদ্ভিদবিদ্যা** বিভাগে অবসর গ্রহণ করেছেন বিভাগীয় প্রধান ড. রবীন্দ্র প্রসাদ, বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন অধ্যাপক অশোক রায়। অবসর গ্রহণ করেছেন ড. বরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়। বিভাগে যোগ দিয়েছেন ড. মলয়কুমার চক্রবর্তী। **বাংলা** বিভাগ থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন অধ্যাপক অমিতাভ ঘোষ। তিনি বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্বে ছিলেন অনেক দিন। সম্প্রতি বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন ড. জীবনকুমার মুখোপাধ্যায়। তিনি বিভাগে যোগ দেবার আগে শিক্ষা বিভাগে ডি. ডি.পি.আই পদে কাজ করছিলেন। **ভূগোল** বিভাগ থেকে অধ্যাপক জয়দেব কোলে বারাসাত সরকারি কলেজে বদলি হয়েছেন। **ভূতত্ত্ব** বিভাগে অবসর গ্রহণ করেছেন অধ্যাপক তারকেশ্বর মিত্র ও অধ্যাপক মলয়ভূষণ চক্রবর্তী। দুর্গাপুর গভর্ণমেণ্ট কলেজ থেকে বদলি হয়ে ভূতত্ত্ব বিভাগে যোগ দিয়েছেন শ্রীঅরিজিৎ রায়, শ্রীজয়দীপ মুখোপাধ্যায়, শ্রী সিদ্ধার্থ সেনগুপ্ত এবং শ্রী গৌতম ঘোষ। **রসায়ন** বিভাগে অধ্যাপক হরিগোপাল মিত্র মুস্তাফি বদলি হয়ে

দুর্গাপুর সরকারি কলেজে চলে গেছেন। কৃষ্ণনগর কলেজে চলে গেছেন অধ্যাপক পীযূষকান্তি তরফদার। কোচবিহার আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল কলেজ থেকে এসেছিলেন শ্রী তপন কার্ফা। তিনি অধ্যাপক পদে উন্নীত হয়ে দুর্গাপুর কলেজে চলে গেছেন। কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে এসেছেন শ্রী আবদুল গনি, বারাসাত থেকে এসেছেন বলাইচাঁদ কুণ্ডু। সরকারি চাকরিতে যোগ দিয়ে প্রথমেই এ কলেজে এসেছেন শ্রীমতী সম্রাজ্ঞী দত্ত। **ক্রীড়া** বিভাগের শ্রী শান্তিরঞ্জন সাঁতরা দার্জিলিং সরকারি কলেজে বদলি হয়েছেন। তাঁর জায়গায় এসেছেন বাণীপুর, স্নাতকোত্তর শারীর শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় থেকে শ্রী অরুণকুমার বেরা।

গ্রন্থাগার থেকে শ্রী দেবনারায়ণ চক্রবর্তী, রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ থেকে বদলি হয়ে এই কলেজের গ্রন্থাগারে যোগ দিয়েছেন। শ্রীমতী গীতা পুরকায়স্থ এই কলেজের গ্রন্থাগার থেকে রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদে বদলি হয়েছেন। শ্রী অমিতাভ দাশ চন্দননগর কলেজ থেকে বদলি হয়ে এই কলেজের গ্রন্থাগারে যোগ দিয়েছেন। শ্রী বিমলকুমার খাটুয়া এই কলেজের গ্রন্থাগার থেকে চন্দননগর কলেজে বদলি হয়েছেন।

সরকারি পুরস্কার ও বৃত্তি

এ বছর জাতীয় বৃত্তি পেয়েছে ৫ জন, জাতীয় মেধা বৃত্তি পেয়েছে ১ জন, হিন্দী ভাষী বৃত্তি ৩০ জন, ত্রিপুরা সরকারের বৃত্তি পেয়েছে ১ জন। মোট বৃত্তি প্রাপকের সংখ্যা ৩৭।

অছি তহবিলের খবর

প্রেসিডেন্সি কলেজে বর্তমানে ৮৮টি অছি তহবিল আছে। এদের মোট অর্থ মূল্য ১৬,৭২,২৫০ টাকা। বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বদান্যতায় এই তহবিলগুলি গড়ে উঠেছে। এর বেশির ভাগই প্রিয়জনের স্মৃতিতে উৎসর্গীকৃত। এগুলির থেকে বছরে যে আয় হয়, তা থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা, মেধা-সংগতি, এককালীন অনুদান ইত্যাদি দেওয়া হয়ে থাকে।

আলোচ্য বছরে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে মোট ১,২৪,২৫৯ টাকা মূল্যের পুরস্কার, পদক ও মেধা-বৃত্তি দেওয়া হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ পরে সন্নিবেশিত হয়েছে।

কলেজের স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে অধ্যয়নরত মোট ২৪ জন ছাত্র-ছাত্রীকে ২৪,০০০ টাকা মূল্যের প্রেসিডেন্সি কলেজ স্নাতক ছাত্রবৃত্তি দেওয়া হয়েছে।

আর্থিক সংগতিহীন ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আছে কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ টি. এস্, স্টালিং-এর ইচ্ছাপত্র অনুযায়ী সংগঠিত অছি তহবিল যা তাঁরই নামাঙ্কিত। এছাড়াও আছে ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের স্বেচ্ছাদানে গড়ে ওঠা ছাত্র সহায়ক তহবিল এবং বি. সি. লাহা ফ্রি স্টুডেন্ট্‌শিপ্। প্রথমোক্ত তহবিল থেকে ২৮ জনকে ২১,৯৬০ টাকার এবং ১ জনকে এককালীন অনুদান হিসাবে ১০৪ টাকা দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়টি থেকে ১৬ জনকে বৃত্তি, পুস্তক-ক্রয়, পরীক্ষার ফি প্রদান, শিক্ষামূলক ভ্রমণ ইত্যাদি খাতে এককালীন সাহায্য বাবদ ৮,০০০ টাকা দেওয়া হয়েছে।

আলোচ্য বছরে মেধা ও সংগতির বিচারে ১৬ জন আবাসিক ছাত্রকে মোট ২৮,৩৫০ টাকা 'হোস্টেল স্টাইপেণ্ড' এবং কলেজের বিভিন্ন বিভাগকে সেমিনারের গ্রান্ট দেওয়া হয়েছে।

বর্তমান অছি তহবিলের একটি সম্পূর্ণ তালিকা পরিশিষ্টে দেওয়া হয়েছে। আরও বিস্তারিত খবর কলেজের 'বার্সার'-এর কাছে পাওয়া যাবে।

কলেজের বিভিন্ন বিভাগের সংবাদ

অর্থনীতি বিভাগ

অর্থনীতি বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফলাফল অত্যন্ত সন্তোষজনক। বি. এস-সি পার্ট ওয়ান পরীক্ষায় ২৯ জনের মধ্যে ২২ জন প্রথম শ্রেণী ও বি.এস-সি পার্ট টু পরীক্ষায় ৩৩ জনের মধ্যে ২৫ জন প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে।

অর্থনীতির বিশিষ্ট অধ্যাপক ও গবেষকদের সাথে বিভাগের নিয়মিত যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ আছে। অধ্যাপক দীপক বন্দ্যোপাধ্যায় ও অধ্যাপক মিহির রক্ষিতের সাথে দীর্ঘ তিন দশকাধিক বছরের সম্পর্ক থেকে বর্তমান ছাত্ররাও উপকৃত হচ্ছে। এছাড়া অধ্যাপক আশিস দাশগুপ্ত ইউ.জি.সি. ভিজিটিং প্রফেসর হিসাবে বিভাগে যোগ দিয়েছেন। অধ্যাপক অনুপ সিনহা, অধ্যাপক সৌমেন্দ্র শিকদার, অধ্যাপক শিবশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক অঞ্জন চক্রবর্তী ও অধ্যাপক কৌশিক গুপ্ত কিছু কিছু ক্লাস নিয়ে বিভিন্ন বিষয় পড়িয়ে যান। এদের কাছে বিভাগ অত্যন্ত উপকৃত।

বিভাগের Centre for Economic Studies-এ অনুষ্ঠিত বিভিন্ন আলোচনা চক্রের একটিতে গত ৬ই মার্চ ১৯৯৮ Capital Account Convertibility বিষয়ে বক্তৃতা দেন জোক-র IIM-এর শ্রী রজনীশ গুপ্তা এবং শ্রী সমীর সুদ।

এ বছর ১৯৯৮ সালে আমাদের বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র শ্রী অমর্ত্য সেনের নোবেল জয়ে আমাদের বিভাগ গর্বিত। এই উল্লেখযোগ্য ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখতে বিভাগ একটি মনোজ্ঞ আলোচনা চক্রের আয়োজন করে। এই আলোচনা চক্রে যোগ দেবার জন্য উপস্থিত ছিলেন শ্রী তাপস মজুমদার, শ্রী অনুপ সিনহা ও শ্রী সত্যরঞ্জন চক্রবর্তী।

আলোচনায় বিষয় ছিল Diverse Aspects of Dr. Amartya Sen. ১৪ই নভেম্বর এটি আয়োজিত হয়েছিল।

প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রী অম্বরনাথ ঘোষ ৩রা অগাস্ট ১৯৯৮ তারিখে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ. ডি ডিগ্রি লাভ করেছেন। তাঁর বিষয় : Some Aspects of Public Policies & Growth in Developing Economies. পুরো কাজটাই প্রায় Centre for Economic Studies-এ করা হয়েছে।

প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রী কৌশিক গুপ্ত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর গবেষণা পত্র জমা দিয়েছেন।

অধ্যাপক শ্রী অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় ন্যাশানাল লাইব্রেরি ও টাকি সরকারি কলেজে অমর্ত্য সেনের কাজের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন।

আমাদের বিভাগের দুজন ছাত্রছাত্রী (শমিত বসু/স্নিগ্ধা সিং) একটি সর্বভারতীয় বিতর্ক প্রতিযোগিতায় দিল্লীর St.Stephens' College-কে পরাজিত করে প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

ইংরেজি বিভাগ

১৯৯৮ সালের স্নাতক অন্তিম পরীক্ষায় তিনটি ছাত্রী প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে। দুঃখের কথা, স্নাতক প্রথম ভাগের ফল অপ্রত্যাশিত ভাবে খারাপ হয়েছে, বিশেষ করে ছাত্রীদের ক্ষেত্রে। এ বিষয়ে কন্ট্রোলার অফ্ এক্সামিনেশনকে চিঠি দিয়ে বিষয়টি তাঁর জ্ঞাতসারে এনে সুবিচার প্রার্থনা করা হয়েছে। ১৯১৭ সালের স্নাতকোত্তর পরীক্ষার দ্বিতীয় ভাগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ষোলোজন ছাত্রছাত্রী প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে। এটি সাম্প্রতিক কালের একটি রেকর্ড হিসাবে গণ্য হতে পারে। বলাবাহুল্য প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়া ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা মোটামুটিভাবে এর এক-তৃতীয়াংশ।

এবারে বলতে হয় অধ্যাপক সংখ্যার দুরবস্থার কথা। এই বিভাগের অনুমোদিত পদের সংখ্যা এগারো যার মধ্যে কার্যকরভাবে ছজন পূর্ণসময়ের অধ্যাপক। শ্রীমতী জয়তী গুপ্ত ফেব্রুয়ারির গোড়া থেকে এক বছরের জন্য ছুটি নিয়েছেন। ফলে এই বিভাগের ইতিহাসে বোধহয় সর্বপ্রথম সিনিয়র সার্ভিসের একটি পদকে তিনটি আংশিক সময়ের শিক্ষকপদে রূপান্তরিত করতে হয়। শ্রীমতী দেবনীতা চক্রবর্তী, শ্রীমতী সুপর্ণা গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীমতী অর্পা ঘোষ জুলাই মাস থেকে অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে ক্লাশ নেওয়া শুরু করেছেন। আরেকটি বিভাগীয় খবর আছে। গত মার্চ মাসে বিভাগীয় প্রধান শ্রী বিমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অবসর গ্রহণ করেন। ছাত্রছাত্রীরা দুটি সভায় (তৃতীয় বর্ষ পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত ছিল বলে আলাদা অনুষ্ঠান করে) তাঁকে বিদায় সংবর্ধনা জানায়। শিক্ষকমণ্ডলীর কয়েকজন অনুষ্ঠান দুটিতে যোগ দেন। শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন শ্রী অতীশরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। আরও একটি খবর আছে। সেটি আনন্দের খবর। শিক্ষকমণ্ডলী ও ছাত্রছাত্রীদের অনুরোধে শ্রীমতী কাজল সেনগুপ্ত যিনি চল্লিশ বছর একই প্রতিষ্ঠানে কাজ করে সম্প্রতি অবসর নিয়েছেন, এবং বিমলবাবু সপ্তাহে একটি করে ক্লাশ নিতে রাজি হয়েছেন। এইজন্যে আমরা তাঁদের সাধুবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। বলাবাহুল্য তাঁদের কাজ সম্পূর্ণ অবৈতনিক।

কলেজের সেমিনার লাইব্রেরি উৎসাহের সঙ্গে চলেছে। তবে অনার্স লাইব্রেরির অবস্থা আশানুরূপ নয়। পুরানো সেমিনার লাইব্রেরির ঘরটি উই-এর উপদ্রবে প্রায় ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে উঠেছে যদিও আমাদের বিভাগে সদ্য আগত কম্পিউটারটিকে ঐ ঘরে স্থান দেওয়া হয়েছে। পরিসরের অভাব প্রায় অনতিক্রম্য।

যথারীতি দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের উদ্যোগে প্রথম বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের নবীনবরণ অনুষ্ঠানে আপ্যায়িত করা হয়। শিক্ষকেরা উপস্থিত ছিলেন।

ড. তপতী গুপ্ত জানুয়ারী মাসে ঠাকুরপুকুর বিবেকানন্দ কলেজে শেক্সপীয়রের ওপর আলোচনা চক্রে "Imaging Shakespeare" ভাষণ দেন। মার্চ মাসে যাদবপুর ইউনিভার্সিটি ইংরেজী বিভাগ আয়োজিত 'সাহিত্য ও অন্যান্য শিল্প' বিষয়ে আলোচনা চক্রে তিনি The Whirling Whirlpool of Impasto Impact : Hopkins & Van Gogh নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজি বিভাগ আয়োজিত রিফ্রেশার কোর্সে মার্চ মাসে "Artists' Response to Shakespearean Drama and Performance" বিষয়ে ভাষণ দেন। এছাড়াও জুলাই ও অগাস্ট মাসে পত্রিকায় গ্রন্থ সমালোচনা বিভাগে 'The Statesman' পত্রিকায় যথাক্রমে *Contemporary Shakespear* এবং *Thumbnail Reality* নামক তাঁর দুটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। *Encounters : Colonial and Post-colonial* পর্যায়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত রিফ্রেশার কোর্সে ২৫ নভেম্বর শ্রীমতী জয়তী গুপ্ত 'Literature of Travel : 18th Century নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন।

ড. সমীরকুমার মুখোপাধ্যায় কলেজ স্ট্রিটের অরবিন্দ পাঠচক্রে অরবিন্দের কবিতা বিষয়ে ভাষণ দেন। তিনি ১৭ই জানুয়ারি ১৯৯৮ শ্রী অরবিন্দের সাহিত্য ও সাহিত্য ভাবনা বিষয়েও ভাষণ দেন।

শ্রী তীর্থপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 'দেশ' পাক্ষিক পত্রিকার (সেপ্টেম্বর ৫, ১৯৯৮) বিশ ও ত্রিশের দশকের বাঙালি দার্শনিকদের মধ্যে যাঁরা বাস্তববাদী ঘরাণার তাঁদের বিষয়ে একটি নাতিদীর্ঘ নিবন্ধ প্রকাশ করেন। তিনি 'রক্তকরবী' পত্রিকার ১৯৯৮ বার্ষিক সংখ্যায় 'প্লেটো ও ইওরোপীয় আর্ট', শীর্ষক একটি প্রবন্ধেরও রচয়িতা। একটি অল্পখ্যাত পত্রিকায় তিনি রবীন্দ্রনাথের শেষ কবিতা 'তোমার সৃষ্টির পথে'র উপর নাতিদীর্ঘ একটি লেখা লেখেন। এঁরা ছাড়াও বিভাগের অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ ও ক্লাশ কক্ষের মধ্যে এবং বিভাগের অন্যান্য কাজে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। শ্রী মানসকুমার রায়ের সাহায্য ব্যতীত এই বিভাগ সুষ্ঠুভাবে চালানো অসম্ভব হত। শ্রীমতী মানু আড্ডি কয়েকটি ব্যাপারে সহায়তা করেছেন।

এই বছরে দেশী ও বিদেশী বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের আগমনে ভাষণমালা ও আলোচনা চক্রগুলি সংখ্যায় ও উৎকর্ষে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। সেগুলির তালিকা পরিশিষ্টে উল্লেখ করা হল।

ইতিহাস বিভাগ

এ বছর পরীক্ষার ফলাফল ভালোই হয়েছে। বি.এ. পার্ট টু পরীক্ষায় ২ জন প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে। পার্ট ওয়ান পরীক্ষাতেও ২ জন প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে। ১৯৯৭ সালের স্নাতকোত্তর পরীক্ষার প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছেন মোট ৯ জন। ১৯৯৭ সালের এম.এ. পরীক্ষার উত্তীর্ণা শ্রীমতী গোপা মুখোপাধ্যায় Felix বৃত্তি পেয়ে গবেষণার্থে লণ্ডন এর SOAS-এ যোগ দিয়েছেন।

ড. লাডলিমোহন রায়চৌধুরী ও অধ্যাপক অজয়কুমার সেন এ বছর বিভাগে যোগ দিয়েছেন। অধ্যাপক অমিত মুখোপাধ্যায় বিধাননগর কলেজে বদলি হয়েছেন। ডিসেম্বর

মাসে ড. তাপ্তী রায়, ড. শুক্লা সান্যাল ও শ্রীমতী নূপুর চৌধুরী নন্দী আংশিক সমাজে শিক্ষকরূপে যোগ দিয়েছেন। ড. প্রণব ঘোষ দস্তিদার ৩১শে ডিসেম্বর অবসর গ্রহণ করেছেন।

১৯৯৮ তে বিভাগে প্রবাদপ্রতিম দুজন প্রাক্তন শিক্ষক ও বিভাগীয় প্রধানকে আমরা হারিয়েছি। জুন মাসে অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠী ও অধ্যাপক আশীন দাশগুপ্ত প্রয়াত হয়েছেন। বাণিজ্য বিভাগের উদ্যোগে পদার্থবিদ্যা বিভাগের নতুন লেকচার থিয়েটারে একটা স্মরণসভার আয়োজন করা হয়েছিল। অধ্যাপক ত্রিপাঠীর সহপাঠী ও এই কলেজের সহকর্মী দিলীপকুমার বিশ্বাস ও প্রাক্তন অধ্যাপিকা কাজল সেনগুপ্ত তাঁদের স্মৃতিচারণ করেন। এছাড়া বিভাগের উদ্যোগে বঙ্কিম সভাগৃহে প্রয়াত শিক্ষকদের স্মরণে দুটি পৃথক সভার আয়োজন করা হয়েছিল। অধ্যাপক ত্রিপাঠীর সহপাঠী ড. প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র এবং বিখ্যাত ঐতিহাসিক অধ্যাপক তপন রায়চৌধুরী দুটি সভায় সভাপতিত্ব করেন। বহু প্রাক্তন ছাত্র ও শিক্ষক এই সভায় যোগ দিয়েছিলেন।

ড. উমা দাশগুপ্ত অধ্যাপক অশীন দাশগুপ্তের স্মরণে একটি প্রাইজ দেবার জন্য ১০,০০০ টাকা দিয়েছেন। ১৯৯৯ থেকে বিভাগের একজন কৃতী ছাত্রকে এই পুরস্কার দেওয়া হবে। ড. উমা দাশগুপ্তকে আমরা বিভাগের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

১৯৯৮ সালের প্রতাপচন্দ্র সেন স্মারক বক্তৃতা দিয়েছিলেন ব্রায়ান হ্যাচার। তাঁর বিষয়ে দিল ঊনবিংশ শতকের বাংলার নবজাগরণ ও ইতিহাসচর্চা। অধ্যাপক গৌতম চট্টোপাধ্যায় সভায় পৌরোহিত্য করেছিলেন।

ইতিহাস সংসদ এর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে এবছরেও সুশোভনচন্দ্র সরকার স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করা হয়েছিল। অধ্যাপক সরকারের জন্মদিন উনিশে অগাস্ট এই বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অধ্যাপক গৌতম চট্টোপাধ্যায় এ বছরের বক্তৃতা দেন। তাঁর বিষয় ছিল : সর্বহারা বিপ্লবের জয়শঙ্খ। নবাগত ছাত্রছাত্রীদের স্বাগত জানানোর অনুষ্ঠানে এ বছরেও কিছু আলোচনার আয়োজন করা হয়েছিল। সুভাষরঞ্জন চক্রবর্তী প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিহাস আলোচনা করেন। ড. শমিতা সেন জেণ্ডার ও ইতিহাসে প্রসঙ্গে বলেন।

ইয়োরোপে 1848 এই বিপ্লব সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীরা একটি সেমিনারের আয়োজন করেছিল। বোধিসত্ত্ব কর, সুগত রায় ও সোমশঙ্কর রায় প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধ পাঠের পরে বেশ প্রাণবন্ত আলোচনা হয়েছিল। প্রথম বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের উদ্যোগে একটি দেওয়াল পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে।

শ্রী সুভাষরঞ্জন চক্রবর্তী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট অব এশিয়ান স্টাডিজ আয়োজিত রিফ্রেশার ফোর্সে War and Decolonisation বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। একটি আনন্দের খবর এই যে বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রী সুবোধকুমার মজুমদার এ বছর রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেছেন। তাঁর জন্য আমরা গর্বিত।

উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ

বিভাগের ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে, এবারও উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের প্রমাণ রেখেছে।

এ বছরের বি.এস-সি পার্ট-টু পরীক্ষায় ২৩ জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দিয়েছিল। তাদের মধ্যে ১২ জন প্রথম শ্রেণীর অনার্স এবং ১১ জন দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স পেয়েছে। ঐ পরীক্ষায়, গত বছরের মত, এবারও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম হয়েছে এই বিভাগেরই ছাত্রী দীপান্বিতা বসু। স্নাতকোত্তর পরীক্ষার ফলাফলও সাফল্যের প্রবহমান ধারাকে অমলিন রেখেছে। ১৯ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১৮ জনের প্রথম শ্রেণী ও ১ জনের দ্বিতীয় শ্রেণী পাওয়া তারই উজ্জ্বল নির্দশন।

বিভাগের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান ড. রবীন্দ্রপ্রসাদ অবসর নিয়েছেন গত ৩১.৫.৯৮ তারিখে। বর্তমানে বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক অশোক রায় ১.৬.৯৮ তারিখে বিভাগের দায়িত্ব নিয়েছেন।

গত ৩১.৮.৯৭ তারিখে বিভাগীয় শিক্ষক শ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ পাল কাগজে কলমে অবসর গ্রহণ করলেও, আজও তিনি বিভাগের সম্পদ। তাঁর ঈর্ষণীয় কর্মদক্ষতায় বিভাগ তঁকে ছাড়ার কথা ভাবতে পারেনি। আজও তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে বিভাগকে সাহায্য করে চলেছেন। একই ভাবে ড. রবীন্দ্র প্রসাদের মত স্বনামধন্য জীবরসায়নবিদকে বিভাগ তার সমস্ত ভালবাসা দিয়ে আটকে রাখতে চায়। ছাত্রদরদী ড. প্রসাদ অবসর গ্রহণের পরেও এই বিভাগকে ভোলেননি, এখনও তিনি নিয়মিত শিক্ষণের মাধ্যমে এই বিভাগের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। বিভাগের প্রথিতযশা অধ্যাপিকা শ্রীমতী কল্পনা ঘোষ গত ডিসেম্বরে অবসর নিয়েছেন। এটা আমাদের বড় বেদনার বিষয়। বিভাগের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী (স্কিলড্) শ্রী সুনীলকুমার দে এই বিভাগের আরও এক সম্পদ। উদ্ভিদ বিজ্ঞানের মত প্রকৃতি নির্ভর বিষয়ের সমস্ত প্র্যাকটিক্যাল ক্লাশে যে অসংখ্য জীবিত উদ্ভিদ নমুনায় দরকার হয় সে বিষয়ই পরম দক্ষ শ্রী দাস গত বিয়াল্লিশ বছর ধরে বিভাগকে অকৃপণ ভাবে সাহায্য করে চলেছেন। ডিসেম্বরে (১৯৯৮) তাঁরও অবসর নিতে হয়েছে। তাঁর বিদায়ে বিভাগ বেদনাবিহ্বল। বিভাগের আর এক সম্পদ ড. বরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় দীর্ঘদিন শিক্ষকতার পর চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন গত ৩১.১.৯৮ তারিখে। বিভাগের নিষ্ঠাবান চতুর্থ শ্রেণী কর্মী শ্রী রামলাল হেলা অবসর নিয়েছেন গত ৩১.৫.৯৮ তারিখে।

বেশ কিছু বিদায়ে বিভাগ যখন সমস্যা জর্জর তখনই বিভাগে যোগদান করেছেন ড. মলয় চক্রবর্তী। তিনি হুগলি মহসিন কলেজ থেকে বদলি হয়ে বিভাগে এসেছেন গত ৩.১১.৯৮ তারিখে। বিভাগের আরও এক প্রাপ্তি ড. অশোককুমার দাস যিনি দার্জিলিং গভর্ণমেণ্ট কলেজ থেকে বদলি হয়ে এখানে যোগ দিয়েছেন গত ৯.১১.৯৮ তারিখে।

গত পূজার ছুটিতে অধ্যাপক অশোক রায়ের (বিভাগীয় প্রদান) তত্ত্বাবধানে এবং শ্রী সুনীল দের সাহায্যে দ্বিতীয় বর্ষের স্নাতকস্তরের ছাত্রছাত্রীরা দার্জিলিং, কালিম্পং, মিরিক-সংলগ্ন হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত শিক্ষামূলক ভ্রমণ সম্পন্ন করেছে। পূজার ছুটির শেষাংশে শিক্ষামূলক ভ্রমণ হয়েছে উড়িষ্যা এবং অন্ধ্রের সমুদ্রোপকূলে প্রধানত ওয়ালটেয়ার, আরাকুভ্যালিকে কেন্দ্র করে, অধ্যাপক সত্যরঞ্জন সাহা, অধ্যাপক মধুব্রত চৌধুরী ও অধ্যাপক সুবীর বেরা তৃতীয় বর্ষের স্নাতক শ্রেণীর এবং দ্বিতীয় বর্ষের স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এই ভ্রমণে গিয়েছিলেন। সাহায্য

করেছিলেন শ্রী চতুর্ভুজ দাস ও মঃ দেলাম্বিয়া। ড. সুবীর বেরা সম্প্রতি নাগাল্যাণ্ডের কোহিমায় ডিপার্টমেণ্ট অফ সায়েন্স অ্যাণ্ড টেক্নোলজি কর্তৃক আয়োজিত PAC – ES সম্মেলনে (১২ই নভেম্বর, ১৯৯৮) যোগ দিয়েছেন।

ড. জলদবরণ রায়, অধ্যক্ষ, দীনবন্ধু মহাবিদ্যালয়, বনগাঁও উঃ ২৪ পরগণা, এবং ড. বরুণ চট্টোপাধ্যায়, প্রাক্তন রিডার, প্রেসিডেন্সি কলেজ-এর তত্বাবধানে শ্রী দীনেশ হালদার গবেষণার কাজ করছেন। গবেষণার বিষয়বস্তু হলো Investigation of Dematiaceous Hyphomycetous Fungi and its Distributional Pattern in West Bengal শ্রী হালদার কিছুদিনের মধ্যেই থিসিস্ জমা দিতে চলেছেন। ড. অশোককুমার দাশ, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ শ্রী হালদারের গবেষণার সঙ্গে দীর্ঘ পাঁচ বৎসর যাবৎ যুক্ত আছেন এবং ইতোমধ্যে ২টি গবেষণা পত্র ড. দাশের সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে।

গণিত

১৯৯৮ সালে বি.এস-সি অনার্স পার্ট-টু পরীক্ষায় একজন প্রথম শ্রেণীতে অনার্স পেয়েছে। অন্যান্যরা দ্বিতীয় শ্রেণীতে অনার্স পেয়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন ধরনের পাঠক্রমে ভর্তি হয়েছে। এবার পরীক্ষার্থী সংখ্যা ছিল সাকুল্যে এগারোজন।

১৯৯৬-এর শেষের দিকে এবং ১৯৯৭-র প্রথমে এই বিভাগের দু'জন প্রবীণ অধ্যাপক অবসর নিলেও এখনও পদ দুটিতে অধ্যাপক নিযুক্ত হন নি। একজন W.B.S.E.S-এর অধ্যাপক পদও দীর্ঘদিন খালি আছে। এর ফলে বিভাগের কাজকর্ম ব্যাহত হচ্ছে।

ইতিহাস, দর্শন ও ইংরেজি বিভাগের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে আরও একটি কম্পিউটার কেনা হয়েছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশুদ্ধ গণিত বিভাগ দ্বারা আয়োজিত রানী ও আশুতোষ গাঙ্গুলি মেমোরিয়াল লেক্চার-এ উপস্থিত ছিলেন গণিত বিভাগের ড. দেবীদাস চট্টরাজ। Calcutta Mathematical Society-এর S. N. Bose School for Mathematics and Mathematical Sciences-র উদ্যোগে আয়োজিত International Symposium on Mathematical Physics in Memory of S. Chandrasekhar with a special session on Abdus Salam-এ যোগদান করেন ড. চট্টরাজ। Breakthrough Science Society পদার্থবিদ্যা বিভাগে একটি সেমিনারের আয়োজন করে। ড. চট্টরাজ সেখানেও অংশগ্রহণ করেন।

দর্শন বিভাগ

১৯৯৭-৯৮ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক পর্যায়ে দর্শন বিভাগের সাম্মানিক ছাত্র-ছাত্রীদের পার্ট্-টু পরীক্ষার ফলাফল বিভাগের ঐতিহ্য অনুযায়ী সন্তোষজনক হয়েছে.। মোট ২১ জন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ১২ জন প্রথম শ্রেণীর অনার্স লাভ করেছে। কিন্তু কোন এক অজ্ঞাত কারণে এই বিভাগের সাম্মানিক ছাত্র-ছাত্রীদের স্নাতক পর্যায়ের পার্ট্-ওয়ান পরীক্ষার ফলাফল

আশানুরূপ না হওয়ায় অধিংকাংশ ছাত্র-ছাত্রীই কিছুটা বিষাদগ্রস্ত ও বিক্ষুব্ধ। মোট ২০ জন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ২ জন প্রথম শ্রেণীর অনার্স নম্বর পেয়েছে; তবে গৌরবের কথা এই যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর নম্বর পাওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে তারাই প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী হয়েছে ; এবং অপর ৫ জন প্রথম শ্রেণীর অনার্স নম্বরের প্রান্তিক পর্যায়ে রয়েছে, তাদের পার্ট্-টু পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর অনার্স পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল। ১৯৯৭-৯৮ শিক্ষাবর্ষে অনুষ্ঠিত দর্শনের এম.এ. পার্ট্-ওয়ান পরীক্ষায় এই বিভাগের অন্তর্গত ২ জন ছাত্রী প্রথম শ্রেণীর নম্বর পেয়েছে ; পার্ট্-টু পরীক্ষাতেও একাধিক ছাত্র-ছাত্রীর প্রথম শ্রেণী লাভ করার সম্ভাবনা রয়েছে।

পূর্ব ঐতিহ্য পরম্পরায়, বিভাগীয় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে অব্যাহত আছে; এর ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা ব্যক্তিগতভাবে ক্লাসের বাইরেও পঠন-পাঠন বিষয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আন্তরিক সহযোগিতা পায়। অধ্যাপিকা শ্রীমতী মুখার্জি (রায়)-এর তত্ত্বাবধানে একটি সেমিনার লাইব্রেরি চালু আছে। এর মধ্যে এই সেমিনার লাইব্রেরির কিছু সংস্কার করা হয়েছে ; এবং অচিরে এটিকে আরো উন্নত করার চেষ্টা চলছে। বিভাগীয় রীতি অনুযায়ী বিগত শিক্ষাবর্ষে বিভিন্ন দার্শনিক সমস্যা বিষয়ক বেশ কিছু সংখ্যক বক্তৃতা ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে ; তার মধ্যে যুক্তি বিজ্ঞানের উপর বিশিষ্ট অধ্যাপক রমাপ্রসাদ দাসের বক্তৃতা এবং 'সমাজে নৈতিক মূল্যের স্থান' বিষয়ের উপর আই. আই. এম্-এর বিশিষ্ট অধ্যাপক এস. কে. চক্রবর্তী-র প্রদত্ত বক্তৃতা ও আলোচনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আগামী দিনে ছাত্র-ছাত্রীরা যেন এরূপ বক্তৃতা ও আলোচনা সভার প্রতি অধিক আগ্রহী হয় সে ব্যাপারে বর্তমান বিভাগীয় প্রধান বিশেষভাবে সচেষ্ট আছেন।

বিভাগের সব শিক্ষক-শিক্ষিকারাই পঠন-পাঠনের মান ক্রমশ উন্নত করার ব্যাপারে সচেষ্ট। বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্র কর্তৃক যুক্তি বিজ্ঞানের দর্শন (Philosophical Logic) বিষয়ক রচিত একটি বই অচিরেই প্রকাশিত হতে চলেছে। ড. মন্দিরা মুখোপাধ্যায় এবং ড. শ্রীমতী মুখার্জি (রায়) Indian Academy of Philosophy-র পঠন-পাঠন বিভাগের সঙ্গে যুক্ত আছেন। নবাগতা অধ্যাপিকা শর্মিষ্ঠা বক্সী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পি-এইচ. ডি.-র জন্য গবেষণার কাজে অনেকটা অগ্রসর হয়েছেন।

W.B.S.E.S-এর একটি অধ্যাপক পদ এবং W.B.E.S.-এর একটি পদ দীর্ঘদিন হতে শূন্য রয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থে W.B.E.S.-এর শূন্য পদটির স্থলে সরকারের অনুমোদনক্রমে ড. ঋতাবরী রায় মৌলিক, অধ্যাপক সুব্রত বসু এবং শ্রীমতী পৃথা ঘোষ আংশিক সময়ের শিক্ষক হিসাবে কর্মরত আছেন। আংশিক সময়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা হলেও তাঁদের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও সব ব্যাপারে সহযোগিতা দর্শন বিভাগকে সমৃদ্ধ করেছে। কিন্তু বর্তমানে প্রেসিডেন্সি কলেজের বিভিন্ন বিভাগে স্নাতকোত্তর পঠন-পাঠন চালু করার যে উদ্যোগ চলছে তার প্রেক্ষিতে অচিরে বিভাগের শূন্য পদদুটিতে পূর্ণ সময়ের শিক্ষক নিয়োগ করা এবং শিক্ষক পদের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করা সত্বর প্রয়োজন।

পদার্থবিদ্যা বিভাগ

অন্যান্য বছরের মতো এ বছর বি. এস-সি ও এম. এস-সি পরীক্ষায় ছাত্ররা ভাল ফল করেছে। যথাক্রমে ১৩ জন ও ১৯ জন প্রথম শ্রেণী অধিকার করেছে। এম. এস-সির নতুন পাঠক্রম চালু হবার পর এ বছরই প্রথম পার্ট ওয়ান পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ল। ঐচ্ছিক পেপার এর মধ্যে মাইক্রোওয়েভ এবারই প্রথম শুরু করা হয়েছে। এ ছাড়া জি.টি.আর ও জিওফিজিক্স কেবলমাত্র প্রেসিডেন্সি কলেজেই পড়াবার ব্যবস্থা আছে—বিজ্ঞান কলেজের ছাত্ররাও এখানে এসে এগুলো পড়ার সুযোগ পাচ্ছে। এ বছর থেকে কমপিউটার প্রয়োগ পত্রে ৫০ নম্বরের পরীক্ষা হয়েছে—এতেও আমাদের ছাত্রছাত্রীরা ভাল ফল করেছে। আরো উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমপিউটার বসিয়ে ইউনিক্স ও সি চালু করা হচ্ছে। ইন্টারনেট ব্যবস্থার মাধ্যমে গবেষক ও ছাত্ররা পৃথিবীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যোগাযোগ রেখে চলেছেন।

আমরা গর্বের সাথে জানাচ্ছি যে আমাদের প্রাক্তন ছাত্র অশোক সেন ১৯৯৮ সালে ফেলো অব রয়েল সোসাইটি নির্বাচিত হয়েছেন। আমাদের অপর প্রাক্তনী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার পালিত অধ্যাপক অমিতাভ রায়চৌধুরী ১৯৯৭ সালে ভাটনগর সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। আর এ বছরের ভাটনগর পুরস্কার পেয়েছেন সুমিত দাস— তিনিও আমাদের প্রাক্তন ছাত্র। যে কোনও প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই ত্রয়ী সম্মান অত্যন্ত শ্লাঘার বিষয়।

এ বছরও আমাদের কয়েকজন ছাত্র সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স-এ ইন্টিগ্রেটেড পি-এইচ. ডি কোর্সে সুযোগ পেয়েছে। এ ছাড়া কানপুর আই আই টি ও সাহা ইনস্টিটিউটেও আমাদের ছাত্ররা যেতে পেরেছে। দেশ বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণাগারে আমাদের ছাত্ররা ছড়িয়ে রয়েছে।

আমাদের এক্স রে ক্রিস্টালোগ্রাফি গবেষণাগারে ইউ. জি. সি স্কিমে গবেষণারত আশিস দাস পি-এইচ. ডি উপাধি লাভ করেছে। এ ছাড়া ডি এস টি স্কীমে ড. মীরা দে-র কাছে দু'জন ছাত্র গবেষণায় রত। সহকর্মীদের মধ্যে মীরা দে, দেবপ্রিয় শ্যাম, মহেন্দ্র সিংহ রায় ও প্রদ্যোত রায় বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। সুইডেন টেকনিকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পিটার আপেল্ এই বিভাগে একটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা দিয়েছেন। অধ্যাপক সুমিত দাস মৌল কণা তত্ত্বের ওপর একটি সেমিনার বক্তৃতা প্রদান করেছেন। সৌমিত্র সেনগুপ্ত স্ট্রিং থিয়োরির ওপর একটি বক্তৃতামালা দিয়েছেন।

কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সংগঠনের শিক্ষকদের রিফ্রেশার কোর্সে বিভাগীয় অধ্যাপকরা কয়েকটি আমন্ত্রণমূলক বক্তৃতা দিয়েছেন। এদের মধ্যে ছিলেন দীপাঞ্জন রায়চৌধুরী, দিলীপ পাল, সজল গাঙ্গুলী, প্রদীপ দত্ত, তপন দাস ও সুব্রত দত্ত। গত জানুয়ারি মাসে বহরমপুরের ইউনিয়ান ক্রিশ্চান ট্রেনিং কলেজের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবে আমন্ত্রিত হয়ে বক্তৃতা দেন সুব্রত দত্ত ইন্টারনেটের উপর। মার্চ মাসে বিশ্বভারতীতে অনুষ্ঠিত অধ্যাপকদের ইউ জি সি রিফ্রেশার কোর্সে বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের ওপর আমন্ত্রণী বক্তৃতা-মালা প্রদান করেন সুব্রত দত্ত। মে মাসে দার্জিলিং সরকারি কলেজের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবে ভারতের পারমাণবিক পরীক্ষা ও ইন্টারনেটের ওপর দুটি বক্তৃতা দেন সুব্রত দত্ত। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনি ইন্টারনেটের ওপর একটি বক্তৃতা দেন। ডিসেম্বর মাসে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউ জি সি

রিফ্রেশার কোর্সে উপরিউক্ত দু'টি বিষয়ে বক্তৃতার জন্য আমন্ত্রিত হন সুব্রত দত্ত। জানুয়ারি ১৯৯৯-তে তিনি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাকাডেমিক স্টাফ কলেজে বক্তৃতার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছেন।

প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান ও বিশিষ্ট গবেষক কুলেশচন্দ্র করের শত বর্ষ পূর্তি উৎসবের সূচনা হয় ২০ নভেম্বর। তাঁরই প্রতিষ্ঠিত Institute of Theoretical Physics এর সহায়তায় বর্ষব্যাপী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন উচ্চশিক্ষা সচিব শ্রীহীরক ঘোষ মহাশয়। ১৯৯৮ সালের K. C. Kar Memorial Lecture প্রদান করেন অধ্যাপক অমল কুমার রায় চৌধুরী। তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল The Big Bang, Black Holes, the Beginning and the End of Time। অতি প্রাঞ্জল ভাষায় মহাবিশ্বতত্ত্বের এই বিশ্বখ্যাত গবেষক এই বিষয়টি উপস্থাপনা করেন। এর পর অধ্যাপক করের বিশিষ্ট ছাত্র সমরেন্দ্রনাথ ঘোষাল, দ্বিজেন্দ্রলাল ভট্টাচার্য ও শ্যামল সেনগুপ্ত তাঁর গবেষণা ও শিক্ষকতার বৈশিষ্টের বিশদ আলোচনা করেন। ১৯২২ সাল থেকে জীবনের শেষ বৎসর ১৯৭৫ পর্যন্ত তিনি প্রতি বছর গবেষণা মূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন। এর পর Prof. K. C. Kar Centenary Lecture প্রদান করেন অশোক সেন,। তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল On the Unification of Physics। অতি আকর্ষক এই বক্তৃতার পর তাঁকে রয়াল সোসাইটির সদস্যপদ প্রাপ্তির জন্য সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়— Institute of Theoretical Physics এর আজীবন সাম্মানিক সদস্য করে। এই সম্মান অধ্যাপক অমিতাভ রায় চৌধুরীকেও দেওয়া হয় ভাটনগর পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য। Presidency College Alumni Association-এর পক্ষ থেকে সভাপতি সচ্চিদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় এঁদেরকে দু'টি শাল প্রদান করেন।

এই বিভাগ কুলেশচন্দ্র করের ঐতিহ্য বহন করে চলবে—এটাই হবে তাঁর প্রতি শ্রেষ্ঠ স্মৃতি তর্পণ।

প্রাণিবিদ্যা বিভাগ

বিভাগীয় প্রধান ড. দিলীপকুমার চক্রবর্তীর সযত্ন প্রয়াসে বিভাগের অগ্রগতির ধারা ক্রমশ বহুমুখী হয়ে উঠছে। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণের সংখ্যা যথাক্রমে ৮২% ও ৮৩%। স্নাতক স্তরে শ্রী অনিরুদ্ধ ব্যানার্জী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার ক'রে অধ্যাপক দিলীপ চক্রবর্তী প্রদত্ত অপরাজিতা স্মৃতি পদক লাভ করেছে। এ বছর বি. এস-সি পরীক্ষায় ১১ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৯ জন প্রথম শ্রেণীতে ও ২ জন দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে। এম. এস-সি পরীক্ষায় ১৮ জন ছাত্রের মধ্যে ১৫ জন প্রথম শ্রেণী ও ৩ জন দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে। ছাত্রসমাজের ক্রমবর্ধমান চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরের আসন সংখ্যা বাড়িয়ে যথাক্রমে ১৮ থেকে ২৫ ও ২০ থেকে ৩০-এ উন্নীত করা হয়েছে। স্নাতকোত্তর স্তরে আরও স্পেশাল পেপার খোলার প্রচেষ্টা চলছে। বিভিন্ন শিক্ষক বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক নিযুক্ত হন। ড. দিলীপকুমার চক্রবর্তী ও ড. সুজিতকুমার দাশগুপ্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে UGC-র সহায়তায় সংগঠিত অ্যাকাডেমিক স্টাফ্ কলেজে 'রিসোর্স পার্সন'এর গুরুদায়িত্ব পালন করেন। ড. দাশগুপ্ত (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত) ও ড. নির্মল কুমার সরকার পি-এইচ. ডি

থিসিসের পরীক্ষক নিযুক্ত হন। ড. রূপেন্দু রায় মডারেটর নিযুক্ত হন। বিভাগে একটি কেন্দ্রীয়, আধুনিক যন্ত্র-কক্ষ ও একটি পূর্ণাঙ্গ সেমিনার লাইব্রেরি গড়ে তোলার জন্য যথার্থ প্রয়াস চালাচ্ছেন ড. দেবপ্রসাদ চক্রবর্তী, ড. কমলকুমার ব্যানার্জী, ড. ত্রিলোচন মিদ্যা, ড. প্রবাল দে, ড. রূপেন্দু রায় প্রমুখ শিক্ষকগণ।

বিভাগের শিক্ষকগণ পঠন-পাঠনের পাশাপাশি বিবিধ বিষয়ে গবেষণার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন এবং তাদের অধীনে কয়েক জন গবেষক-গবেষিকা গবেষণা-পত্রাদি প্রকাশ করেছেন। বছরের প্রারম্ভে ড. নির্মলকুমার সরকারের অধীনে শ্রীমতী ধৃতি ব্যানার্জী পি-এইচ. ডি থিসিস জমা দিয়েছেন এবং বছরের শেষ ভাগে ড. সুজিতকুমার দাশগুপ্তের অধীনে শ্রীমতী শাশ্বতী সিন্‌হা থিসিস জমা দিতে চলেছেন। শ্রীমতী ধৃতি ব্যানার্জী তাঁর গবেষণার উৎকৃষ্টতার স্বীকৃতি স্বরূপ জুলজিক্যাল সোসাইটি কর্তৃক আর. কে. সুর স্মৃতি পদক লাভ করেছেন। ড. সুজিতকুমার দাশগুপ্ত, ড. নির্মলকুমার সরকার, ড. রূপেন্দু রায় ও শ্রীমতী ধৃতি ব্যানার্জির গবেষণা পত্রের সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হয়েছেন বিভিন্ন দেশের গবেষক ও গবেষণা সংস্থাসমূহ।

এ বছর বিভাগে দুটি বৈজ্ঞানিক আলোচনা-চক্রের আয়োজন করা হয়। প্রথমটিতে আন্টার্কটিক অভিযান ও আন্টার্কটিকের জীবজগৎ সম্পর্কে প্রাণময় বক্তব্য রাখেন জুলজিকাল সার্ভে অফ্ ইণ্ডিয়ার বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড. আশিসকুমার হাজরা। দ্বিতীয়টিতে পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রতিক ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব ও তার প্রতিকারের উপায় সম্পর্কে আলোচনা করেন কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের পূর্বাঞ্চলীয় শাখার বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড. অশোককুমার মুখোপাধ্যায়।

ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব সম্পর্কিত গবেষণার কাজে ড. রূপেন্দু রায় ও ড. প্রবাল দে উত্তরবঙ্গ ও পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড় অঞ্চলে সমীক্ষা চালান। উভচর প্রাণী সংক্রান্ত গবেষণার কাজ ড. রূপেন্দু রায় ও ড. নির্মলকুমার সরকার বাঁকুড়া ও দক্ষিণ ২৪ পরগণার বিভিন্ন অঞ্চলে যান। বন্যপ্রাণী সম্পর্কিত গবেষণার কাজে ড. কমলকুমার ব্যানার্জী উড়িষ্যার বনাঞ্চল সমূহ পরিভ্রমণ করেন।

গবেষণা পত্রাদি পেশ করার জন্য বা বক্তৃতা দেবার জন্য বিভিন্ন শিক্ষক ও তাদের অধীনস্থ গবেষক-গবেষিকাগণ বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সভায় সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করেন; সংক্ষেপে বলা যায় : (১) ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৮৬-তম সভায় ড. দিলীপকুমার চক্রবর্তী ও সহযোগী গবেষকবৃন্দ, (২) পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৬ষ্ঠ সভায় ড. প্রবাল দে, ড. নির্মল কুমার সরকার, ড. রূপেন্দু রায় ও সহযোগী গবেষকবৃন্দ, (৩) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক স্টাফ কলেজে আমন্ত্রিত রিসোর্স বক্তৃতা দেন ড. দিলীপকুমার চক্রবর্তী ও ড. সুজিতকুমার দাশগুপ্ত, (৪) ন্যাশনাল সেমিনার অন্ কোয়ালিটি কন্ট্রোল—ড. দিলীপকুমার চক্রবর্তী, (৫) সেমিনার অন্ 'লাইফ অন্ আর্থ' অ্যাণ্ড সেভ্ আওয়ার সীজ্'—ড. দিলীপকুমার চক্রবর্তী, (৬) ইকোলজিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সেমিনার—ড. সুমিত হোমচৌধুরী, (৭) ফিন্-ফিশ্ ও শেল্-ফিশ্ সংক্রান্ত জাতীয় কর্মশালা—ড. সুমিতহোমচৌধুরী, ড. রূপেন্দু রায় ও শ্রী অনিরুদ্ধ ঝা, (৮) ন্যাশনাল সেমিনার অন্ এনভায়রনমেন্টাল বায়োলজি—ড. সুজিতকুমার দাশগুপ্ত, (৯) ওস্‌মানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে

UGC কর্তৃক আয়োজিত মলিকুলার বায়োলজিস্টদের কর্মশালা—ড. ত্রিলোচন মিদ্যা, (১০) ম্যালেরিয়ার সাম্প্রতিক প্রাদুর্ভাব ও তার প্রতিকার সম্পর্কিত UGC-র সেমিনার—ড. দিলীপকুমার চক্রবর্তী, ড. পীযূষকান্তি সাহা, ড. কমলকুমার ব্যানার্জী, ড. প্রবাল দে, ড. বৃপেন্দু রায়, ড. নির্মলকুমার সরকার ও ড. সুমিত হোমচৌধুরী এবং (১১) পরিবেশ উন্নয়ন পরিষদের পরিবেশ উন্নয়ন সম্পর্কিত সেমিনার—শ্রী অনিরুদ্ধ ঝা।

ড. দিলীপকুমার চক্রবর্তী, ড. দেবপ্রসাদ চক্রবর্তী, ড. কমলকুমার ব্যানার্জী, ড. সুব্রতকুমার দে, ড. প্রবাল দে, ড. প্রবাল দে ও ড. নির্মল কুমার সরকারের নেতৃত্বে ছাত্রছাত্রীগণ তাদের শিক্ষামূলক ভ্রমণ সূচিগুলি সম্পন্ন করেন। ড. পীযূষকান্তি সাহার পরিচালনায় বিভাগীয় দেয়াল-পত্রিকা প্রকাশিত হয়। উল্লেখ করা প্রয়োজন, বিভাগে অধ্যাপক শ্রী সুজিতকুমার দাশগুপ্ত, শ্রী অমিয়কুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রী বিশ্বনাথ মিত্র, শ্রী দেবজ্যোতি দাস, শ্রী সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী ধৃতি বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী কৃষ্ণা সিং সাম্মানিকভাবে আংশিক সময়ে পাঠদান করছেন। এছাড়া আংশিক সময়ের জন্য নিযুক্ত আছেন শ্রী কমল পাল ও শ্রী সুব্রত দে, শ্রী শিবেন্দু দত্ত এবং শ্রীমতী স্মিতা পালিত।

পরিশেষে বলা যায় যে, আমাদের আত্মতুষ্টির কোনও অবকাশ নেই, বরং আমাদের সকলকে খেয়াল রাখতে হবে যে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর, উভয় স্তরে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে আমাদের দায়িত্ব অনেক গুণ বৃদ্ধি পেল। শ্রেণীকক্ষে স্থানাভাব আরও বেশি সংখ্যক বইপত্র, প্রাক্টিকালের সরঞ্জাম, চেয়ার-বেঞ্চ ক্রয়ের জন্য আর্থিক অনটন ; অপূর্ণ শিক্ষকপদগুলির শূন্যতা ; ল্যাবরেটরি টেক্‌নিশিয়ান ও টাইপিস্ট জাতীয় কর্মীর অভাব ইত্যাদি সমস্যা আমাদের সাময়িক ভাবে বিব্রত করতে পারে, তবু আমাদের বিভাগের সকল শিক্ষক, গবেষক-গবেষিকা, অশিক্ষক কর্মী ও ছাত্রছাত্রীদের দৃষ্টিভঙ্গী হোক গঠনমূলক এবং আমাদের আরও এগিয়ে যাবার মন্ত্র হোক, 'চরৈবেতি'।

বাংলা বিভাগ

পঠন-পাঠন ও সারস্বত চর্চার ক্ষেত্রে গত একটি বছর বাংলা বিভাগ যেমন তার সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছে তেমনি মুখোমুখি হয়েছে কিছু প্রতিকূলতার। প্রথমত শিক্ষক স্বল্পতা। মোট পদের সংখ্যা দশটি, কিন্তু বর্তমানে কর্মরত মাত্র পাঁচজন। অধ্যাপক অমিতাভ ঘোষ ইতিমধ্যে অবসর নিয়েছেন, ড. প্রশান্তকুমার দাশগুপ্ত-র অবসরগ্রহণ কাল সমাগত। অভিজ্ঞ প্রফেসর ড. জীবন কুমার মুখোপাধ্যায় গত ৭ই ফেব্রুয়ারি বিভাগীয় প্রধান হিসেবে যোগ দেওয়ায় বিভাগ উপকৃত হয়েছে। কিন্তু তাঁকেও মার্চের শেষ অবধি অধ্যাপনা ছাড়াও 'নেতাজী ইনস্টিটিউট ফর এশিয়ান স্টাডিজ' এর ডাইরেকটর এবং পশ্চিমবঙ্গের উপশিক্ষা অধিকর্তার প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন ক'রে যেতে হচ্ছিল। নেতাজী ইনস্‌টিটিউটের পরিচালন ভার এখনও তাঁর উপর ন্যস্ত আছে।

আমরা উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছি গত কয়েক বছর আমাদের ছাত্রছাত্রীরা অনার্স পার্ট টু পরীক্ষায় কোনও একটি বা দু'টি পেপারে গড়পড়তা হারে কম নম্বর পাওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এবারে পার্ট ওয়ানেও এই প্রবণতা দেখা গেছে। অনেকেরই ফল হয়েছে অপ্রত্যাশিত অন্যান্য পরীক্ষা কিম্বা ঐ পরীক্ষারই অন্য পেপারের নম্বরের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ। তা সত্ত্বেও

'৯৮ সালের ১৯ জন পার্ট ওয়ান সাম্মানিক পরীক্ষার্থীর মধ্যে শ্রীমান জয়দীপ ঘোষ প্রথম শ্রেণী পেয়েছে। কয়েকজন তার খুব কাছাকাছি পৌঁছেছে। বাকিরা এবং পার্ট টু'র ১৬ জন পরীক্ষার্থীর সকলেই দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে। বর্তমানে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অনেকেই নানা সর্জনকলায় পারদর্শী। তারা নিয়মিত দেয়ালপত্রিকা প্রকাশ করেছে, কলেজের উৎসবাদিতে সক্রিয় অংশ নিয়েছে। আয়োজন করেছে বিভাগের নবীন ছাত্রদের বরণ ও বিদায়ীদের শুভেচ্ছাজ্ঞাপক অনুষ্ঠানের। ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে তারা সংবর্ধিত করেছে অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান অমিতাভ ঘোষ মহাশয়কে। তাঁরই উৎসাহ ও সানন্দ পরিচালনায় স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ছাত্রছাত্রীরা সম্মিলিত ভাবে, বিভাগের পুনর্মিলন উৎসবে পরিবেশন করেছিল একটি চমৎকার রবীন্দ্র নৃত্যসংগীতালেখ্য। পুনর্মিলন উৎসব সংগঠিত হয়েছিল তাতে গান গেয়েছিলেন শ্রীমতী লোপামুদ্রা মিত্র। সমাগত হয়েছিলেন সদ্য কলেজ ছেড়ে যাওয়া তরুণেরা, কৃতী প্রাক্তনেরা। এমন কি অর্ধশতাব্দীর পুরনো ছাত্রটিও। ছিল জলযোগ এবং তার চেয়েও সুস্বাদু আড্ডা, স্মৃতিচারণ। আরেকটি স্মরণীয় আয়োজন ছিল ৮ই ডিসেম্বরে। বাংলা বিভাগের উদ্যোগে পূর্ণ সভাঘরে ঐদিন 'অথর' ধারণাটির ক্রমবিবর্তন বিষয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রী শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়। গত ৭ই জানুয়ারি 'কবির সময়' শীর্ষক একটি সেমিনার বক্তৃতা দেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ড. বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়।

বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. জীবনকুমার মুখোপাধ্যায়ের সক্রিয় অংশগ্রহণে নেতাজী ইনসটিটিউটে 'নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন' এবং 'উত্তরবঙ্গের রাভা সম্প্রদায়' বিষয়ে দু'টি আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বিভাগের অন্যতম অধ্যাপক ড. প্রশান্তকুমার দাশগুপ্ত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ১৪০৫ বঙ্গাব্দের কার্যনির্বাহী সমিতির সদস্য ও সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমিরও কর্মসমিতির সদস্য। আকাদেমি থেকে এবছর প্রকাশিত আকাদেমি বানান অভিধানে-এর তিনি অন্যতম সংকলক। টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটেরও তিনি একজন শিক্ষক। ইনস্টিটিউট জার্নাল 'রবীন্দ্র ভাবনা'তে বৌদ্ধ দর্শন ও রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে তাঁর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির অনুরোধে তিনি সাহিত্যিক 'বনফুল'-এর জীবনী লিখছেন।

এ বছর বিশিষ্ট চলচ্চিত্রকার মৃণাল সেনের পঁচাত্তর বছর পূর্তি উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁকে নাগরিক সম্বর্ধনা দেন এবং চতুর্থ কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 'মৃণাল সেন' নামে একটি স্মারক গ্রন্থের প্রকাশ করেন। ঐ গ্রন্থটি সম্পাদনার গুরুদায়িত্ব সুচারুভাবে পালন করেছেন বিভাগের অধ্যাপক শ্রী প্রলয় শূর। অধ্যাপক ড. হীরেন চট্টোপাধ্যায়ের কয়েকটি রচনা, গবেষণা-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে দেশ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, গোধূলিমন, তথ্যকেন্দ্র ইত্যাদি পত্রিকায়। শংকর ও মহাশ্বেতা দেবী বিষয়ে দুটি লেখা ও 'রবীন্দ্র কাব্যের প্রথম পর্যায়ে প্রেম এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'বেরটোল্ট' ব্রেখ্টের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে অধ্যাপক শ্রী কৌশিক রায়চৌধুরী রচিত 'ব্রেখ্টের খোঁজে'

নামে এক জীবনালেখ্য প্রকাশিত হয় 'নন্দন' পত্রিকায়। বিশিষ্ট নাট্যদল নান্দীকার সেটি প্রযোজনা করেন। এবছর বাংলার নানা শহরে, মুম্বই, দিল্লী, লন্ডন ও যুক্তরাষ্ট্রের চারটি নগরীতে এবং বেতার ও দূরদর্শনে ব্রেষ্‌টের খোঁজে'র পাঠাভিনয় পরিবেশিত হয়েছে।

১৯৯৮ সালে শতবর্ষপূর্ণ হয়েছে আরও এক কবি-নাট্যকার লোরকার। বাংলা বিভাগে অনতিবিলম্বে তাঁকে নিয়ে একটি আলোচনা সভা আয়োজিত হবে।

ভূগোল বিভাগ

এই বিভাগের অধ্যাপক-অধ্যাপিকাগণ পঠন-পাঠনের সুষ্ঠু রূপায়ণের প্রতি অত্যন্ত যত্নশীল। বিগত শিক্ষাবর্ষে বি. এস-সি পার্ট ওয়ান পরীক্ষার ফল আশানুরূপ হয় নি। একজন মাত্র প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে। গড় ফল অবশ্য যথেষ্ট ভালো। বি. এস-সি পার্ট টু পরীক্ষায় আটজন প্রথম শ্রেণীর এবং বাকীরা দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্সসহ গ্র্যাজুয়েট হয়েছে। এম. এস-সি পার্ট ওয়ান পরীক্ষায় পাঁচজনের মধ্যে তিনজন এবং এম. এস-সি পার্ট টু পরীক্ষায় পাঁচজনের মধ্যে সবাই প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে।

গত পূজোর ছুটিতে ব্যবহারিক ক্ষেত্র শিক্ষণের জন্যে দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে অধ্যাপক ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়, ড. শাশ্বতী মুখোপাধ্যায়, শ্রী বি. বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রী এস দাস মধ্যপ্রদেশের পাঁচমারি জব্বলপুর অঞ্চলে ভৌগোলিক সমীক্ষা করেন। বিভাগীয় প্রধান ড. আশিস সরকারের অধীনে প্রোজেক্টের কাজ চলছে। দুটি পর্যায়ে মুর্শিদাবাদ জেলার জলঙ্গী আখেরিগঞ্জ অঞ্চলে পদ্মানদীর এবং তমলুক মহকুমায় রূপনারায়ণ নদীর ভাঙন সংক্রান্ত ও পরিবেশ সম্পর্কিত গবেষণার কাজ সমাধা হয়েছে। অধ্যাপিকা শ্রীমতী সোমা ভট্টাচার্য উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স ও তরাই অঞ্চলের অ্যালুভিয়াল ফ্যান সম্পর্কিত গবেষণার কাজ ও ক্ষেত্র সমীক্ষা করেছেন।

গত সেপ্টেম্বর মাসে বিভাগের অন্যতম অধ্যাপক ড. জয়দেব কোলে বদলি হয়ে বারাসত সরকারী কলেজে যোগ দিয়েছেন।

জিওগ্রাফিক্যাল ইনসটিটিউটের আমন্ত্রণে বক্তৃতা দিয়েছেন জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার মেরিন উইং এর জিও ডাটা ও ইনফরমেশন ডিভিশনের ডাইরেক্টর ড. এ. কে. তলাপাত্র।

বিভাগের স্থানাভাব সমস্যা মিটতে চলছে। অধ্যক্ষমশাইকে ধন্যবাদ, তিনি বেশ কিছু শ্রেণীকক্ষের ব্যবস্থা করেছেন যদিও ভুগোল বিভাগে এখনও ঘরগুলি হস্তান্তরিত হয় নি। প্রয়োজন মাফিক ঐ ঘরগুলিকে রিমডেল করার জন্য যথাযথ স্থানে জানানো হয়েছে। শীঘ্রই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। লোকাভাব আরও একটি বড় সমস্যা। সুষ্ঠু পঠন পাঠনের প্রয়োজনে আরো কিছু পদ সৃষ্টি করা এবং শূন্যপদ পূরণ করা আশু প্রয়োজন।

কলেজ স্পোর্টস-এ এই বিভাগের ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপক-অধ্যাপিকাগণ অত্যন্ত উৎসাহের সাথে প্রতি বছর যোগ দেয়। এবার নিয়ে পরপর তিনবছর তারা সামগ্রিক সাফল্য দেখিয়ে 'আশা-প্রতীপ" ট্রফি জয় করেছেন।

অনিবার্যকারণে এখনও পর্যন্ত জিওগ্রাফিক্যাল ইন্সটিটিউটের পুনর্মিলন উৎসব আয়োজন করা যায় নি। তবে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে খুব শীঘ্র এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার। ঐ সময়ই প্রকাশিত হবে ট্র্যাভার্স পত্রিকা এবং আয়োজন করা হবে আমন্ত্রণমূলক বক্তৃতার।

ভূতত্ত্ব বিভাগ

শিক্ষণ, শিক্ষাগ্রহণ ও গবেষণার ধারা বহুলাংশে অব্যাহত রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন তৃতীয়বারের জন্য এই বিভাগকে বিশেষ-সাহায্য অনুদান (UGC-SAP) দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিয়োজিত কমিটি বিভাগ পরিদর্শন করে এর ল্যাবোরেটরি, COSIST Staff ও স্নাতকোত্তর পঠনপাঠনের বিষয়ে রাজসরকারের অর্থ সাহায্যের জন্য রিপোর্ট জমা দিয়েছে।

এ বছর বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল মোটামুটি সন্তোষজনক। অনার্স পার্ট ওয়ানে ন'জন ছাত্রছাত্রী প্রথম শ্রেণী পেয়েছে। অনার্স পার্ট টু-তে পনেরোজন ছাত্রছাত্রী এবং এম এস-সি পার্ট ওয়ানে দুজন ছাত্র প্রথম শ্রেণী পেয়েছে। অনীকি সাহা ১৯৯৭ সালের অনার্স পরীক্ষায় প্রথম হয়ে কগিন ব্রাউন পদক পেয়েছে।

বছরের শুরুতে সাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মাসারু ইয়োশিদা INSA-JAPAN এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামে এই বিভাগে আসেন এবং ফীল্ড ও ল্যাবোরেটরিতে গবেষণায় অংশগ্রহণ করেন। পরে বিভিন্ন সময়ে চীন থেকে ড. মেই হুয়ালিন, জাপান থেকে ড. সোসা, রাশিয়া থেকে ড. ভিক্টর কোভাচ এবং নেপাল থেকে অধ্যাপক মাধব শর্মা বিভাগ পরিদর্শন করেন এবং বিভিন্ন গবেষণা প্রকল্পের ফলাফল নিয়ে আলোচনা করেন। অধ্যাপক আশিসরঞ্জন বসু (ই এস এ) মাস স্পেক্ট্রোমিটার ল্যাবোরেটরি পরিদর্শন করেন।

বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক গৌরীশংকর ঘটক জাপান জিওলজিকাল সোসাইটির আমন্ত্রণক্রমে জাপান যান এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি ভুবনেশ্বরে অনুষ্ঠিত এক আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন এবং একটি সেশনে সভাপতিত্ব করেন। কলকাতায় ভারতীয় ভূ-তাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ আয়োজিত অপর এক সেমিনারে তিনি যোগ দেন। ইন্ডিয়া-কানাডা এনভায়রনমেন্টাল ফেসিলিটি আয়োজিত আর্সেনিক দূষণের ওপর একটি আলোচনাচক্রে তিনি আলোচনা করেন এবং শিবতোষ মুখার্জী সায়েন্স সেন্টারে দুটি ইউ. জি. সি. রিফ্রেশার কোর্সে শিক্ষাদান করেন।

অধ্যাপক হরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তাঁর গবেষণা প্রকল্পে ও স্নাতকোত্তর পঠনপাঠনে বিভাগীয় দায়িত্বপালন করে চলেছেন।

ডঃ মিহিরকুমার বসু তাঁর গবেষণা প্রকল্প নিয়ে বিভাগের সঙ্গে যুক্ত আছেন এবং স্নাতকোত্তর স্তরে শিক্ষাদানে অংশ নিচ্ছেন। ড. প্রদীপকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও কারিগরি মন্ত্রকের অনুদানে একটি monograph রচনায় নিরত আছেন এবং ইউ. জি. সি-র আর্থ সায়েন্স প্যানেলের সদস্য হিসাবে ও এই বিভাগে স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রমে শিক্ষাদানে তাঁর দায়িত্ব পালন করে চলেছেন।

শ্রী প্রদ্যোৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রী আনন্দকুমার চক্রবর্তী UNESCO-IGCP 405-র সদস্য হিসাবে তাদের দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। শ্রী চক্রবর্তী নভেম্বর মাসে ভারতীয় ভূ-তাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ আয়োজিত সেমিনারে আমন্ত্রিত প্রতিনিধি হিসাবে অংশগ্রহণ করেন এবং ঐ সংস্থার ম্যাপিং শিক্ষণ কোর্সে প্রশিক্ষক হিসাবে শিক্ষাদান করেন।

কেন্দ্রীয় পরিবেশ ও অরণ্যমন্ত্রক ও স্কুল অভ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চের সহযোগিতায় ৫ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে এক আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়। এই আলোচনায় শ্রী সিদ্ধার্থ সেনগুপ্ত বক্তৃতা দেন। ড. অরিজিৎ রায়, শ্রীজয়দীপ মুখোপাধ্যায়, শ্রী গৌতম ঘোষ তাঁদের বিভিন্ন গবেষণা প্রকল্পে কাজ করে চলেছেন। শ্রী অরুনাভ বসু কলেজের বিভিন্ন দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে চলেছেন।

বিভাগ থেকে গত মার্চে অবসর নিয়েছেন শ্রী তারকেশ্বর মিত্র এবং নভেম্বর থেকে অবসর নিয়েছেন শ্রী মলয়ভূষণ চক্রবর্তী। সাম্মানিক শিক্ষক হিসাবে আংশিক সময়ে পাঠদান করেছেন শ্রী তপন রায়চৌধুরী। প্রণবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী আনন্দদেব মুখোপাধ্যায়, শ্রী অরূপকুমার মিত্র, শ্রী অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, শ্রী সত্যজিৎ বিশ্বাস। এমেরিটাস সায়েন্টিস্ট হিসাবে কাজ করছেন শ্রী মিহিরকুমার বসু, সায়েন্টিস্ট ডি এস টি শ্রী প্রদীপকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, সায়েন্টিস্ট ডি এস টি (প.ব) শ্রী পতাকীরাম চন্দ্র, রিসার্চ আসোসিয়েট শ্রীমতী স্নিগ্ধা পাল চৌধুরী। বিভাগে অন্য কর্মীদের মধ্যে আছেন শ্রী সঞ্জীব চক্রবর্তী (ইলেকট্রিক টেকনিশিয়ান), শ্রী সুকুমার সামন্ত (ইলেট্রিশিয়ান), শ্রী প্রতুল চক্রবর্তী (ড্রাফ্‌টসম্যান) ও শ্রী তারক প্রধান (ড্রাইভার)।

দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি আমাদের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী শ্রীমতী পায়েল বসু অকালে প্রয়াত হয়েছে।

রসায়ন বিভাগ

কলেজের প্রাচীন ও বৃহৎ বিভাগগুলির অন্যতম এই বিভাগের পঠন-পাঠন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল, গবেষণা ও গবেষণামূলক কর্মসূচি এবং ছাত্র ও শিক্ষকদের পাঠক্রম-বহির্ভুত কার্যাবলি আগের মতোই, বরং কোনও কোনও ক্ষেত্রে উন্নততর। এ বছর স্নাতক পর্যায়ে অর্থাৎ বি. এস-সি (পার্ট টু পরীক্ষায়) ১১ জন (পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ২০) প্রথম শ্রেণীর অনার্স পেয়েছে। এদের মধ্যে প্রথম ছাত্রটি বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী। বি. এস্-সি পার্ট ওয়ান পরীক্ষায় ১১ জনের (২৮ জনের মধ্যে) প্রথম শ্রেণীর নম্বর আছে। স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পার্ট ওয়ান পরীক্ষায় ১৭ (২৮ জনের মধ্যে) জন প্রথম শ্রেণী পেয়েছে, পার্ট টু পরীক্ষায় সর্বমোট ২২ জন (২৯ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে) প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সব পরীক্ষার্থীদের মধ্যে দ্বিতীয়, ষষ্ঠ ও অষ্টম স্থানগুলি আমাদের ছাত্ররা দখল করেছে। এই কলেজের স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৫ জন ছাত্র ব্যাঙ্গালোরের ইন্ডিয়ান ইন্‌স্টিট্যুট অব্ সায়েন্স-এ এবং দুই জন খড়্গপুর আই-আই-টি-তে ভর্তি হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এস্-সি (পার্ট টু) প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা দেরিতে হওয়ায় এবার আমাদের ছাত্ররা কানপুর আই-আই-টি-র ভর্তির পরীক্ষা দিতে

পারে নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের এসব ব্যাপার অবহিত হয়ে তদনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া উচিত, নতুবা ছাত্ররাই বঞ্চিত হয়।

বর্তমানে এই বিভাগের বিভিন্ন অধ্যাপকদের অধীনস্থ গবেষণা প্রকল্পের সংস্থা সাত ও তৎসংশ্লিষ্ট গবেষক ছাত্রের সংখ্যা ১০। প্রকল্পগুলির বিস্তৃত বিবরণ পরে যথাস্থানে সন্নিবেশিত আছে। এছাড়া তিন জন আংশিক সময়ের গবেষক আছে।

এই বিভাগের শ্রী উত্তম সাহা অধ্যাপক পরিমলকৃষ্ণ সেনের তত্ত্বাবধানে গবেষণা করে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ্. ডি ডিগ্রি পেয়েছে। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল 'Synthetic Studies on polycyclic compounds.

এই বিভাগের এমেরিটাস অধ্যাপক হিমাংশুরঞ্জন দাস কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'একাডেমিক স্টাফ্ কলেজ' আয়োজিত (৯.৩.৯৮-৩১.৩.৯৮) পুনরনুধ্যান শিক্ষাক্রম (refreshers' course)-এ 'Application Oriented Chemistry and Environmental Chemistry নামক মূল বিষয়ের অন্তর্গত 'Air pollution and its episodes' শীর্ষক বক্তৃতা দেন। ঐ একই কর্মসূচির অংশ হিসাবে ড. মনোতোষ দাশগুপ্ত ১১ই মার্চ, ১৯৯৮ তারিখে 'Redox potential diagrams and their significance' শীর্ষক বক্তৃতা দেন। ২৮-এ জানুয়ারি থেকে ৩১-এ জানুয়ারি ১৯৯৮ এই 'একাডেমিক স্টাফ্ কলেজের' তত্ত্বাবধানে আরেকটি শিক্ষাক্রম অনুষ্ঠিত হয়। এই নবম উদ্যোগের মূল বিষয় ছিল 'Reaction mechanism. কর্মসূচিতে ড. মনোতোষ দাশগুপ্ত ১৭ই ফেব্রুয়ারি 'Mechanism of Some Inorganic Reactions' শীর্ষক বক্তৃতা দেন। ১৯৯৮-এর সেপ্টেম্বর মাসে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগ আয়োজিত অনুরূপ কর্মসূচিতে আমন্ত্রিত হন এই বিভাগের অধ্যাপক হিমাংশুরঞ্জন দাস ও ড. প্রশান্তকুমার ভৌমিক। তাঁরা যথাক্রমে 'Ion exchange' ও 'Chelating ion exchange resins' এবং 'Reaction Mechanism'-এর উপর দু'টি বক্তৃতা দেন। গত ৬ই নভেম্বর, ১৯৯৮ তারিখে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় 'Directed Initiative' নামক সংস্থা পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক ভয়ালতর বন্যার পরিপ্রেক্ষিতে 'The flood situation in West Bengal' শীর্ষক আলোচনাচক্রের আয়োজন করে। এতে বিশেষজ্ঞ হিসাবে যোগ দেন এই বিভাগের অধ্যাপক হিমাংশুরঞ্জন দাস, ড. মনোতোষ দাশগুপ্ত ও ড. উদয়চাঁদ ঘোষ। ড. দাশগুপ্তের এই বিষয়ের উপর বক্তৃতা সরকারি নথি হিসাবে মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়েছে। অধ্যাপক দীপক মণ্ডল ও অধ্যাপক উদয়চাঁদ ঘোষ ১৫-১৬ মে, ১৯৯৮ চেন্নাইয়ের মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগ (V.G.C) আয়োজিত 'মনিটারিং' কর্মশালায় যোগ দেন। অধ্যাপক মণ্ডল সেখানে গবেষণাপত্র পেশ করেন। অধ্যাপক মন্ডল ১৩-১৪ই নভেম্বর ১৯৯৮ ব্যাঙ্গালোরের ইন্ডিয়ান ইন্‌স্টিট্যুট অব্ সায়েন্স-এর TIFR কেন্দ্রে কেন্দ্রীয় সরকারের বিজ্ঞান ও কারিগরি মন্ত্রকের Group Monitoring কর্মশালায় 'Folding of galactose-specific plant pectins' শীর্ষক গবেষণা-পত্র উপস্থাপিত করেন। ড. মনোতোষ দাশগুপ্ত ও ড. উদয়চাঁদ ঘোষ ৫-১১ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৮ আলিগর মুস্‌লিম বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত Chemistry Industry and Environment-এ যথাক্রমে নবম ও দশম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করতে আমন্ত্রিত হন।

তাঁদের গবেষণা সহায়ক শ্রী বিশ্বরঞ্জন মান্না ও শ্রী সুভাষ ভাট যথাক্রমে 'Studies on removal of trace amount of Cr(VI) by hydrated zirconium oxide' এবং Studies on removal of arsernic from water using hydrated zirconium oxide শীর্ষক গবেষণা পত্র উপস্থাপিত করেন। ড. প্রশান্তকুমার ভৌমিক বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বোর্ড অব্ আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট স্টাডিজ ইন কেমিস্ট্রি বহিরাগত বিশেষজ্ঞ (external expert) নিযুক্ত হয়েছেন।

বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড. সঞ্জীব ঘোষ CSIR-এর মনিটারিং কর্মশালায় Photochemical electron trasnsfer and energy transfer in aromatic unit linked cryptand and crown ether metal ion complexes in protein. বিষয়ে বলেন। তিনি কোলকাতার সাহা ইনস্টিটিউট অব্ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স-এ অনুষ্ঠিত Indian Photobiology Society আয়োজিত Photoinduced Molecular phenomena শীর্ষক চতুর্দশ জাতীয় আলোচনা চক্রে আমন্ত্রিত হয়ে Molecular Photonic Devices based on Photoinduced electron transfer and energy transfer শীর্ষক বক্তৃতা দেন। কোলকাতার Indian Institute of Chemical Biology-তে আমন্ত্রিত হয়ে Molecular Photonic Switching Devices শীর্ষক বক্তৃতা দেন।

বদলি ও অবসরের জন্য বর্তমান শিক্ষকমণ্ডলীর তালিকায় কিছু পরিবর্তন হয়েছে। কোচবিহার এ.বি.এন শীল কলেজ থেকে ড. তপন কার্ফা এই বিভাগে যোগ দিয়েছিলেন, কিন্তু স্বল্পকাল অবস্থিতির পর তিনি অধ্যাপক পদে উন্নীত হয়ে দুর্গাপুর সরকারী কলেজে যোগ দিয়েছেন। এখান থেকে বদলি হয়ে দুর্গাপুর সরকারি কলেজে গিয়েছেন ড. হরিগোপাল মিত্র মুস্তাফি। দুর্গাপুর কলেজ থেকে এখানে বদলি হয়ে এসেছেন ড. সুবীর দত্ত আর বারাসাত সরকারি কলেজ থেকে বদলি হয়ে এসেছেন ড. বলাইচাঁদ কুণ্ডু। এঁরা দুজন আগেও এই কলেজে কাজ করে দিলেন। লোক সেবা আয়োগ (Public Service Commision)-এর মনোনয়ন পেয়ে এই বিভাগ যোগ দিয়েছেন ড. সম্রাজ্ঞী দত্ত। গত বছর থেকে বিভাগে স্বনির্ভর স্নাতকোত্তর পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে। কিন্তু বিভাগে শিক্ষক পদের অপ্রতুলতার জন্য বহিরাগত শিক্ষকমণ্ডলীর সাহায্য নিতে হয়েছে। যাঁরা অকুণ্ঠভাবে একাজে সাহায্য করছেন তাঁদের কাছে বিভাগের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

এ বছর শিক্ষাকর্মী হিসাবে বিভাগে যোগ দিয়েছেন শ্রী রাজকুমার ঘোষ। ৯ই জুলাই, ১৯৯৮ তারিখে দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রদের উদ্যোগে একটি সুন্দর ও সময়োপযোগী অনুষ্ঠানে বিদায়ী তৃতীয় বর্ষের ছাত্রদের বিদায় সংবর্ধনা জানানো হয়। ৫ই নভেম্বর, ১৯৯৮ তারিখ অপরাহ্নে অনুষ্ঠিত হয় নবীন-বরণ উৎসব। রুচিসম্মত এই সুন্দর অনুষ্ঠানে স্নাতক প্রথম বর্ষ ও স্নাতকোত্তর প্রথম বর্ষের ছাত্রদের বরণ করা হয়। ছাত্র, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা এই দুটি অনুষ্ঠানেই সঙ্গীত, আবৃত্তি, শ্রুতি-নাটক, কবিতা-পাঠ ও যন্ত্র-সঙ্গীত পরিবেশন করেন। সকলের সপ্রাণ অংশগ্রহণে অত্যন্ত সুষমামণ্ডিত হয় অনুষ্ঠান দুটি। দীর্ঘদিন সুনামের সঙ্গে বিভিন্ন সরকারি কলেজে ও দুই দফায় এই কলেজের এই বিভাগে কাজ করার পর গত ৩১শে জানুয়ারি, ১৯৯৮ অধ্যাপক হিমাংশু গুপ্ত অবসর নেন। ২০শে এপ্রিল অপরাহ্নে

তাঁকে এবং শ্রী দেবপ্রসাদ ঘোষকে বিভাগের অধ্যাপক ও ছাত্ররা এক আবেগঘন আন্তরিক অনুষ্ঠানে বিদায় সংবর্ধনা জানায়। সহকর্মী ও ছাত্ররা অধ্যাপকদ্বয়ের নিষ্ঠা, সহমর্মিতা ও মধুর স্বভাবের স্মৃতিচারণ করেন। অধ্যাপক গুপ্ত ও ঘোষ প্রত্যুত্তরে বিভাগের সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

অন্যান্য বারের মত এবছরও বিভাগে একাধিক আলোচনা-চক্র তথা বক্তৃতা ও বক্তৃতা মালার ব্যবস্থা করা হয়। বিভাগের প্রাক্তন ছাত্রী, বর্তমানে অক্সফোর্ডে কর্মরত শ্রীমতী রূপা মুখোপাধ্যায় একটি বক্তৃতা দেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল Scanning Probe Microscopy of adsorbates. গত দুবছরের মত এবারও সাম্প্রতিকতম রাসায়নিক গবেষণা ধারার উপর বক্তৃতা মালা ও আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়। এ বছর ১৮ই ও ১৯-এ নভেম্বর এই অনুষ্ঠান হয়। এর বিস্তৃত বিবরণ পরে দেওয়া হল। ১০ই ডিসেম্বর, ১৯৯৮ প্রধানতঃ বর্তমান ছাত্রদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় আন্তঃ কলেজ প্রতিযোগিতামূলক রসায়ন-ক্যুইজ। বিভাগীয় দেওয়াল-পত্রিকা 'কিমিয়া' প্রকাশিত হচ্ছে।

গত ৩০-এ অক্টোবর শারদীয়া মহানবমীর অপরাহ্নে বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষক (১৯৪৭-৬০) ও প্রধান, রসায়নের কিংবদন্তীপ্রতিম শিক্ষক, গ্রন্থকার ও রবীন্দ্র-পুরস্কার প্রাপকড. প্রতুলচন্দ্র রক্ষিত লোকান্তরিত হন। তাঁর পবিত্র স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনার্থে গত ১১ই নভেম্বর, ১৯৬৮ অপরাহ্নে এক স্মৃতি তর্পন সভা আয়োজিত হয়। রসায়ন ও অন্যান্য বিষয়ের প্রথিতযশা সুধীবৃন্দ, বিভাগের ছাত্র, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় পৌরোহিত্য করেন এই বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষক ও প্রধান অধ্যাপক প্রফুল্লকুমার দত্ত। বিভিন্ন বক্তা প্রয়াত আচার্যের জীবন ও কৃতি প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেন। ছাত্র-ছাত্রীরা অনুষ্ঠানোপযোগী সঙ্গীত-আবৃত্তির মাধ্যমে অনুষ্ঠানকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তোলে।

বিভাগে এমেরিটাস সায়েন্টিস্ট হিসাবে আছেন শ্রী হিমাংশু দাস এবং শ্রী মুকুল বিশ্বাস।

শ্রীমতী অরুন্ধুতী চৌধুরী অধ্যাপক হিমাংশু দাসের অধীনে গবেষণা করে এ বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ. ডি ডিগ্রী পেয়েছেন। তাঁর থিসিসের নাম ছিল : Separation and determination of Platinum metals with theoligands.

রাশিবিজ্ঞান বিভাগ

বর্তমান শিক্ষাবর্ষে এই বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষার ফল বেশ সন্তোষজনক। ১৯৯৮ এর বি. এস-সি পার্ট-টু পরীক্ষা সম্পূর্ণ করা ১৫ জনের মধ্যে ১২ জন প্রথম শ্রেণীতে ও ৩ জন দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয় ; পরীক্ষা সম্পূর্ণ করেনি একজন। পার্ট-ওয়ান পরীক্ষা দেওয়া ১২ জনের মধ্যে ৯ জন প্রথম শ্রেণীর ও বাকি ৩ জন দ্বিতীয় শ্রেণীর নম্বর পেয়েছে। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে নাম করতে হয় এই বিভাগের ছাত্র শ্রীমান পার্থসারথি মজুমদার ও শ্রীমান সারস্বত চৌধুরীর ; এবার এরা যথাক্রমে পার্ট-টু ও পার্ট-ওয়ান পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত বিষয়ের পরীক্ষার্থীদের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়ার গৌরব অর্জন করেছে।

বিভাগের লেকচারার ড. শৈবাল চট্টোপাধ্যায় ছুটিতে ছিলেন ; সম্প্রতি তিনি সরকারি পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। এর ফলে বিভাগের একটি WBSES ও পাঁচটি WBES পদের মধ্যে দুটি খালি থাকায় পঠন-পাঠন বিশেষ ব্যাহত হচ্ছে। পার্ট টাইম শিক্ষকরূপে কিছুদিন শ্রী বরুণকুমার দত্ত ও ড. প্রেমাধীশ দাস ছিলেন ; বর্তমানে আছেন ড. সুগত সেন রায় ও শ্রীমতী অরুণিমা মৈত্র। এছাড়া সাম্মানিক শিক্ষক হিসেবে এবার কিছুদিন যুক্ত ছিলেন ISI এর অধ্যাপক টি. জি. রাও ও CSO-র সহকারী অধিকর্তা, বিভাগের প্রাক্তন ছাত্রী শ্রীমতী বন্দনা দাশগুপ্ত।

ভারতীয় যোজনা কমিশনের অর্থানুকূল্যে এই বিভাগে যে Data Bankটি গড়ে তোলার আশা গত বছর প্রকাশিত হয়েছিল, শিক্ষা অধিকর্তা ড. পীযূষকান্তি গঙ্গোপাধ্যায় তার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন ৫ই নভেম্বর ; এতে সভাপতিত্ব করেন প্রাক্তন অধ্যক্ষ ড. অমলকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রধান অতিথি ছিলেন ISI-এর ডিরেক্টর ড. এস বি রাও। বিশেষ অতিথি ছিলেন NSO-র মহানির্দেশক, বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র ড. ভাস্কর সাহা। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের পরিসংখ্যান সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিও এই সভায় উপস্থিত ছিলেন।

অধ্যক্ষ নিতাইচরণ মুখোপাধ্যায়ের স্বাগত ভাষণের পর Data Bank-এর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন বিভাগীয় প্রধান ড. বিশ্বনাথ দাশ ও শ্রী তুষারকান্তি ঘড়া। জীবন যাপনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যথাসম্ভব নির্ভুল পর্যাপ্ত ও সাম্প্রতিকতম তথ্যের গুরুত্ব উল্লেখ করে বক্তারা সকলেই নিয়মিত তথ্য নবীকরণ, সংগ্রহ ও সরবরাহের সুবিধার জন্য ইন্টারনেট সংযোগের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে দৃঢ় মত প্রকাশ করেন।

সভা শেষে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ড. দেবেশ রায়।

আপাতত ভারতবর্ষ ও পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা স্বাস্থ্য শিক্ষা কৃষি পণ্যমূল্য বাণিজ্য শ্রম প্রভৃতি নির্বাচিত ক্ষেত্র এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের উন্নয়ন সংক্রান্ত তথ্য এই ব্যাঙ্কের কমপিউটরে পাওয়া যাবে। এছাড়া আর অনেক বিষয়ে সরকারি পরিসংখ্যান সংবলিত কিছু প্রকাশনাও পাওয়া যাবে এখানে।

ডিসেম্বর মাসে এবারের প্রথম বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের কলকাতার ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট (ISI), ন্যাশানাল স্যাম্পল সার্ভে অর্গানিজেশন (NSSO), ব্যুরো অভ অ্যাপ্লায়েড ইকনমিকস অ্যাণ্ড স্ট্যাটিসটিকস (BAES), সেন্ট্রাল স্ট্যাটিস্টিকাল অর্গানিজেশন (CSO), ডাইরেক্টোরেট অফ কর্মাশিয়াল ইন্টেলিজেন্স অ্যাণ্ড স্ট্যাটিস্টিকস (DCIS) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে নিয়ে যাওয়া হয়।

কলেজের বিভিন্ন কর্মধারায় এই ক্ষুদ্র বিভাগের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গত কয়েক বছরের মতন এবারও অব্যাহত ছিল। এর মধ্যে অবশ্যই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য শ্রী অসীম শঙ্কর নাগ ও শ্রী তুষারকান্তি ঘড়ার পরিচালনায় সমগ্র কলেজের অ্যাডমিশন পদ্ধতির সম্পূর্ণ কমপিউরাইজেশন বিষয়ে গত ৩১-এ জুলাই অধ্যক্ষ এবং বিভিন্ন বিভাগীয় প্রধানসহ মোট ২৯ জন শিক্ষকের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এক কর্মশালা এবং পরে প্রতি বিভাগে তার সার্থক রূপায়ণ। বিভিন্ন বিভাগ ও কলেজ অফিসের কমপিউটারের যথাযথ ব্যবহারেও নিরলস সহযোগিতা করেন এই দুজন। স্নাতকপূর্ব স্তরে ভর্তির সমগ্র পার্সেন্টাইল

ইকুইভ্যালেনস' নির্ধারণের দায়িত্ব ছিল এই বিভাগ। ক্যাম্পাস ডাইভার্সিটি ইনিশিয়েটিভ (CDI) শীর্ষক কলেজের গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পটির মূল্যায়ন ও তার সামগ্রিক প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রকাশে এই বিভাগের শিক্ষকেরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।

শ্রী দীপংকর বসু যথারীতি এবছরেও কলেজের ছুটির তালিকা প্রস্তুত করেন এবং সংশ্লিষ্ট কয়েকজনকে 'আয়কর' সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করান। অধ্যাপনা ও গবেষণার সঙ্গে এবছরও বিভাগীয় অধ্যাপকেরা বিভিন্ন সারস্বত ক্রিয়ায় যুক্ত থেকেছেন।

বিভাগীয় প্রধান ড. বিশ্বনাথ দাস ভারতীয় মানক সংস্থার রাশি বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজের সঙ্গে এর কয়েকটি কমিটিতে যুক্ত ছিলেন এবারও। এছাড়া তিনি ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর প্রোডাকটিভিটি কোয়ালিটি অ্যাণ্ড রিলায়েবিলিটির (IAPQR) সাম্মানিক যুগ্ম-সচিব এবং ক্যালকাটা স্ট্যাটিস্টিকাল অ্যাসেসিয়েশনের (CSA) বোর্ড অভ গভর্নরস এর সদস্য ছিলেন। তিনি Sanktuja, CSA Bulletin, IAPQR Transactions, Quality Control & Applied Statistics প্রভৃতি গবেষণাপত্রের সম্পাদনায় নির্দেশক/সংক্ষেপকরূপে সহায়তা করেছেন। ড. দাস ১৩-১৪ ফেব্রুয়ারি ইণ্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স অডিটোরিয়মে আয়োজিত National Conference on Quality for Export Promotion-এ যোগ দেন; এছাড়াও তিনি Quality Management Systems/ISO 9000 Series of Standards-বিষয় বক্তৃতা দেন National Institute of Management-এ ২০শে জুন, ভারত সরকারের Joint Plant Committee-তে ২২শে অগস্ট ও ২৪শে সেপ্টেম্বর এবং EIPW অডিটোরিয়াম ২১ ও ২২শে অগস্ট। এছাড়াও ৩ জুন IAPQR-এর সাধারণ সদস্যদের এক সভায় তিনি Management of Problems Encountered in Day-to-Day Life বিষয়ে একটি ভাষণ দেন।

ড. দেবেশ রায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমি-সংস্কার বিষয় একটি প্রকল্পে রাশিবিজ্ঞান সংক্রান্ত কিছু পরামর্শ দেন।

শ্রী তুষারকান্তি ঘড়া কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন স্নাতকোত্তর ছাত্রের (মানব উন্নয়ন) প্রকল্প রূপায়নে তদারক করেছেন।

ড. রায় ও শ্রী ঘড়া কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর রাশিবিজ্ঞান বিভাগে আংশিক সময়ের অধ্যাপকরূপে যুক্ত আছেন।

বিভাগে যে আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়েছে তার তালিকা পরিশিষ্টে দেওয়া হল।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে বি.এ. (সাম্মানিক) পরীক্ষায় (পার্ট ওয়ান ও পার্ট টু একত্রে) পাঁচ জন ছাত্রী প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে। অন্যদের ফলও যথেষ্ট সন্তোষজনক। এ বছরের পার্ট (ওয়ান) পরীক্ষায় দুজন প্রথম শ্রেণী লাভ করেছে। বাকি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বেশ কয়েকজন ৫৫ শতাংশের বেশি নম্বর পেয়েছে।

দুঃখের খবর হল এবার আমাদের দু'জন প্রিয় সহকর্মীকে বিদায় জানাতে হল। সাড়ে ছয় বছর সম্মানের সঙ্গে এই কলেজে অধ্যাপনা করার পর অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ বসু গত ৩১শে অক্টোবর চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করলেন। অধ্যাপিকা রাজশ্রী বসু প্রেসিডেন্সি কলেজ ছেড়ে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন ১১ই নভেম্বর তারিখে। আমরা অধ্যাপক বসুর শান্তিময় অবসর জীবন ও অধ্যাপিকা বসুর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি। আনন্দের খবর আমাদের কলেজের প্রাক্তন কৃতী ছাত্রী অনন্যা চট্টোপাধ্যায় এই বিভাগের বেশ কয়েকটি ক্লাস নিয়মিত নিচ্ছেন। বিভাগের অধ্যাপিকা শ্রীমতী ডালিয়া চক্রবর্তী UGC Research Project পেয়েছেন।

বিভাগীয় প্রধান ড. প্রশান্ত রায় এ বছর বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত Orientation Course-এ State Formation : Concepts and Theories শীর্ষক একটি বক্তৃতা প্রদান করেছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত Refresher Course-এ ড. রায় Political Culture, Political Socialization সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়েছেন। তাছাড়া ড. রায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত Parliamentary Politics in India : 1947-97 শীর্ষক এবং আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশগ্রহণ করেছেন।

এবার আমরা পার্ট ওয়ানের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে শান্তিনিকেতনে বেড়াতে গিয়েছিলাম। দু'টি দিন আমরা তিন জন অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ খুব আনন্দে কাটালাম।

শারীরবিদ্যা বিভাগ

পূর্বেকার বছরগুলির ধারা অব্যাহত রেখে এ বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা ১৯৯৮ শিক্ষাবর্ষেও ফলাফলের বিচারে উৎকর্ষের পরিচয় রেখেছে। বিষয়টি বিভাগের শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী ও ছাত্রছাত্রীদের সকলের জন্যই সমান কৃতিত্বের এবং উৎসাহব্যঞ্জক। বি. এস-সি পার্ট-টু অনার্স পরীক্ষায় সর্বমোট বারোজন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে এগারো জন প্রথম শ্রেণীর অনার্স পেয়েছে এবং পার্ট-ওয়ান পরীক্ষায় সর্বমোট উনিশ জনের মধ্যে ন'জন প্রথম শ্রেণীর অনার্স নম্বর পেয়েছে। স্নাতকোত্তর পর্যায়ে এম. এস-সি পার্ট-ওয়ান ও পার্ট-টু, কোনও পরীক্ষার ফলাফলই এ প্রতিবেদন লেখার সময় পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি।

বিভাগের শিক্ষা-ব্যবস্থা যে বিষয়গুলির ওপর একান্তই নির্ভরশীল, সেই শিক্ষক-সংখ্যা, ব্যবহারিক শিক্ষা-সংক্রান্ত কর্মে নিয়োজিত কর্মচারীদের নানা-সমস্যা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, রক্ষণাবেক্ষণ কর্মে নিয়োজিত কর্মচারীদের কাজে ধারাবাহিক অনুপস্থিতি, বিভাগের স্থানাভাব এবং ক্লাসরুমের অপ্রতুলতা, এসব নিয়ে কিছু নতুন করে বলা, পুনরাবৃত্তি ভিন্ন কিছু হবে না। গত ক'বছর ধরেই এ অসুবিধাগুলির কথা বার বার লিখছি। বর্তমানে, বিভাগের শূন্য শিক্ষকপদ চার। গত পাঁচ বছরে বহুবার শিক্ষা দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেও, শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে কোন সুফল পাওয়া যায় নি। ১৯৯৫-৯৬ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক পর্যায়ে নতুন পাঠ্যসূচির যে প্রর্বতন হয়েছিল বর্তমান শিক্ষাবর্ষ থেকে ঐ পাঠ্যসূচিতে আবার কিছু কিছু সংযোজন ঘটেছে ; কোথাও বা পরিমার্জন এবং কিছু কিছু বিষয়ের পুর্নবণ্টন করা হয়েছে। বছর কয়েক আগে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ও ব্যবহারিক পাঠ্যসূচির কিছু-কিছু পরিবর্তন ও সংযোজন ঘটেছিল, যার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল

গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে তৈরি একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ এবং শারীরবিদ্যার যে-কোনও বিষয়ের উপর সমালোচনা প্রবন্ধ রচনা। অপ্রতুল শিক্ষক সংখ্যার জন্য এসব পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত পাঠ্যসূচির কতটা সুষ্ঠু ও কার্যকরীভাবে ছাত্রছাত্রীদের কাছে উপস্থাপিত করা সম্ভব হচ্ছে বা ভবিষ্যতেও হবে, তা নিয়ে একটা দ্বিধা এবং সংশয় থেকেই যায়। আক্ষেপ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয় উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষা অধিকর্তা উভয়েরই উপস্থিতিতে প্রাক্তন অধ্যক্ষ ও ক'জন বিভাগীয় প্রধান বিস্তারিত আলোচনা করার পরেও কলেজের শূন্যপদগুলিতে লোক নিয়োগের কোনও ব্যবস্থা সরকার আজ পর্যন্ত করতে পারেন নি। এমন কি, শূন্যপদগুলিতে লোক নিয়োগের জন্য বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হবার প্রায় দেড় বছর বাদে ইণ্টারভিউ করার পর ও বছর ঘুরতে চললো। মনোনীত প্রার্থীদের তালিকা, সরকারী নিয়ম অনুযায়ী, আর মাস দু'য়েক কার্যকর থাকবে। এ অবস্থায় বিভাগের দীর্ঘ দিনের প্রয়োজন এবং ন্যায্য দাবী অনুযায়ী শূন্যপদে লোক নিয়োগ তো দূরের কথা, উপরন্তু তিনজন শিক্ষকের বদলির আদেশ অতি সম্প্রতি দেওয়া হয়েছে। পরিবর্তে, বাইরের কলেজগুলো থেকে শিক্ষকেরা এলেও বিভাগীয় শিক্ষকদের সংখ্যা অপরিবর্তিতই থাকবে। প্রতি বছর যে বিভাগের শিক্ষণের উৎকর্ষ প্রেসিডেন্সি কলেজের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা ও সুনাম রক্ষায় সাহায্য করছে এবং কৃতী ছাত্রছাত্রীদের দেশে ও বিদেশের বিভিন্ন নামী-দামী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে পড়বার সুযোগ এনে দিচ্ছে, সে-বিভাগের দীর্ঘদিনের এই শিক্ষক অপ্রতুলতার সমস্যার প্রতি সরকারের শিক্ষা-দপ্তরের উদাসীনতা, পরিস্থিতির বিচারে, সত্যিই দুঃখবহ। প্রসঙ্গত, স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষাদানের পরিকাঠামোগত যে সুশৃঙ্খলতা গত ক'বছরের প্রচেষ্টায় আনা গিয়েছিল, সাম্প্রতিক বদলির আদেশ তাতেও বিঘ্ন ঘটাবে, এটা সুনিশ্চিত।

বিভাগের ব্যবহারিক শিক্ষা সংক্রান্ত কাজকর্মের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম কুশলী ও দক্ষ কর্মী শ্রী প্রভাংশুশেখর মাইতি ১৯৯৭ ডিসেম্বরে অবসর গ্রহণ করেছিলেন। এই বিভাগ থেকে শ্রী মাইতিকে বিদায়কালীন সংবর্ধনা দেয়া হল গত ৩রা এপ্রিল, ১৯৯৮। তাঁর অবসরজনিত শূন্যপদে কোনও নিয়োগ এখনও হয়নি। ব্যবহারিক কাজে যুক্ত অপর কর্মী, শ্রী আনন্দদুলাল মাইতি ব্যক্তিগত কারণে অন্য বিভাগে বদলি নিয়ে যাওয়ার, সেই শূন্যপদে বর্তমানে যোগ দিয়েছেন শ্রী প্রভাসচন্দ্র সাহা।

স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষামূলক ভ্রমণ বা ক্ষেত্র সমীক্ষণ (Field study) প্রয়োজনীয় আর্থিক অনুদান ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনার কিছু কিছু সমস্যা থাকায় সাধারণভাবে অনুষ্ঠিত হয়না। এবছর ও তার ব্যতিক্রম কিছু ঘটে নি। তবে স্নাতক পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীরা ১৯৯৯ জানুয়ারিতে ড. অশোককুমার দেবনাথ। শ্রীমতী অশোকা চক্রবর্তী ও শ্রীমতী অমৃতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের (মৈত্র) তত্ত্বাবধানে দার্জিলিং এবং তার পারিপার্শ্বিক অঞ্চলগুলিতে অতি-উচ্চতায় অবস্থানকালে শারীরবৃত্তীয় বিশেষ পরিবর্তনগুলির উপর ক্ষেত্রসমীক্ষা করবেন। এই ক্ষেত্রসমীক্ষণের ফলাফল-সংবলিত একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ, প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্ট-টু পরীক্ষায় পাঠ্যসূচির আবশ্যিক অংশ হিসেবে জমা দেবে।

বিভাগের সেমিনার গ্রন্থাগার ও পাঠকক্ষের কাজ ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে নিয়মিত চলছে। তবে, আরো সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খলভাবে বই বণ্টন করা হলে ছাত্রছাত্রীরা উপকৃত হবেন।

বিভাগীয় দেয়াল-পত্রিকা "প্রাচীরিকা"-র প্রকাশনা ছাত্রছাত্রীদের উযসাহ ও উদ্দীপনায় নিয়মিত ভাবেই হচ্ছে।

বিভাগের অন্যান্য যে অসুবিধাগুলি এখনো থেকেই যাচ্ছে। গ্যাস সরবরাহজনিত অসুবিধা, তার মধ্যে অন্যতম প্রধান। গতবছর জানুয়ারিতে, কলকাতার সল্ট লেক অঞ্চলে 'পূর্বাঞ্চলীয় বৃত্তিসম্বন্ধীয় স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে' (Institute of Occupational Health of Eastern Region) অনুষ্ঠিত ড. অচিন্ত্যকুমার মুখার্জি স্মারক বক্তৃতায় এই বিভাগের তৃতীয় বর্ষের দু'জন ছাত্রী, অর্পিতা ভট্টাচার্য্য ও আর. ভি. ললিতা, যথাক্রমে প্রথম ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। বিভাগীয় প্রধান, অধ্যাপক চন্দন মিত্র, সর্বভারতীয় শারীরবিজ্ঞান পরিষদের বিশেষ আমন্ত্রণে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত (ডিসেম্বর ৪-৬, ১৯৯৯) ড. অচিন্ত্যকুমার মুখার্জি স্মারক বক্তৃতা দিয়েছেন।

১৯-এ ও ২০-এ ডিসেম্বর এই বিভাগের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের ২৯তম পুর্নমিলন উৎসব হয়। পূর্বেকার পুর্নমিলন উৎসবগুলির মতই এবারও আমরা সকলের সহযোগিতায় সাফল্য লাভ করেছি।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের আর্থিক অনুদানে বিভাগের গবেষণার কাজ অধ্যাপক চন্দন মিত্রের তত্ত্বাবধানে অব্যাহত রয়েছে। ড. পৃথ্বীন্দ্র নাথ ব্যানার্জি তার আগের ইউ.জি.সি. প্রকল্পটির কাজ অব্যাহত রেখেছেন। সম্প্রতি ড. অঞ্জন বিশ্বাস ও শ্রী দেবাশিস সেন সি.এম.ডি.এ.-র 'পরিবেশ সম্পর্কিত' বিভাগের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে একটি প্রকল্পের কাজে হাত দিয়েছেন।

বিভাগে সাম্মানিক হিসাবে আংশিক সময়ে পাঠ দান করে চলেছেন অধ্যাপক শ্রী দেবজ্যোতি দাস।

সমাজতত্ত্ব বিভাগ

এই বছর সমাজতত্ত্ব বিভাগের দশম বছর পিছনে ফিরে তাকানোটা তাই বোধহয় জরুরী। বিভাগ শুরু হয়েছিল বহু অনটন নিয়ে। কোনও নির্দিষ্ট নিজস্ব জায়গার ছিল একান্ত অভাব। প্রথমে main building-এর ২৫ নম্বর ঘরে, পরে রসায়ন বিভাগের আনুকুল্যে ডিরোজিও ভবনের দোতলায় দুটি সাময়িকভাবে-প্রস্তুত ঘরে আমাদের ঠাঁই হয়। '৯৬ সালে নবনির্মিত সুভাষ ভবনের দোতলায়, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সঙ্গে আমাদের নিজস্ব জায়গা হয়, যদিও এই জায়গাও full session-এর পক্ষে নিতান্তই অপ্রতুল।

জন্মলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত বিভাগটি একইভাবে under staffed। তিনটি টিচিং-পোস্টকে সম্বল করে আমরা চলেছি যদি ছাত্রছাত্রী সংখ্যা কুড়ি থেকে বেড়ে চব্বিশ হয়েছে। তবে আমাদের অশেষ সৌভাগ্য যে বহু স্বনামধন্য অধ্যাপক (কলেজের ও কলেজের বাইরের) আমাদের বিভাগে নিয়মিত পড়িয়ে থাকেন।

আনন্দের কথা এই যে, এত প্রতিকুলতা সত্ত্বেও প্রথম বছর থেকে আজ পর্যন্ত বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রতিটি পরীক্ষায় প্রথম ও অন্য স্থানাধিকারীরা কিন্তু এই বিভাগ থেকেই উঠে এসেছে। বহু প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী বর্তমানে দিল্লি ও বিদেশের নামী বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণারত।

গত একবছরের বিভাগীয় কৃতিত্বের মধ্যে প্রথমেই বলতে হয় B.A. অনার্স পরীক্ষার ফলের কথা। Part-I-এ আটজন ও Part-II-তে ১ জন প্রথম শ্রেণী (অনার্স) পেয়েছে। অধিকাংশই ৫৫ শতাংশে বেশি নম্বর পেয়েছে।

বিভাগীয় প্রধান ড. প্রশান্ত রায় SCERT (UNICEF) আয়োজিত "Workshop on child suiside"-এ বিশেষজ্ঞ হিসেবে অংশ নিয়েছেন। Moulana Abul Kalam Azad Institute of Asian studies আয়োজিত "Critical Asian studies শীর্ষক পাঠক্রমে তিনি "Religion and Modernity" বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (সমাজতত্ত্ব বিভাগ) আয়োজিত refresher course-এ Art in Primitive society" শীর্ষক বর্ক্তৃতা দিয়েছেন। অধ্যাপিকা ডালিয়া চক্রবর্তী "Socialist Perspective" (Vol. 25)-এ Negotiating Alienation : a study of colonial clerks" শীর্ষক গবেষণাভিত্তিক প্রবন্ধ লিখেছেন। তিনি "Research methodology" বিষয়ে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত "Orientations Programme-এও অংশ নিয়েছেন।

হিন্দি বিভাগ

এই বিভাগের পঞ্চদশ বর্ষপূর্তি হল। স্নাতক শ্রেণী ছাড়া এখন কলেজের এই বিভাগের মাধ্যমে স্নাতকোত্তর শ্রেণীতেও ভর্তি হওয়া সম্ভব। বিভাগের ফলাফল অত্যন্ত সন্তোষজনক। এ বছর পার্ট-টু সাম্মানিক পরীক্ষায় ছজন ছাত্র প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে। পার্ট-ওয়ান সাম্মানিক পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর মান অর্জন করেছে দু জন।

ব্যবহারিক হিন্দির স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্স চালু করা সম্ভব হয়নি কারণ যথেষ্ট পদসংখ্যা সৃষ্টি ও যথেষ্ট শিক্ষোপকরণের অনুদান ইউ.জি.সি দেয় নি, সেজন্য রাজ্য সরকারও অনুমতি দেয় নি।

বিভাগের শিক্ষোপকরণ ও গ্রন্থাগারের জন্য সাত দফায় মোট ৮৯ হাজার টাকা পাওয়া গেছে এবং তা যথাযথ খাতে ব্যয়িতও হয়েছে। এর মধ্যে ইউ.জি.সি-র কাছ থেকে পাওয়া গেছে বইয়ের খাতে ১২ হাজার এবং শিক্ষোপকরণের খাতে ৪ হাজার।

বিভাগের আসন সংখ্যা ২৫। আজকাল অহিন্দিভাষী ছাত্ররাই সংখ্যায় বেশি। সেজন্য আসন সংখ্যা বাড়ানোর অনুরোধ আসছে অভিভাবকদের পক্ষ থেকে।

হিন্দি বিভাগে এবার যে সেমিনার হয় তার বিষয় ছিল 'বিজ্ঞানের যুগে কবিতার ভবিষ্যৎ'। ভারতীয় সংস্কৃতি সংসদের অধিকর্তা আচার্য অক্ষয়চন্দ্র শর্মা এবং প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান ড. বিবেকানন্দ দেব অংশগ্রহণ করেছিলেন। নবীন-বরণ উৎসবে প্রধান অতিথি ছিলেন শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার ড. মুক্তেশ্বরনাথ তেওয়ারি। জয়পুরিয়া কলেজের হিন্দি বিভাগের প্রধান ড. শ্রীমতী ইন্দু যোশী এসেছিলেন বিখ্যাত কবি নাগার্জুনের স্মরণ সভায় প্রধান বক্তা হিসাবে।

ভাগলপুর তিলকা মাঞ্ঝি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের একটি দল অ-হিন্দিভাষী অঞ্চলে হিন্দির প্রসারের জন্য বিভাগ পরিদর্শনে এসেছিলেন। এছাড়া বিভাগে এসেছিলেন ভাগলপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন বনবিভাগের ডিন এবং ইতিহাস বিভাগের প্রাক্তন প্রধান ড. পঞ্চানন

মিশ্র ও ওই বিশ্ববিদ্যালয়েরই বিজ্ঞান বিভাগের ডিন এবং বাঁকা পি. বি. এস কলেজের অধ্যক্ষ ড. নীলমোহন সিং।

অ-হিন্দিভাষী অঞ্চলে হিন্দি ভাষায় উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার সমস্যা বিষয়ে আলোচনার জন্য বিভাগীয় প্রধান ড. সদানন্দ সিং চেন্নাই (মাদ্রাজ)-এর হিন্দি বিভাগের প্রধান ড. সৈয়দ রহমতুল্লা এবং ড. রামবহাল সিং-এর সঙ্গে আলোচনার্থে গিয়েছিলেন। চেন্নাইয়ের প্রেসিডেন্সি কলেজে তিনি সংবর্ধিত হল। সেখানে তাঁর সঙ্গে চেন্নাই ও মুম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দি বিভাগের প্রধান ও রিডার যথাক্রমে ড. এন. শ্রীধরণ এবং ড. শ্রীমতী পি. সি . কোকিলা পরিচিত হন। সেখানে হিন্দি টেকসচুয়াল স্টাডিজের সমস্যা বিষয়ে আলোচনা হয়। বিভাগের ছাত্রছাত্রীরাও তাঁকে অভ্যর্থনা জানায়।

বিভাগের অন্যতম অধ্যাপক ড. সুব্রত লাহিড়ী কবি নিরালা ও নজরুলের তুলনামূলক বিচার বিষয়ক সেমিনারে যোগ দিতে যান শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দি ভবনে। উল্লেখযোগ্য যে ড. লাহিড়ী এবার পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কলেজ শিক্ষক সমিতির সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি 'হিন্দি সাহিত্যে গবেষণার ইতিহাস' বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দি বিভাগের পত্রিকা 'সংকল্প'-তে গবেষণামূলক প্রবন্ধ জমা দিয়েছেন। হাজারিপ্রসাদ দ্বিবেদীর 'প্রবন্ধ সংকলনের' ড. সুব্রত লাহিড়ীকৃত অনুবাদ প্রকাশ করেছে ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট। ড. শিউনন্দন পাণ্ডে আগামী বছরে জমা দেবেন তাঁর পি-এইচ. ডি. থিসিস।

ড. সদানন্দ সিং-এর অধীনে 'ড. নমবর সিং এর সাহিত্য সমালোচনার সমাজতত্ত্ব' বিষয়ে গবেষণার জন্য শ্রীমতী প্রমীলা সিং নাম রেজিস্ট্রি করেছেন। ড. সিং নিজেও মহাপণ্ডিত রাহুল সংকৃত্যায়নের সাহিত্য কোষ' প্রকল্পে কাজ করছেন, অবশ্য কাজটি তাঁর অবসর গ্রহণের পর শেষ হবে।

বিভাগে কেউ অবসর নেননি, কেউ বদলি হয়ে আসেন নি বা যোগও দেননি। আংশিক সময়ের জন্য পাঠদানে নিরত আছেন শ্রী লালবিহারী সিং।

ক্রীড়া বিভাগ

বিগত বছরের ঐতিহ্যকে বজায় রেখে এবছরেও ক্রীড়া বিভাগ তার কর্মসূচি রূপায়ণে ব্রতী হয় কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মাধ্যমে। বিশেষ কারণে এই প্রতিযোগিতা এবার অনুষ্ঠিত হয় ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৯৭ তারিখে। পুলিশ ব্যাণ্ড সহযোগে বর্ণাঢ্য মার্চ পাস্টের মাধ্যমে এই প্রতিযোগিতার সূত্রপাত। বিগত বছরের তুলনায় এবছর প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রীর অংশগ্রহণে কলেজের ক্রীড়া প্রাঙ্গন ছিল প্রাণ প্রাচুর্য্যে ভরপুর। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কোলকাতা পুলিশ বিভাগের ডি.সি.ডি.ডি. ড. নজরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ড. অমলকুমার মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কলেজের অধ্যক্ষ ড. নিতাইচরণ মুখোপাধ্যায়। ছাত্রদের মধ্যে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ন হল শ্রী রোহিত গুপ্তা। সে তৃতীয় বর্ষ, দর্শন বিভাগের ছাত্র। ছাত্রীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা অর্জন করে শ্রীমতী সোনালি বসু, দ্বিতীয় বর্ষ, ভূগোল বিভাগের ছাত্রী।

বিশেষ কারণে এবার মিলনী ক্রিকেট উৎসবও অনুষ্ঠিত হয় ২০শে ডিসেম্বর ১৯৯৭ তারিখে। প্রাক্তন এবং বর্তমান ছাত্রদের এক মিলনোৎসব এই মিলনী ক্রিকেট। অতীতের স্মৃতি রোমন্থন, চাওয়া-পাওয়া এবং হাস্য পরিহাসের এক অনুষ্ঠানে রূপান্তরিত হয় এই মিলনী ক্রিকেট। বহু প্রবাসী ছাত্র একত্র হন এই খেলাকে কেন্দ্র করে। তাঁদের সক্রিয় অংশগ্রহণ সার্থক করে তুলেছিল এই অনুষ্ঠানকে।

আন্তঃ সরকারি মহাবিদ্যালয় ক্রীড়া এবং ফুটবল প্রতিযোগিতা এখন একটা নিয়মিত ব্যাপার। এবছর এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৬ই মার্চ ১৯৯৮ থেকে ২২শে মার্চ ১৯৯৮ পর্যন্ত সল্টলেক যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে এবং সাই ক্রীড়া কেন্দ্রের মাঠে। আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা মার্চ পাস্টে অংশগ্রহণ করে সকলের প্রশংসা কুড়িয়েছে। শ্রী শৈলেশ গুছাইত ১ম বর্ষ, জীববিদ্যা বিভাগের ছাত্র, মূলপর্বে অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করেছিল। এছাড়া ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ফল পাওয়া যায়নি। ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় ১৮ই মার্চ, ১৯৯৮ তারিখে। সাই ক্রীড়া কেন্দ্রে, বিধাননগর সরকারি কলেজের বিরুদ্ধে। সেই খেলায় আমরা ২-১ গোলে জয়লাভ করি। পরবর্তী খেলা ১৯শে মার্চ মৌলানা আজাদ কলেজের বিরুদ্ধে আমরা ০-৩ গোলে পরাজিত হই। নিয়মিত অনুশীলনের অভাবই আমাদের ছাত্রদের সাফল্যের অন্তরায়।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত আন্তঃ কলেজ ফুটবল-প্রতিযোগিতা ১৯৯৮-৯৯ অনুষ্ঠিত হয় ১৯শে আগস্ট, ১৯৯৮ তারিখে, ভবানীপুর এডুকেশন সোসাইটি কলেজের বিরুদ্ধে। এই খেলায় আমাদের কলেজ ওয়াকওভার পায়। পরবর্তী খেলা অনুষ্ঠিত হয় ২৫শে আগস্ট ১৯৯৮ তারিখে, পিয়ারী মোহন কলেজের বিরুদ্ধে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল মাঠে। এই খেলায় আমরা ১-০ গোলে পরাজিত হই।

আন্তঃকলেজ ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮ তারিখে। আমাদের কলেজ উক্ত খেলায় অংশগ্রহণ করলেও উল্লেখযোগ্য ফল প্রদর্শন করতে পারেনি।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত আন্তঃকলেজ টেব্‌ল টেনিস প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় ৯ই সেপ্টেম্বর, R১৯৯৮ তারিখে। প্রথম রাউণ্ডে আমাদের কলেজ ওয়াক ওভার পায়। কিন্তু দ্বিতীয় রাউণ্ডে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের কাছে পরাজয় বরণ করে।

কলেজের আন্তঃ বিভাগীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত গত সেপ্টেম্বর মাসে। এই খেলায় সমস্ত বিভাগে পর্যাপ্ত সংখ্যক ছাত্র না থাকায় সমস্ত বিভাগকে 'এ', 'বি', 'সি' এবং 'ডি' এই চারটি গ্রুপে ভাগ করা হ । 'এ' গ্রুপে ছিল পদার্থবিদ্যা, দর্শন, হিন্দী এবং অর্থনীতি বিভাগ, 'বি' গ্রুপে—রসায়ন, অঙ্ক, ইংরাজী এবং উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ, 'সি' গ্রুপে—ভূগোল, ভূতত্ত্ব, রাশিবিজ্ঞান সমাজতত্ত্ব এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ এবং 'ডি' গ্রুপে—বাংলা, প্রাণিবিদ্যা, শারীরবিদ্যা এবং ইতিহাস বিভাগ। এই প্রতিযোগিতায় চূড়ান্ত পর্বের খেলা অনুষ্ঠিত হয় গ্রুপ 'সি' এবং গ্রুপ-'ডি'-র মধ্যে। গ্রুপ 'সি' ১-০ গোলে এই খেলায় জয়লাভ করে। বহু ছাত্র-ছাত্রীর প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ অংশগ্রহণে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল এই প্রতিযোগিতা।

শ্রী রাহুল ব্যানার্জী, তৃতীয় বর্ষ, ইতিহাস বিভাগের ছাত্র, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে কেরলে অনুষ্ঠিত আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় রোয়িং প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।

সরকারি নিয়ম অনুযায়ী এই বিভাগ থেকে শ্রী শান্তিরঞ্জন সাঁতরা দার্জিলিং সরকারি কলেজে বদলি হয়েছেন এবং তাঁর জায়গায় এসেছেন বাণীপুর স্নাতকোত্তর শারীর শিক্ষা শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় থেকে শ্রী অরুণকুমার বেরা।

গ্রন্থাগার

৮ই ডিসেম্বর ১৯৯৮ পর্যন্ত গ্রন্থাগারে গ্রন্থসংখ্যা হল ২,২১,৬১৪ এবং বাঁধানো পত্রিকার সংখ্যা ২০,১০৭। বাঁধানো হয়নি এমন পত্রিকার সংখ্যা কয়েক হাজার। ১৯৯৮-৯৯ আর্থিক বছরে এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত অনুদানের পরিমাণ ১৫,৩৫,৩৩৩ টাকা। এর মধ্যে রাজ্য সরকার উন্নয়ন খাতে ১২,৩৫,৩৩৩ টাকা এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ৩,০০,০০০ টাকা দিয়েছেন। এই টাকায় গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা কেনা সম্ভব হয়েছে যথাক্রমে ৪০০৭ ও ৩২টি। আলোচ্য বর্ষে ৭২টি গ্রন্থ, পত্রিকা ও পুস্তিকা উপহার পাওয়া গেছে।

১৯৯৭-৯৮ তে ব্যবহৃত গ্রন্থসংখ্যা ১,৯৫,৩০৪। তার মধ্যে বাড়িতে ব্যবহার হয়েছে ২৯,৪০২টি গ্রন্থ। বিভিন্ন বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরিতে পাঠানো গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় ১৭৫।

গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় ১৭০০। বহিরাগত বিশেষ ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১৭৫।

গ্রন্থাগারে গ্রন্থ, পত্রপত্রিকা ও ব্যবহারকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও গ্রন্থাগারিক ও কর্মীসংখ্যা বৃদ্ধি পায় নি। বেশ কয়েকটি বিষয়ে স্নাতকোত্তর পাঠক্রম চালু আছে, অথচ তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অতিরিক্ত গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মীর পদ সৃষ্টি হয় নি। এই বিশাল কলেজের তিনটি বহুল ব্যবহৃত গ্রন্থাগারের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের স্টাফ প্যাটার্ন অনুসরণ করা উচিত। বর্তমানে আর্টস লাইব্রেরিতে চারটি গ্রন্থাগারিকের পদ শূন্য। দুজন গ্রন্থাগারিকের পদে বর্তমানে কেউ না থাকলেও গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধনের কাজ করতে হয় আর্টস লাইব্রেরিকে। তিনটি লাইব্রেরির জন্য দরকার বেশ কয়েকটি টেক্‌নিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, লাইব্রেরি অ্যাসিস্ট্যান্টের মত বৃত্তিকুশলী পদ। তা না হলে অচিরেই গ্রন্থাগারের পরিষেবা ভেঙে পড়বে। সুখের কথা, গ্রন্থাগার-সহায়ক কর্মীদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় গ্রন্থাগারগুলির পরিষেবা অব্যাহত রয়েছে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক বৃত্তিকুশলী কর্মীর পদ সৃষ্টির জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষকে একাধিকবার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

৩১শে জুলাই ১৯৯৮ গ্রন্থাগারিক শ্রীমতী গীতা পুরকায়স্থ এই কলেজ থেকে বদলি হয়ে রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদে যোগ দিয়েছেন এবং সেই পদে যোগ দিয়েছেন শ্রী দেবনারায়ণ চক্রবর্তী। অধ্যক্ষ মহাশয় শ্রী চক্রবর্তীকে আর্টস লাইব্রেরির ভারপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক হিসাবে নিযুক্ত করেছেন। শ্রী বিমলকুমার খাটুয়া বদলি হয়েছেন চন্দননগর কলেজে, সেই পদে যোগ দিয়েছেন শ্রী অমিতাভ দাস। তিনি গ্রন্থাগার আধুনিকীকরণ প্রকল্পের ভারপ্রাপ্ত হয়েছেন; সায়েন্স লাইব্রেরির দায়িত্বে আছেন গ্রন্থাগারিক শ্রীমতী রীনা মজুমদার। হুগলি মাদ্রাসা থেকে মহঃ সৌকত সায়েন্স লাইব্রেরির সহায়ক কর্মীর পদে যোগ দিয়েছেন।

১৮২ বছরের প্রাচীন কলেজের মূল্যবান গ্রন্থসম্ভার ও অন্যান্য সামগ্রী সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থাই আমরা করে উঠতে পারি নি সংরক্ষণ খাতে নির্দিষ্ট অনুদানের অভাবে। লাইব্রেরির বই ও পত্রপত্রিকা নিয়মিত বাঁধানোর কাজ বন্ধ আছে। সায়েন্স ও আর্টস লাইব্রেরিতে বই রাখার উপযুক্ত র‍্যাকের অভাব, সায়েন্স ও ইকনমিক্স লাইব্রেরিতে স্ট্যাকরুমের স্থানাভাবের প্রতিও কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। সায়েন্স লাইব্রেরির পাঠকক্ষের অব্যবহৃত অংশে স্ট্যাকরুমের সম্প্রসারণ খুবই জরুরি।

এখানে উল্লেখ্য, গ্রন্থাগারগুলির স্ট্যাকরুমে পর্যাপ্ত পাখার ব্যবস্থা না থাকায় আমরা এই অমূল্য সম্পদের ক্ষতি করে চলেছি। অবিলম্বে পূর্ত ও শিক্ষাদপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করে এই শতকের মধ্যে আমরা আমাদের ত্রুটি সংশোধন করতে পারি।

প্রায় এক বছর হল প্ল্যানিং কমিশনের আর্থিক আনুকূল্যে গ্রন্থাগারের সার্বিক আধুনিকীকরণের অঙ্গ হিসাবে কম্পিউটারাইজড ক্যাটালগিং-এর কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রকল্পে বর্তমানে আটজন সাহায্যকারী ও একজন বিশেষজ্ঞ কাজ করছেন। এ পর্যন্ত মোট ২৮,২০১ টি গ্রন্থের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক হলেও এখনও প্রায় দুলক্ষ বই ও পত্রপত্রিকার কাজ বাকি আছে। গ্রন্থাগারিকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ও অতিরিক্ত সাহায্যকারী নিয়োগ করে প্রকল্পটির কাজ শেষ করতে হবে।

এই বছরে আমরা কলেজের প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক শৈলেন্দ্রনাথ ঘটককে হারিয়েছি। কলেজের বিশেষ করে গ্রন্থাগারের উন্নয়নে তাঁর অনন্য সাধারণ ভূমিকা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর প্রতি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও পরিজনবর্গের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাই।

ইডেন হিন্দু হোস্টেল

একটা বছর মোটামুটি ভালভাবেই চলল হিন্দু হোস্টেল। নবীনবরণ ও প্রাক্তন বিদায় সভার মাধ্যমে ছাত্রদের প্রীতি ও সদ্‌ভাবের বিশেষ দিক পরিলক্ষিত হল আরেক বার।

দুঃখের বিষয় অধীক্ষক ড. বরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায় অবসর নেবার পর আর কাউকে পাওয়া গেল না এই দায়িত্ব নিতে। সহ-অধীক্ষক পদেও আজ পর্যন্ত কেউ এলেন না। অধ্যক্ষের বিশেষ অনুরোধে এখন অবসরপ্রাপ্ত অধীক্ষকই কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

প্রতি বছরের মত এবারও সামান্য কিছু সরকারি অনুদান পাওয়া গেছে। তাতে সামান্য কিছু পাঠ্যপুস্তক ও খেলাধূলার সরঞ্জাম কেনা গেছে।

হস্টেলের আবাসিকদের মধ্যে বি. এস-সি পরীক্ষায় ছাত্রদের ফল আগের বারের মতোই ভালো। বি.কম পরীক্ষায় আবাসিকদের ফল খুবই সন্তোষজনক। বি.এ ও বি. এস-সি পাশ ছাত্র বেশিরভাগেই দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়, জহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লি স্কুল অফ্ ইকনমিকস, ব্যাঙ্গালোর ইন্সটিটিউট অফ সায়েন্স, মুম্বাই, মিরাট, কানপুরে চলে যাচ্ছে।

স্টারলিং স্কলারশিপ, স্টারলিং হোস্টেল স্কলারশিপ ছাত্ররা প্রতি বছরের মত এবছরও পেয়েছ। গত বছর থেকে শতবর্ষ ছাত্রাবাস বৃত্তি বি.এ.-তে কৃষ্ণেন্দু অধিকারী (বাংলা বিভাগ), বি. এস-সি, বিবেকানন্দ কর্মকার (রাশি বিজ্ঞান বিভাগ) ও বি.কম-এ সুদীপ্ত সেন

(গোয়েঙ্কা কলেজ) গত বছর পেয়েছেন। এই বৃত্তি পার্ট-ওয়ান পরীক্ষার ফলাফলে উপর নির্ভর করে।

এম. এস-সি পদার্থ ও রসায়ন বিভাগের ছাত্ররা শতকরা আশি ভাগ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ। সত্যরঞ্জন বণিক পদার্থ বিদ্যায় NET পরীক্ষায় অসামান্য সাফল্য লাভ করে।

খেলাধূলা প্রতি বছরের মত চলছে। ক্রিকেট, ভলি ও ফুটবল নিয়মিত খেলা হয়। ইনডোর-খেলাধূলার কোন ব্যবস্থা করা যায় নি আর্থিক কারণে।

ছাত্রাবাসে এখন প্রায় ২৭৫ জন ছাত্রকে স্থান দেওয়া যায়। আর কিছু সীট বাড়ানো সম্ভব কিন্তু আসবাবপত্রের অভাবে সম্ভব হচ্ছে না। সামান্য কিছু খাটের আবেদন করে ফল হয়নি। কেউই এই ছাত্রাবাস সম্বন্ধে কোন আগ্রহ দেখান না। ছাত্রাবাস চলছে চলবে। ছাত্রাবাসকে পরিষ্কার ও সুন্দর রাখতে যে সামান্য অ্যাসিড, ফিনাইল, ব্লিচিং পাউডার দরকার, সেটা জোগাড় করাই বেশ কঠিন। আগে সরকারের ঘর থেকে ছাত্রাবাস সরাসরি টাকা পেত। এখন আর সে সুদিন নেই, সরকারি অনুদান বন্ধ। সামান্য কিছু মালপত্র কলেজ অফিস দেয়। তা দিয়ে চলে না।

ছাত্রাবাসে ছাত্রসংখ্যা বেড়েছে কিন্তু কর্মচারি-সংখ্যা বাড়ছে না। কর্তৃপক্ষের কাছে এ বিষয়ে আবেদন জানানো হয়েছে।

সরস্বতী পূজা ও প্রাক্তন ছাত্রদের মিলন উৎসব পালিত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রাক্তন আবাসিকদের উপস্থিতি বেশ কম। ফলে বর্তমান আবাসিকদের পুর্নমিলন উৎসবে আগ্রহ বেশ কমে যাচ্ছে।

আগের মত ছাত্রাবাস আর নেই। এখন ছাত্ররা নিজেদের 'কেরিয়ার' নিয়ে ভীষণভাবে ব্যস্ত। শান্ত পরিবেশ ফিরে এসেছে। মাঝেমাঝে সামান্য কারণে ছাত্রাবাসের পরিবেশ বিঘ্নিত হয়। ছাত্রাবাসের 'অতিথি ভবন' ভালভাবেই চলছে। ছাত্রাবাসের জল, আলো ও বৈদ্যুতিক পাখার সমস্যা মিটেছে। তবে পি.ডব্লু.ডি (বৈদ্যুতিক) বিভাগের অপ্রতুল সরবরাহ ব্যবস্থা মাঝে মাঝে ছাত্রদের বিরক্তির কারণ হ'য়ে উঠে। এ ব্যাপারে একটু যত্ন নিলে ভাল হয়।

ছাত্রী আবাস

প্রেসিডেন্সি কলেজ ১৭৫ বর্ষপূর্তি স্মারক ছাত্রী আবাস দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করল গত ১লা জানুয়ারি, ১৯৯৮। প্রথম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ছাত্রীরা একটি বর্ণাঢ্য ঘরোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল।

ছাত্রী আবাসের প্রথম বছরে আমাদের গড় ছাত্রী সংখ্যা ছিল চল্লিশ থেকে পঞ্চান্ন জন। আমাদের মোট আসন সংখ্যা আটাত্তর। তাই কোনও ছাত্রীকেই আমাদের ফিরিয়ে দিতে হয় নি প্রথম বছর। কিন্তু দ্বিতীয় বছরে অর্থাৎ ১৯৯৮ সালে ছাত্রী আবাসের জন্য আবেদনকারিণী ছাত্রী সংখ্যা ছিল পঞ্চাশ (বি.এ./বি. এস-সি. প্রথম বর্ষ-৪০; এম. এ/এম. এস-সি প্রথম বর্ষ-১০)। এর মধ্যে মাত্র আটাশ জনকে আসন দিতে পারা গেছে। বাকি রয়ে গেছে বহু ছাত্রী যার মধ্যে রয়েছে জামশেদপুর, বহরমপুর, দুর্গাপুর ইত্যাদি দূরবর্তী অঞ্চলের মেয়েরা। ছাত্রী আবাসের অভাবে ওদের চরম অসুবিধায় পড়তে হয়েছে।

এইসব ছাত্রীদের জন্য আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করা ছাড়া আপাতত আর কিছুই করা যাচ্ছে না। হোস্টেল সাব কমিটির মিটিং-এ ছাত্রী আবাসের আয়তন ও আসন সংখ্যা বৃদ্ধির প্রস্তাবটি আলোচিত হয়েছে এবং এই সম্পর্কে শীঘ্রই প্রস্তাব পাঠানো হবে পি.ডাব্লু.ডি ও অর্থদপ্তরের নিকট।

দ্বিতীয় বর্ষে ছাত্রী আবাসটির আরেকটি লক্ষণীয় পরিবর্তন হল ভিন রাজ্যের, বিশেষতঃ উত্তর পূর্বের রাজ্যগুলির থেকে আসা ছাত্রীদের সংখ্যা বৃদ্ধি। ফলে বিভিন্ন সংস্কৃতির সংমিশ্রণে ক্রমশ ছাত্রী আবাসটির একটি সর্বভারতীয় রূপ পরিগ্রহণ করছে।

এ বছর নতুন দুজন কর্মচারী, ছাত্রী আবাসের বাসটির চালক এবং পরিচালক নিযুক্ত হয়েছেন। তবে একজন নৈশ প্রহরী ও আর একজন রন্ধনশালার কর্মচারী বাড়ানোর ব্যাপারে গতবছর যে প্রস্তাব করা হয়েছিল তা এখনও ফলপ্রসূ হয় নি। ছাত্রী আবাসে বেশ খানিকটা জমি আছে একজন মালীর অভাবে যার দেখাশোনা করা সম্ভব হয় না। এখন একজন অস্থায়ী মালী ও অপরাপর কর্মচারীদের সাহায্যে কিছুটা বাগান করার চেষ্টা চলছে যা ফলপ্রসূ হলে ছাত্রী-আবাসের সৌন্দর্য নিশ্চিত বৃদ্ধি পাবে।

ছাত্রী আবাসের ছাত্রীদের বি.এ/বি. এস-সি ও এম.এ/এম. এস-সি পরীক্ষার ফল যথেষ্ট ভাল। মোট সাত জন ছাত্রী প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে এবং বাকিদের গড় ফলও ভাল।

কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয় ১৯৯৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিন হাজার ও নভেম্বর মাসে তিন হাজার টাকা ছাত্রী আবাসের বই কেনার জন্য মঞ্জুর করেছিলেন। এই সামান্য টাকায় বিভিন্ন বিষয়ের বই কেনা হয়েছে। এই টাকার পরিমাণ আরও হলে ভাল হত কারণ ছাত্রী আবাসে বিভিন্ন বিষয়ের ছাত্রী থাকে। তাই বিভিন্ন বিষয়-ভিত্তিক বই কিনতে হয়। কনটিনজেন্সি খাতে বেশ কিছু টাকার দরকার কারণ ছাত্রী আবাসে দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যেমন—ফিনাইল, ব্লিচিং, ঝাঁটা ইত্যাদি অতি দ্রুত শেষ হয়ে যায়। এছাড়া রন্ধনশালার জন্যও কিছু জিনিসপত্রের প্রয়োজন। এই বিষয়ে অধ্যক্ষ মহাশয়ের কাছে আবেদন করা হয়েছে।

অধ্যক্ষ মহাশয়, কলেজের সমস্ত কর্মচারী, ছাত্রী আবাসের সমস্ত কর্মচারী, ছাত্রীগণ সকলের সহযোগিতায় ও সহমর্মিতায় ছাত্রী আবাসটি সুষ্ঠভাবে পরিচালিত হচ্ছে। এই ছাত্রী আবাসের সুন্দর পরিবেশটি বজায় রাখতে আমরা সকলেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

ক্যাম্পাস ডাইভার্সিটি ইনিশিয়েটিভ

জুন ১৯৯৭-এ প্রকল্পটির মেয়াদ আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হয়ে গেলেও কয়েকটি অসমাপ্ত কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য এটির মেয়াদ আরও এক বছরের জন্য বাড়িয়ে দেওয়া হয়। এবছরে এই প্রকল্পে কাজের বিবরণ এইরকম :

সি. ডি. আই.-এর অধীনে কলেজে মোট পাঁচটি সমীক্ষা চালানো হয়। বৃহত্তর কলকাতার বিভিন্ন ভাষাভাষী পরিবারের মধ্যে সংস্কৃতিগত বৈচিত্র্যের বিভিন্ন দিকে গিয়ে

যে সমীক্ষাটি করা হয়েছিল ১৯৯৬ তে, সেটির ওপর এবছর একটি প্রতিবেদন তৈরি করেছেন সমাজতত্ত্ব বিভাগের ড. প্রশান্ত রায় ও শ্রীমতী ডালিয়া চক্রবর্তী এবং রাশি বিজ্ঞান বিভাগের শ্রী অসীম শঙ্কর নাগ। হুগলির ধনিয়াখালি ব্লকের বিভিন্ন গ্রামে কৃষিকাজ, তাঁতবোনা ও বিড়ি-বাঁধা—এই তিনটি গ্রামীণ পেশার উপর সে সমীক্ষাগুলি ১৯৯৭-এ করা হয় শরৎ সেন্টিনারি কলেজ (ধনিয়াখালি) এবং স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান বিশ্বপ্রিয় (দশঘরা) ও নিবেদিত কমিউনিটি কেয়ার সেন্টার (ইছাপুর) এর সহযোগিতায়, সেগুলির প্রতিবেদনও তৈরি হয়েছে এবছর, করেছেন রাশি বিজ্ঞানের শ্রী বিশ্বনাথ দাস, শ্রী অসীমশঙ্কর নাগ ও শ্রী তুষারকান্তি ঘড়া, পদার্থবিদ্যার ড. মণিমালা দাস, ইতিহাসের শ্রী সুভাষ চক্রবর্তী ও শারীরবিদ্যার শ্রী দেবাশিস সেন।

কলেজের সি. ডি. আই. প্রকল্পটি রূপায়ণের গুণগত মানের একটি ত্রি-স্তরীয় মূল্যায়নের আয়োজন করা হয় আলোচ্য বছরে। প্রথম স্তরে কলেজে প্রস্তুত একটি প্রশ্নগুচ্ছ ব্যবহার করে পাওয়া ৩০০ জন ছাত্রছাত্রী ও ৫০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকার মতামতের উপর ভিত্তি করে; দ্বিতীয় স্তরে আগ্রায় অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় সি. ডি. আই. কনফারেন্সের একটি কর্মশালায় প্রস্তুত একটি প্রশ্নগুচ্ছের ভিত্তিতে ১০০ জন বিজ্ঞান এবং ৫০ জন কলা বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে পাওয়া প্রকল্প রূপায়ণে প্রতিষ্ঠানগত পরিবেশের গুণাগুণ সংক্রান্ত মতামত বিশ্লেষণ করে ; এবং তৃতীয় স্তরে প্রকল্প রূপায়ণে সহযোগী তিনটি কলেজের (রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড় মঠ, হাওড়া ; বঙ্কিম সরদার কলেজ, ট্যাংরা খালি, দক্ষিণ ২৪ পরগণা ও শরৎ সেন্টিনারি কলেজ, ধনিয়াখালি, হুগলি) অধ্যক্ষদের পাঠানো মতামতের ভিত্তিতে।

এই মূল্যায়নের ব্যাপারে পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণের দায়িত্বে ছিল কলেজের রাশি বিজ্ঞান বিভাগ।

কলেজে ১৯৯৫-৯৮ এই তিন বছর ধরে সি. ডি. আই. প্রকল্প রূপায়ণের বর্ণনা, বিভিন্ন সমীক্ষার রিপোর্ট, মূল্যায়ন এবং আয়োজিত বিভিন্ন সেমিনার ও কর্মশালায় পঠিত কয়েকটি নির্বাচিত প্রবন্ধ নিয়ে একটি সামগ্রিক প্রতিবেদন—A Voyage into Diversity প্রকাশিত হয়েছে এবছর। সম্পাদনা করেছেন ড. বিশ্বনাথ দাস, ড. প্রশান্ত রায় ও অধ্যাপক বিমল ব্যানার্জি। কম্পিউটার ও গ্রাফিক্সের দায়িত্বে ছিলেন শ্রী অসীমশঙ্কর নাগ ও শ্রী তুষারকান্তি ঘড়া। উপদেষ্টা হিসাবে ছিলেন অধ্যক্ষ ড. নিতাইচরণ মুখার্জি ও প্রাক্তন অধ্যক্ষ ড. অমল কুমার মুখোপাধ্যায়।

উপসংহারে বলা যায় এই প্রকল্পটি রূপায়ণে ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের অভিজ্ঞতা অত্যন্ত আনন্দদায়ক, শিক্ষামূলক এবং আকর্ষণীয়।

বিতর্ক

ডিসেম্বর মাসে কলেজে একটি বিতর্ক সভা হয়েছিল। অনেকদিন বাদে এরকম বিতর্কের আয়োজন করা গেল।

কলেজের ছাত্রছাত্রীরা বাইরের বহু বিতর্ক সভায় যোগ দিয়ে পুরস্কার অর্জন করেছে। লোরেটো কলেজ বিতর্ক সভায় যোগ দিয়ে স্নিগ্ধা সিং ও প্রজিত মুখোপাধ্যায় জয়ী হয়ে

দময়ন্তী শিল্ড লাভ করেছে। স্নিগ্ধা ও শমিত বসু দিল্লির সেন্ট স্টিভেন্স কলেজ আয়োজিত সর্বভারতীয় বিতর্ক সভায় যোগ দিয়ে বিজয়ী হয়েছে ও মুখার্জি মেমোরিয়াল ট্রফি জয় করেছে। চার বছর বাদে কলেজ এই ট্রফি জয় করল। ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের বিতর্ক সভায় প্রজিত মুখোপাধ্যায় ও অর্কদীপ ঘোষ জয়ী হয়।

প্রেসিডেন্সি কলেজ কর্মী সাংস্কৃতিক সংস্থা

২৭তম বার্ষিক অনুষ্ঠানে অন্যান্য বছরের মত প্রতিযোগিতাসমূহের পুরস্কার বিতরণ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নাটক "শ্রীমতী ভয়ঙ্করী" ৭ই এপ্রিল '১৯৯৮ মঙ্গলবার ডিরোজিও হলে অনুষ্ঠিত হয়।

উত্তরবঙ্গের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে দুর্গত মানুষের সাহায্যার্থে ১০৫১ টাকা, পুরানো কিছু কাপড় ও পোষাক ভারত সেবাশ্রমের কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। শারদ অবকাশের পর যে "বিজয়োৎসব" আয়োজিত হয় তাতে নজরুল শতবার্ষিকীর প্রতি দৃষ্টি রেখে বিশিষ্ট নজরুল সঙ্গীত শিল্পী শ্রীমতী পূরবী দত্ত মহাশয়াকে সংবর্ধনা জানানো হয়েছে। শ্রীমতী দত্তকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন কলেজের অধ্যক্ষ ড. নিতাইচরণ মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন প্রাক্তন অধ্যক্ষ ড. অমলকুমার মুখোপাধ্যায়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন দর্শন বিভাগের অধ্যাপিকা শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়। ফুটবল, ক্রিকেট, তাস, ক্যারাম, আবৃত্তি, সংগীত, বসে-আঁকো প্রতিযোগিতাসমূহ চলছে। বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হবে '৯৯-এর মার্চ নাগাদ। ঐদিন পুরস্কার বিতরণ ও নাটক মঞ্চস্থ করার প্রস্তুতি চলছে।

প্রেসিডেন্সি কলেজ কো-অপারেটিভ সোসাইটি

সোসাইটি ৭৮ বছরে পদার্পণ করেছে। সদস্য কর্মী বন্ধুদের ঋণ দেওয়ার পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি করা হয়েছে। বৃহৎ ঋণের পরিমাণ ৮০০০. (আট হাজার টাকা) এবং জরুরি ঋণ ১৫০০. (দেড় হাজার টাকা) করা হয়েছে। প্লাটিনাম উৎসব বিশেষ স্মারক হিসাবে গত বৎসরের মত এবারের সদস্য বন্ধু পুত্র কন্যাদের যারা চূড়ান্ত মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসবে। উৎসাহ প্রদান হিসাবে বিনামূল্যে টেস্ট পেপার দেওয়া হবে। সোসাইটির অফিস ঘরটি স্থানান্তরিত হয়েছে।

প্রাক্তনী সংসদ

প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রাক্তনী সংসদ ৪৮ বছর অতিক্রম করে তার অস্তিত্বের ৪৯ তম বছরে পড়ল। ১৯৫১ সালের ১৯শে জানুয়ারি এর প্রতিষ্ঠা। যে উদ্দেশ্য নিয়ে এর প্রতিষ্ঠা প্রাক্তনীদের মধ্যে ঐক্যের প্রতিষ্ঠা করা, কলেজের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে সহায়তা করা এবং কলেজের গৌরবময় ঐতিহ্যের প্রচার ও প্রসার ঘটানো—সংসদ এখনও সে প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। দেশের ভিতরের ও বাইরের সদস্যসংখ্যা বাড়ছে। বর্তমানে এর আজীবন সদস্য সংস্থা ২৩০৮ (১.১২.৯৮ পর্যন্ত)

সংসদের বর্তমান স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ৩,৬৮,৯০০ টাকা। শেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে গত ২৮শে মার্চ, ১৯৯৮। এর পরেব সভাটি অনুষ্ঠিত হবে আগামী মার্চ মাসে।

গত ২০শে জানুয়ারি, ১৯৯৮ প্রতিষ্ঠাতৃ-দিবসের অনুষ্ঠানে প্রাক্তনী সংসদের আয়োজিত পুনর্মিলন উৎসব ও চা-চক্রে উপস্থিতির সংখ্যা ছিল ১৯০০ জন; এর মধ্যে ৪৫০ জন প্রাক্তনী। উন্মুক্ত মঞ্চে বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের উপভোগ্য নৃত্যগীতানুষ্ঠান হয়।

অন্যান্য বছরের মত এবারও তৃতীয় বর্ষের মানবিকী ও বিজ্ঞান শাখার একজন করে ছাত্রকে ২০০ টাকার বার্ষিক বৃত্তি দেওয়া হয়েছে। বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠানেও দুজন ব্যক্তিগত সেরা প্রতিযোগী ও প্রতিযোগীকে ১০০ টাকা অর্থমূল্যের পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে ১৬ই জানুয়ারি ১৯৯৯।

১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৯৮ সংসদের ব্যবস্থাপনায় স্টিমার পার্টির আয়োজন করা হয়। প্রাক্তনী, তাঁদের পরিবার ও বন্ধুবর্গের সমাবেশে আনন্দময় হয়ে ওঠে উদ্যোগটি। ১৮ই ডিসেম্বর, ১৯৯৮ সংসদের ব্যবস্থাপনায় একটি আলোচনা-চক্রের আয়োজন করা হয়। শীর্ষক : ভারতবর্ষের অর্থনীতি : আর্থিক উদারীকরণ। বক্তারা ছিলেন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্ণর শ্রী বিমল জালান অধ্যাপক অমিয় বাগচী ও অধ্যাপক মুকুল মজুমদার; সঞ্চালক ছিলেন অধ্যাপক অনুপ সিনহা। উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দের সোৎসাহ অংশগ্রহণ ও সপ্রশংস ধন্যবাদজ্ঞাপন অনুষ্ঠানের সার্থকতা প্রমাণ করছিল।

এবছর প্রাক্তনী সংসদের সবচেয়ে গর্বের ও গৌরবের ব্যাপার হ'ল অন্যতম প্রাক্তনী অধ্যাপক অমর্ত্য সেন (১৯৫১-৫৩, আজীবন সদস্য নং ১৮৯)-এর অর্থনীতিতে নোবেল স্মৃতি পুরস্কার প্রাপ্তি। অধ্যাপক সেনের ছাত্র ও কর্মজীবন সার্থকতা ও গৌরবের দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল। দেশে ও বিদেশে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানে তিনি অধ্যাপনা ও গুরুত্বপূর্ণ পদ অধিকার করেছেন। বর্তমানে তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রিনিটি কলেজের মাস্টার (অধ্যক্ষ) পদে অধিষ্ঠিত। আমরা শ্রী সেনের কৃতিত্বে আনন্দিত ও গর্বিত। সংসদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পূরণের জন্য প্রাক্তনীদের উপস্থিতি (সংসদের কার্যালয়ে ও পুনর্মিলন উৎসবে) একান্ত প্রয়োজন। তাঁদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও মহার্ঘ পরামর্শ সংসদ পরিচালনার ক্ষেত্রে একান্ত প্রয়োজন। তাছাড়া বর্তমানে সংসদের আর্থিক অবস্থা খুব একটা উৎসাহব্যঞ্জক নয়। এর উন্নতির জন্য প্রাক্তনীদের সাহায্য আগ্রহ প্রয়োজন। আশাকরি অদূর-ভবিষ্যতে এই অভাব দূর করার জন্য প্রাক্তনীরা উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে আসবেন। বিশেষ করে তরুণ প্রাক্তনীদের শ্রমদানের প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে।

বিগত বছরে সংসদ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নামী ও কৃতিত্বের অধিকারী পনেরো জন প্রাক্তনীকে হারিয়েছে। এঁরা হলেন, বিনয়েন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, হীরেন্দ্রনাথ নিয়োগী (ভূতত্ত্ব, প্রাক্তন সহ-সভাপতি), নৃপেন্দ্রনাথ লাহিড়ি (ভূতত্ত্ব), অশীন দাশগুপ্ত (ইতিহাস), তরুণকুমার বসু (অর্থনীতি), দেবেশ দাস (ইংরাজী, প্রখ্যাত সাহিত্যিক), অমিয়কুমার চক্রবর্তী (রসায়ন), রবীন্দ্রনাথ মিত্র (ইতিহাস), দেবদাস জোয়ারদার (বাংলা), অমিয়কুমার মজুমদার (দর্শন), অমিয়কুমার দত্ত (উদ্ভিদবিদ্যা), অমলেশ ত্রিপাঠী (ইতিহাস), নিখিল চক্রবর্তী (ইতিহাস, সাংবাদিক), বিনয়ভূষণ মজুমদার, অনিমেষচন্দ্র রায় (দর্শন) এবং প্রতুলচন্দ্র রক্ষিত (রসায়ন) সুবোধ সেনগুপ্ত (ইংরাজী) এঁদের স্মৃতির প্রতি আমরা গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

পরিশিষ্ট ১

এক নজরে বিভিন্ন বিভাগের পরীক্ষার ফল

১৯৯৮ সালের স্নাতক পরীক্ষার (পার্ট ওয়ান ও টু একত্রে) ফল

বি. এ.

বিষয়	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	প্রথম শ্রেণী	দ্বিতীয় শ্রেণী	মোট উত্তীর্ণের সংখ্যা	অকৃতকার্য	অনুপস্থিত
ইংরেজি	১৯	৩	১৬	১৯	০	০
বাংলা	১৪	—	১৪	১৪	০	০
ইতিহাস	২৫	২	২২	২৪	১	০
দর্শন	২০	১২	৮	২০	০	০
রাষ্ট্রবিজ্ঞান	১৬	৪	১২	১৬	০	০
হিন্দি	২৩	৬	১৭	২৩	১	০
সমাজতত্ত্ব	২৪	৯	১৪	২৩	১	০
সংস্কৃত	২	২	—	২	০	০

বি. এস-সি.

বিষয়	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	প্রথম শ্রেণী	দ্বিতীয় শ্রেণী	মোট উত্তীর্ণের সংখ্যা	অকৃতকার্য	অনুপস্থিত
পদার্থবিদ্যা	২৪	১৪	৮	২২	২	০
রসায়ন	২০	১১	৮	১৯	১	০
গণিত	১২	১	৯	১০	২	০
শারীরবিদ্যা	১২	১১	১	১২	০	০
ভূতত্ত্ব	১৮	১৫	২	১৭	১	০
উদ্ভিদবিদ্যা	২৩	১২	১১	২৩	০	০
প্রাণিবিদ্যা	১১	৯	২	১১	০	০
রাশি বিজ্ঞান	১৬	২	৩	১৫	১	০
ভূগোল	২০	৮	১২	২০	০	০
অর্থনীতি	৩৩	২৫	৮	৩৩	০	০

পরিশিষ্ট ২

পুরস্কারপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের তালিকা

(অন্যরকম উল্লেখ না থাকলে পুরস্কার প্রাপক কলেজ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রথম/ দ্বিতীয় বোঝাবে)

(ক) বিশ্ববিদ্যালয় বি.এ. বি./এস-সি. পার্ট ওয়ান পরীক্ষা, (১৯৯৮) এর ফলাফলের ভিত্তিতে

ক্রমিক সংখ্যা	ছাত্র/ছাত্রীর নাম, শ্রেণী ও রোল নম্বর	পুরস্কার/পদকের নাম/ দাতার নাম	পুরস্কার/পদকের বিবরণ
১	সারস্বত চৌধুরী বি. এস-সি., ২২৯; রাশিবিজ্ঞান	সিন্ধিয়া রৌপ্যপদক ও গোয়ালিয়র পুরস্কার	বি. এস-সি অনার্সের সব বিষয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রথম
২	বৈশাখী ঘোষ বি.এ., ৭; সংস্কৃত	—ঐ—	বি. এ. অনার্সের সবকটি বিষয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রথম
৩	জয়দীপ ঘোষ বি.এ., ১২১	অরুণ সরকার স্মৃতি পদক	সাম্মানিক বাংলায় প্রথম
৪	—ঐ—	অধ্যাপক হরপ্রসাদ মিত্র স্মৃতি পুরস্কার (ড. নমিতা মিত্র প্রদত্ত)	—ঐ—
৫	অপরাজিতা বিশ্বাস বি.এ., ১২৭	অধ্যাপক তারকনাথ সেন স্মৃতি পুরস্কার (অধ্যাপক হরপ্রসাদ মিত্র প্রদত্ত)	ঐচ্ছিক বাংলায় প্রথম
৬	বৈশাখী ঘোষ বি.এ., ৭	হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন স্মৃতি পুরস্কার	সাম্মানিক সংস্কৃতে প্রথম
৭	সুদেষ্ণা ঘোষ বি.এ., ১৭	রায় বাহাদুর দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ স্মৃতি পুরস্কার	সাম্মানিক ইতিহাসে প্রথম
৮	—ঐ—	অরিজিৎ সেনগুপ্ত স্মৃতি পুরস্কার	—ঐ—
৯	নীতা নাম্বিয়া বি.এ., ৪৮	চারুচন্দ্র ঘোষ স্মৃতি পুরস্কার	সাম্মানিক ইংরাজিতে প্রথম
১০	দিয়া দাস বি.এ.,১০০	সমাজতত্ত্ব বিভাগ প্রতিষ্ঠা স্মারক পুরস্কার (অধ্যাপক প্রশান্ত রায় প্রদত্ত)	সাম্মানিক সমাজতত্ত্বে প্রথম
১১	সুকল্পা চক্রবর্তী বি.এ., ৬১	নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু পুরস্কার (শ্রী শ্যামসুন্দর বসাক প্রদত্ত)	সাম্মানিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে প্রথম
১২	মনোজকুমার ঠাকুর বি.এ., ১৯	অখিল ভারত সুলতানপুর প্রগতিশীল সমাজ পুরস্কার	সাম্মানিক হিন্দীতে প্রথম

ক্রমিক সংখ্যা	ছাত্র/ছাত্রীর নাম, শ্রেণী ও রোল নম্বর	পুরস্কার/পদকের নাম/ দাতার নাম	পুরস্কার/পদকের বিবরণ
১৩	নবনীতা মণ্ডল বি. এস-সি., ১৬০	কলেজ পুরস্কার	সাম্মানিক ভূগোলে প্রথম
১৪	মৈনাক চৌধুরী বি. এস-সি., ২৭৬	চন্দ্রনাথ মৈত্র পদক	সাম্মানিক ভূতত্ত্বে প্রথম
১৫	সারস্বত চৌধুরী বি. এস-সি., ২২৯	প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ পুরস্কার (রাশি বিজ্ঞান পুনর্মিলন উৎসব ১৯৭৪ কর্তৃক প্রদত্ত)	সাম্মানিক রাশি বিজ্ঞানে প্রথম
১৬	দেবশ্রী ব্যানার্জি বি. এস-সি., ৬৭	সুদীপ সোম স্মৃতি পুরস্কার (ড. সুবোধ সোম কর্তৃক প্রদত্ত)	সাম্মানিক রসায়নে প্রথম
১৭	দেবশ্রী ব্যানার্জি বি. এস-সি., ৬৭	কুঞ্জবিহারী বসাক পদক	সাম্মানিক রসায়ন প্র্যাকটিক্যাল-এ প্রথম
১৮	অমর দত্ত বি. এস-সি., ৪১	ড. সতীনাথ বাগচী স্মৃতি পুরস্কার (শ্রী প্রতুলকুমার বাগচি প্রদত্ত)	সাম্মানিক গণিতে প্রথম
১৯	তপোময় গুহসরকার বি এস-সি., ২৭৯	কার্তিকচন্দ্র মুখার্জী স্মৃতি পুরস্কার	সাম্মানিক পদার্থবিদ্যায় প্রথম
২০	—ঐ—	পার্থসারথি গুপ্ত স্মৃতি পুরস্কার (অধ্যাপক পরিমল সেন প্রদত্ত)	—ঐ— —ঐ—
২১	পরমা ঘোষ বি. এস-সি., ৩০৩	অধ্যাপক সচ্চিদানন্দ ব্যানার্জী পুরস্কার (শারীরবিদ্যা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রদত্ত)	সাম্মানিক শারীরবিদ্যায় প্রথম
২২	—ঐ—	অধ্যাপক অচিন্ত্য মুখোপাধ্যায় স্মৃতি পুরস্কার (শারীরবিদ্যা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ, প্রদত্ত)	সাম্মানিক শারীরবিদ্যায় প্রথম
২৩	পিয়াস খাণ্ডেসিয়া বি. এস-সি., ১৭০	অপরাজিতা চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি পুরস্কার (অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় ও পূরবী চট্টোপাধ্যায় প্রদত্ত)	সাম্মানিক উদ্ভিদবিদ্যায় প্রথম
২৪	নবনীতা মণ্ডল বি. এস-সি., ১৬০	জিওগ্রাফিক্যাল ইনস্টিটিউট বুক প্রাইজ জিওগ্রাফিক্যাল ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রদত্ত	সাম্মানিক ভূগোলে প্রথম

ক্রমিক সংখ্যা	ছাত্র/ছাত্রীর নাম, শ্রেণী ও রোল নম্বর	পুরস্কার/পদকের নাম/ দাতার নাম	পুরস্কার/পদকের বিবরণ
২৪ (ক)	বোধিসত্ত্ব কর বি.এ.,	অধ্যাপক অশীন দাশগুপ্ত স্মৃতি পুরস্কার	সাম্মানিক ইতিহাসে অনুসন্ধিৎসু ছাত্র
২৫ (ক)	গার্গী ভট্টাচার্য বি.এ., ৯৩, সংস্কৃত	নীরদবরণ বক্সি স্মৃতি পুরস্কার	বি.এ. অনার্সের সবকটি বিষয়ের মধ্যে প্রথম
(খ)	পার্থ মজুমদার বি. এস-সি., ৭ রাশিবিজ্ঞান	—ঐ—	বি. এস-সি. অনার্সের সবকটি বিষয়ের মধ্যে প্রথম
২৬	—ঐ—	অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় স্মৃতি পদক (রবিব্রত মুখার্জি ও পূরবী মুখার্জি প্রদত্ত)	—ঐ—
২৭	—ঐ—	মনোরঞ্জন মিত্র স্মৃতি পুরস্কার (অধ্যাপক মনীন্দ্র মিত্র প্রদত্ত)	গণিত বাদে সাম্মানিক বি. এস-সি'র সবকটি বিষয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রথম
২৮	দীপান্বিতা বসু বি. এস-সি., ১৬৯	জে.সি. নাগ স্মৃতি পদক	স্নাতক উদ্ভিদবিদ্যায় প্রথম
২৯	অরিজিৎ মুখার্জি বি এস-সি., ১৬৫	জি. সি. সিংহ পুরস্কার	স্নাতক অর্থনীতিতে প্রথম
৩০	অরিজিৎ মুখার্জি বি. এস-সি., ১৬৫	উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল	—ঐ—
৩১	এযা বসু বি.এ., ৪৭	কার্তিকচন্দ্র মল্লিক স্মৃতি পদক	সাম্মানিক দর্শনে প্রথম
৩২	—ঐ—	অধ্যাপক প্রবাসজীবন চৌধুরী পুরস্কার (আশাবরী চৌধুরী, ঋতাবরী, রুচিরা এবং ছাত্র দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রদত্ত)	—ঐ—
৩৩	পার্থ মজুমদার বি. এস-সি., ৭	সুশীলকুমার ব্যানার্জি স্মৃতি পদক (রানু ও পূরবী ব্যানার্জী প্রদত্ত)	সাম্মানিক রাশিবিজ্ঞানে প্রথম
৩৪	শম্পা মিত্র বি. এস-সি., ২৯৩	—ঐ—	সাম্মানিক গণিতে প্রথম
৩৫	শর্মিষ্ঠা গুপ্ত বি.এ., ১৪৭	কুরুভিল্লা জ্যাকারিয়া স্মৃতি পুরস্কার	সাম্মানিক ইতিহাসে প্রথম
৩৬	—ঐ—	হিমানী দেবী স্মৃতি পুরস্কার (কমলকুমার ঘটক প্রদত্ত	—ঐ—
৩৭	—ঐ—	অজয় ব্যানার্জী স্মৃতি পুরস্কার	সাম্মানিক ইতিহাসে প্রথম
৩৮	মালাশ্রী হোম বি.এ., ৪৩	অধ্যাপক অমল ভট্টাচার্য (সুকুমারী ভট্টাচার্য প্রদত্ত)	সাম্মানিক ইংরাজিতে প্রথম

ক্রমিক সংখ্যা	ছাত্র/ছাত্রীর নাম, শ্রেণী ও রোল নম্বর	পুরস্কার/পদকের নাম/ দাতার নাম	পুরস্কার/পদকের বিবরণ
৩৯	মালাশ্রী হোম বি.এ., ৪৩	অধ্যাপক তারাপদ মুখার্জি স্মৃতি পুরস্কার (অধ্যাপক অশোক মুখার্জী প্রদত্ত)	সাম্মানিক ইংরাজিতে প্রথম
৪০	—ঐ—	অধ্যাপক তারাপ্রসাদ মুখার্জি	—ঐ—
৪০ (ক)	—ঐ—	স্মৃতি রৌপ্যপদক (অধ্যাপক বিভাবতী সরকার স্মৃতি পুরস্কার (মঞ্জরী বসু প্রদত্ত) শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি প্রদত্ত)	—ঐ—
৪১	জয়শ্রী দে বি.এ., ৪৪	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি পুরস্কার (অধ্যাপক হরপ্রসাদ মিত্র প্রদত্ত)	সাম্মানিক বাংলায় প্রথম
৪২	—ঐ—	আশুতোষ মুখার্জি স্মৃতি পুরস্কার (শ্যামসুন্দর বসাক প্রদত্ত)	—ঐ—
৪৩ (ক)	—ঐ—	বাণী বসু স্মৃতি পুরস্কার	সাম্মানিক বাংলায় ছাত্রীদের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয়
(খ)	নন্দিতা মৈত্র বি.এ., ১৫	—ঐ—	—ঐ—
৪৪	অনুরাধা চক্রবর্তী বি.এ., ৮২	রাজেন্দ্রকিশোর স্মৃতি পুরস্কার (ড. নির্মল চন্দ্র বসু রায়চৌধুরী প্রদত্ত)	সাম্মানিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে প্রথম
৪৫	—ঐ—	নীতিশচন্দ্র চক্রবর্তী স্মৃতি পুরস্কার (দেবাঞ্জন চক্রবর্তী প্রদত্ত)	—ঐ—
৪৬	—ঐ—	চন্দনকুমার ভট্টাচার্য স্মৃতি পুরস্কার	—ঐ—
৪৭	রুক্মিণী সেন বি.এ., ১৭	নির্মলচন্দ্র বসু রায়চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার (বেলা বসুরায়চৌধুরী প্রদত্ত)	সাম্মানিক সমাজতত্ত্বে প্রথম
৪৮	সুনীল কুমার দ্বিবেদী বি.এ., ৮৭	অখিল ভারতীয় প্রগতিশীল সুলতানপুর সমাজ পুরস্কার	সাম্মানিক হিন্দীতে প্রথম
৪৯	পার্থ মজুমদার বি. এস-সি., ৭	অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ পুরস্কার (রাশিবিজ্ঞান পুনর্মিলন উৎসব তহবিল ১৯৭৪ কর্তৃক প্রদত্ত)	সাম্মানিক রাশিবিজ্ঞানে প্রথম
৫০	—ঐ—	অহিভূষণ চ্যাটার্জি স্মৃতি পুরস্কার (সম্প্রীত চ্যাটার্জি প্রদত্ত)	—ঐ—
৫১	রাহুল ভট্টাচার্য্য বি. এস-সি., ২২৪	—ঐ—	——দ্বিতীয়

ক্রমিক সংখ্যা	ছাত্র/ছাত্রীর নাম, শ্রেণী ও রোল নম্বর	পুরস্কার/পদকের নাম/ দাতার নাম	পুরস্কার/পদকের বিবরণ
৫২	শম্পা মিত্র বি. এস-সি., ২৯৩	জ্ঞানেন্দ্রভূষণ মুখার্জি পুরস্কার (অনিলকুমার মুখার্জি প্রদত্ত)	সাম্মানিক গণিতে প্রথম
৫৩	—	রামানুজ পাট্টু আয়েঙ্গার স্মৃতি পুরস্কার	—ঐ—
৫৪	শম্পা মিত্র বি. এস-সি., ২৯৩	মেঘনাদ সাহা স্মৃতি পুরস্কার (শ্যামসুন্দর বসাক প্রদত্ত)	—ঐ—
৫৫	—ঐ—	বিভূতিভূষণ সেন পুরস্কার (অধ্যাপক মণীন্দ্র মিত্র প্রদত্ত)	—ঐ—
৫৬	প্রত্যুষ প্রামানিক বি. এস-সি., ২২৮	চারুশীলা দেবী পুরস্কার (শ্রী সন্তোষকুমার চ্যাটার্জি প্রদত্ত)	সাম্মানিক গণিতে দ্বিতীয়
৫৭	কৌশিক মিত্র বি. এস-সি., ৬০	স্বপন সাহা স্মৃতি পুরস্কার	সাম্মানিক পদার্থবিদ্যায় প্রথম
৫৭ক	—ঐ—	মাখনলাল সরকার স্মৃতি পুরস্কার (মঞ্জুরী বসু প্রদত্ত)	—ঐ—
৫৮	জয়কৃষ্ণ নন্দকুমার বি. এস-সি., ৫৮	কানিংহাম স্মৃতি পুরস্কার, ১২০ টাকা	সাম্মানিক রসায়নে প্রথম
৫৯	—ঐ—	আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় শতবার্ষিক পুরস্কার ৪৭০ টাকা	—ঐ—
৬০	—ঐ—	অধ্যাপক প্রতুলচন্দ্র রক্ষিত পুরস্কার	—ঐ—
৬১	সুমিতকুমার করক এ. এস-সি.,	কলেজ পুরস্কার	কলেজের স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে ভর্তি হওয়া রসায়নে কলেজের শ্রেষ্ঠ স্নাতক
৬২	কস্তুরী মিত্র বি. এস-সি., ১৭৯	অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র মহলানবিশ স্মৃতি পুরস্কার (অধ্যাপক সচ্চিদানন্দ ব্যানার্জি প্রদত্ত)	সাম্মানিক শারীরবিদ্যায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণদের মধ্যে প্রথম
৬৩	অনিরুদ্ধ ব্যানার্জি বি. এস-সি., ১৫৪	অপরাজিত স্মৃতি পদক (অধ্যাপক দিলীপ চক্রবর্তী প্রদত্ত)	সাম্মানিক প্রাণিবিদ্যায় প্রথম
৬৪	অপরাজিতা ভট্টাচার্য্য বি. এস-সি., ১৭৩	জিওগ্রাফিক্যাল ইনস্টিটিউট বুকপ্রাইজ	সাম্মানিক ভুগোলে প্রথম
৬৫	অর্ঘ্য গোস্বামী	গঙ্গাদাস সারদা ছাত্রবৃত্তি (জি. এস. সারদা প্রদত্ত)	স্নাতকোত্তর ভূতত্ত্বে প্রথম
৬৬	দেবাশিস বাগচী	গঙ্গাদাস সারদা পুরস্কার (জি. এস. সারদা প্রদত্ত)	স্নাতকোত্তর ভূতত্ত্বে দ্বিতীয়
৬৭	অঞ্জন চট্টোপাধ্যায় এম. এস-সি., ১৯	সন্দীপ সোম স্মৃতি পুরস্কার (ডঃ সুধীর সোম কর্তৃক প্রদত্ত)	স্নাতকোত্তর রসায়নে প্রথম
৬৮	সত্যনারায়ণ বারিক এম. এস-সি.,	পার্থসারথি গুপ্ত স্মৃতি পুরস্কার (অধ্যাপক পরিমল সেন কর্তৃক প্রদত্ত)	স্নাতকোত্তর পদার্থবিদ্যায় প্রথম
৬৯	সিদ্ধার্থ বিশ্বাস এম. এ.,	অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ স্মৃতি পুরস্কার	স্নাতকোত্তর ইংরাজিতে প্রথম

ক্রমিক সংখ্যা	ছাত্র/ছাত্রীর নাম, শ্রেণী ও রোল নম্বর	পুরস্কার/পদকের নাম/ দাতার নাম	পুরস্কার/পদকের বিবরণ
৭০	সুনেত্রা মিত্র এম. এ., ১	চন্দ্রনারায়ণ স্মৃতি পদক	স্নাতকোত্তর ইতিহাসে প্রথম
৭১	ভাস্কর চৌধুরী এম. এ., ৩৩	জীবনানন্দ দাস পুরস্কার (অধ্যাপক হরপ্রসাদ মিত্র প্রদত্ত)	স্নাতকোত্তর বাংলায় প্রথম
৭২	সালমা ইসলাম এম. এ., ৪৩	লীলাবতী রায় স্মৃতি পুরস্কার (দেবাঞ্জন চক্রবর্তী প্রদত্ত)	স্নাতকোত্তর রাষ্ট্র-বিজ্ঞানে প্রথম
৭৩	পারমিতা সেনগুপ্ত এম. এ., ৫৬	শ্যামাপদ ভট্টাচার্য স্মৃতি পুরস্কার (অধ্যাপক অজিত ভট্টাচার্য প্রদত্ত)	স্নাতকোত্তর দর্শনে প্রথম
৭৪	ইন্দ্রনীল মুৎসুদ্দি এম. এস-সি., ১৫৩	অধ্যাপক নরেন্দ্রমোহন বসু পুরস্কার	স্নাতকোত্তর শারীরবিদ্যায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণদের মধ্যে প্রথম
৭৫	শিউলি দত্ত বি. এ., ১০৮	অরূপকুমার রায় স্মৃতি পুরস্কার (রীতা রায় প্রদত্ত)	পার্ট ওয়ান টেস্ট ১৯৯৫ পরীক্ষায় সকল বিষয়ের মধ্যে প্রথম
৭৬	শাশ্বতী দত্ত বি. এ., ৫৩	ভোলানাথ স্মৃতি পুরস্কার (অভিজিত, নারায়ন চন্দ্র, শ্যামাপ্রসাদ ও বিশ্বনাথ দাস প্রদত্ত)	বি. এ. অনার্সে বাৎসরিক পরীক্ষায় সবকটি বিষয়ের মধ্যে প্রথম
৭৭	বনানী চক্রবর্তী বি. এস-সি. ৩৭ রসায়ন	—ঐ—	বি. এস-সি. —ঐ—
৭৮	—ঐ—	বিজয় স্মৃতি ছাত্রবৃত্তি	সাম্মানিক রসায়নে বাৎসরিক পরীক্ষায় প্রথম
৭৯	অভিষেক ঘোষ বি. এস-সি., ১৩	সুরেন্দ্রনাথ বসু স্মৃতি পুরস্কার (শ্রী শশধর বসু প্রদত্ত)	সাম্মানিক রাশিবিজ্ঞানে বাৎসরিক পরীক্ষায় প্রথম
৮০	ঋত্বিক সিনহা বি. এস-সি., ১৯৬	সুরেন্দ্রনাথ বসু স্মৃতি পুরস্কার (শ্রী উৎপল বসু প্রদত্ত)	সাম্মানিক রাশিবিজ্ঞানে বাৎসরিক পরীক্ষায় দ্বিতীয়
৮১	স্নিগ্ধা সিং বি. এস-সি., ১৩০	নির্মলকান্তি মজুমদার স্মৃতি পুরস্কার (মুকুল মজুমদার প্রদত্ত)	সাম্মানিক অর্থনীতিতে বাৎসরিক পরীক্ষায় প্রথম
৮২	শ্রীময়ী ঘোষ বি. এ., ১৪৯	—ঐ—	সাম্মানিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বাৎসরিক পরীক্ষায় প্রথম
৮৩	সহেলী রায়চৌধুরী বি. এ., ৯৫	নরেশচন্দ্র চক্রবর্তী স্মৃতি পুরস্কার (শ্রী দেবাঞ্জন চক্রবর্তী প্রদত্ত)	রাষ্ট্রবিজ্ঞানে পার্টওয়ান টেস্টে প্রথম

ক্রমিক সংখ্যা	ছাত্র/ছাত্রীর নাম, শ্রেণী ও রোল নম্বর	পুরস্কার/পদকের নাম/ দাতার নাম	পুরস্কার/পদকের বিবরণ
৮৪	সুস্মিতা সেন বি. এস-সি., ১০৭	দেবাশিস চন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার (অধ্যাপক ডি. চন্দ্র প্রদত্ত)	অর্থনীতিতে পার্ট ওয়ান টেস্টে প্রথম
৮৫	বিশ্বরূপ ব্যানার্জি বি. এস-সি., ৮৮	নিস্তারিণী দাসী পুরস্কার	সাম্মানিক পদার্থবিদ্যায় সর্বশ্রেষ্ঠ ল্যাবরেটরি নোটবই
৮৬	শর্মিষ্ঠা দাস বি. এস-সি., ১৭৬	জিওগ্রাফিক্যাল ইনস্টিটিউট প্রদত্ত	বাৎসরিক পরীক্ষায় প্রথম
৮৭ (ক)	অমলেশ প্রধান এম. এস-সি., ১৭০	ভূপেন্দ্রচন্দ্র দাস স্মৃতি পুরস্কার	স্নাতকোত্তর গণিত-বিভাগে দুজন শ্রেষ্ঠ ছাত্র
(খ)	রেশমী বারুই এম. এস-সি., ২১৭	—ঐ—	—ঐ—
৮৮ (ক)		আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় পুরস্কার	রসায়ন স্নাতক পরীক্ষায় মেধা অনুসারে দুইজন ছাত্র/ছাত্রী
(খ)		—ঐ—	—ঐ—
৮৯ (ক)	সায়ন বাগচী বি. এস-সি., ৩৩	সুখময় চক্রবর্তী স্মৃতি পুরস্কার (ললিতা চক্রবর্তী প্রদত্ত)	মেধা ও সঙ্গতির বিচারে হোস্টেল স্টাইপেন্ড
(খ)	উমেশ সারাফ বি. এস-সি.,	—ঐ—	—ঐ—
৯০ (ক)		প্রেসিডেন্সি কলেজ অ্যালাম্নি অ্যাসোসিয়েশন পুরস্কার	মেধানুসারে তৃতীয় বর্ষের দুইজন ছাত্র/ছাত্রী
(খ)		—ঐ—	—ঐ—
৯১ (ক)		রাজশেখর বসু স্মৃতি ছাত্রবৃত্তি	মেধা ও সঙ্গতির বিচারে হোস্টেল স্টাইপেন্ড
(খ)	বি. এস-সি. ১১১	—ঐ—	—ঐ—
৯২	প্রণবকুমার চক্রবর্তী ৩য় বর্ষ বি. এস-সি, ২৪৮ (পদার্থবিদ্যা)	ইলা মুখোপাধ্যায় স্মৃতি পদক (অমলকুমার মুখোপাধ্যায় প্রদত্ত)	মানবিক গুণাবলীর বিচারে শ্রেষ্ঠ ছাত্র/ছাত্রী

পরিশিষ্ট ৩

অছি তহবিলের তালিকা

ক্রমিক সংখ্যা	অছি তহবিলের নাম	দাতার নাম	অর্থের পরিমাণ
১.	নির্মল কান্তি মজুমদার ফাণ্ড	শ্রী মুকুলরঞ্জন মজুমদার	১০,০০০/
২.	অমল ভট্টাচার্য মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রীমতী সুকুমারী ভট্টাচার্য	৫,০০০/
৩.	দেবাশিস চন্দ্র মেমোরিয়াল ফাণ্ড	ড. ডি. চন্দ্র	৫,০০০/
৪.	গঙ্গাদাস সার্দা মেমোরিয়াল	শ্রী জি. এস. সার্দা	২০,০০০/
৫.	এস. এন. বোস মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রী শশধর বোস এবং উৎপল বোস	১,৫০০/
৬.	রাজেন্দ্র কিশোর মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রী এন. সি. বসুরায় চৌধুরী	২,০০০/
৭.	সুদীপ সোম মেমোরিয়াল ফাণ্ড	ড. এস. সি. সোম	১০,০০০/
৮.	প্রো এস. সি. মহলানবিশ ফাণ্ড	ড. এন. ব্যানার্জি	৫,০০০/
৯.	প্রো সচ্চিদানন্দ ব্যানার্জি ফাণ্ড	শারীর বিদ্যা বিভাগ	৬,০০০/
১০.	প্রো অচিন্ত্যকুমার মুখার্জি মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শারীর বিদ্যা বিভাগ	৪,০০০/
১১.	প্রো নরেন্দ্রমোহন বসু মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শারীর বিদ্যা বিভাগ	৫,০০০/
১২.	তারাপ্রসাদ মুখার্জি মেমোরিয়াল ফাণ্ড	প্রো এস. পি. মুখার্জি	৫,০০০/
১৩.	এন. সি. বসুরায় চৌধুরী মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রীমতী বেলা বসুরায় চৌধুরী	৫,০০০/
১৪.	প্রো প্রতুলচন্দ্র রক্ষিত ফাণ্ড	রসায়ন বিভাগ	১০,০০০/
১৫.	নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস ফাণ্ড	শ্রী শ্যাম সুন্দর বসাক	২,৫০০/
১৬.	ডঃ মেঘনাদ সাহা মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রী শ্যাম সুন্দর বসাক	২,৫০০/
১৭.	স্যার আশুতোষ মুখার্জি মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রী শ্যাম সুন্দর বসাক	২,৫০০/
১৮.	প্রো সুখময় চক্রবর্তী মেমোরিয়াল ফাণ্ড	সুখময় চক্রবর্তী মেমোঃ ট্রাস্ট	৪০,০০০/
১৯.	কার্তিকচন্দ্র মুখার্জি মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রীমতী সুস্মিতা মুখার্জি	১০,০০০/
২০.	প্রো অরুণকুমার রায় মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রীমতী রীতা রায়	২৫,০০০/
২১.	হিমানী দেব মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রী কমলকুমার ঘটক	২,৫০০/
২২.	ডিপার্টমেন্ট অব্ সোশিওলজি ফাউণ্ডেশান ফাণ্ড	শ্রী প্রশান্ত রায়	৫,০০০/
২৩.	তারাপদ মুখার্জি মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রী অশোককুমার মুখার্জি	৫,০০০/
২৪.	মনোরঞ্জন মিত্র মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রী মণীন্দ্রচন্দ্র মিত্র	১০,০০০/
২৫.	বিভূতিভূষণ সেন মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রী মণীন্দ্রচন্দ্র মিত্র	১০,০০০/
২৬.	অরিজিৎ সেনগুপ্ত মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রীমতী আরতি রায়	১২,০০০/
২৭.	অখিল ভারতীয় প্রগতিশীল সুলতানপুর সমাজ ফাণ্ড	অখিল ভারতীয় প্রগতিশীল সুলতানপুর সামাজ	৫,০০০/
২৮.	অপরাজিতা মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রী দিলীপকুমার চক্রবর্তী	৫,০০০/
২৯.	ড. সতীনাথ বাগচী মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রী প্রতুলকুমার বাগচি	৫,০০০/
৩০.	ড. হরপ্রসাদ মিত্র মেমোরিয়াল ফাণ্ড	ড. নমিতা মিত্র	৫,০০০/
৩১.	ড. প্রবাসজীবন চৌধুরী মেমোলিয়াল ফাণ্ড	শ্রীমতী আশাবরী চৌধুরী, ঋতাবরী রায়, শ্রীমতী রুচিরা মজুমদার	৪,০০০/
৩২.	নীরদবরণ বক্সী মেমোরিয়াল ফাণ্ড		৬,৫০০/
৩৩.	প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ মেমোরিয়াল ফাণ্ড		৪,০০০/
৩৪.	স্বপ্ন সাহা মেমোরিয়াল ফাণ্ড		১,০০০/

ক্রমিক সংখ্যা	অছি তহবিলের নাম	দাতার নাম	অর্থের পরিমাণ
৩৫.	বিজয় মেমোরিয়াল স্কলারশিপ ফাণ্ড		১০,৯০০/
৩৬.	প্রো পি. সি. মহলানবিশ ফাণ্ড	রাশিবিজ্ঞান পুর্নমিলন উৎসব কমিটি ১৯৭৪	৪,২০০/
৩৭.	ধ্রুব দাস অ্যাথলেটিক ফাণ্ড		৯৫০/
৩৮.	ডোনেশন ফ্রম স্যাডলার হল		১,১০০/
৩৯.	কার্তিকচন্দ্র মল্লিক মেমোরিয়াল ফাণ্ড		১,৩০০/
৪০.	বি. সি. দাস, স্কলারশিপ ফাণ্ড		১৮,৫০০/
৪১.	চন্দ্রনাথ মৈত্র মেডাল ফাণ্ড		৫০০/
৪২.	প্রেসিডেন্সি কলেজ এ্যাসেম্বলি হল ফাণ্ড		৩,০০০/
৪৩.	আনক্লেমড ডিপোজিট মানি ফাণ্ড		১,৯০০/
৪৪.	স্যার আশুতোষ মেমোরিয়াল ফাণ্ড		১,৭০০/
৪৫.	কুরুভিল্লা জ্যাকরিয়া মেমোরিয়াল ফাণ্ড		৪,৬০০/
৪৬.	জে. সি. নাগ মেমোরিয়াল ফাণ্ড		৬০০/
৪৭.	বাণী বসু মেমোরিয়াল প্রাইজ ফাণ্ড		১,৯০০/
৪৮.	কুঞ্জবিহারী বসাক মেমোরিয়াল ফাণ্ড		২০০/
৪৯.	মহারাজ গোয়ালিয়র মেডাল ফাণ্ড		৯০০/
৫০.	সিন্ধিয়া সিলভার মেডাল ফাণ্ড		৩,৫০০/
৫১.	প্রেসিডেন্সি কলেজ গ্রাজুয়েট স্কলারশিপ ফাণ্ড		৪,৭০০/
৫২.	প্রেসিডেন্সি কলেজ গ্রাজুয়েট স্কলারশিপ ফাণ্ড		১,৬১,০০০/
৫৩.	অরুণ সরকার মেমোরিয়াল ফাণ্ড		৩০০/
৫৪.	অ্যাসট্রোনমিক্যাল সোসাইটি অব ইণ্ডিয়া ফাণ্ড		১,০০০/
৫৫.	চন্দ্রনারায়ন গোল্ড মেডাল		১,৫০০/
৫৬.	বি. সি. লাহা ফ্রি স্টুডেন্ট শিপ		৮,০০০/
৫৭.	গিরীশচন্দ্র দেব প্রাইজ ফাণ্ড		৮০০/
৫৮.	এইচ্ শীল কবিরত্ন মেমোরিয়াল ফাণ্ড		৪০০/
৫৯.	রায় বাহাদুর দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ফাণ্ড		২,০০০/
৬০.	কানিংহাম মেমোরিয়াল ফাণ্ড		২,৭০০/
৬১.	আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় স্কলারশিপ ফাণ্ড		১০,৩০০/
৬২.	(১) টি. এস. স্টার্লিং-স্টাইপেণ্ড ফাণ্ড	প্রো টি. এস. স্টার্লিং	৩,৩০,০০০/
৬৩.	(২) টি. এস. স্টার্লিং পুওর ফাণ্ড	প্রো টি. এস. স্টার্লিং	৬৩,৭০০/
৬৪.	প্রিন্সিপাল, প্রেসিডেন্সি কলেজ ফাণ্ড		৪,২৫,০০০/
৬৫.	চারুচন্দ্র ঘোষ মেমোরিয়াল ফাণ্ড		১,৫০০/
৬৬.	শ্যামাপদ ভট্টাচার্য মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রী অজিত কুমার ভট্টাচার্য	৫,০০৩/
৬৭.	নীতিশচন্দ্র চক্রবর্তী মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রী দেবাঞ্জন চক্রবর্তী	২,৫০০/
৬৮.	নরেশচন্দ্র চক্রবর্তী মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রী দেবাঞ্জন চক্রবর্তী	২,৫০০/
৬৯.	লীলাবতী রায় মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রী দেবাঞ্জন চক্রবর্তী	২,৫০০/
৭০.	পার্থসারথি গুপ্ত মেমোরিয়াল ফাণ্ড	ড. পরিমলকৃষ্ণ সেন	১০,০০০/
৭১.	ইলা মুখোপাধ্যায় মেমোরিয়াল ফাণ্ড	ড. অমলকুমার মুখোপাধ্যায়	৬,০০০/

ক্রমিক সংখ্যা	অছি তহবিলের নাম	দাতার নাম	অর্থের পরিমাণ
৭২.	রাজশেখর বসু মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রী দীপঙ্কর বসু	২৫,০০০/
৭৩.	অজয়চন্দ্র ব্যানার্জি মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রীমতী মঞ্জু ব্যানার্জি	১৫,০০০/
৭৪.	চন্দন ভট্টাচার্য মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রীমতী অতসী ভট্টাচার্য	৬.০০০/
৭৫.	ইউ. এন্. ঘোষাল মেমোরিয়াল ফাণ্ড		১,৫০০/
৭৬.	অপরাজিতা চট্টোপাধ্যায় মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রী অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমতী পূরবী চট্টোপাধ্যায়	৫,০০০/
৭৭.	সুশীলকুমার ব্যানার্জি মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রীমতী রানু ব্যানার্জি ও শ্রীমতী পূরবী মুখার্জি	৩০,০০০/
৭৮.	অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রী রবিব্রত মুখার্জি ও শ্রীমতী পূরবী মুখার্জি	১০,০০০/
৭৯.	অহিভূষণ চ্যাটার্জি মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রী সম্প্রীত চ্যাটার্জি	২০,০০০/
৮০.	ভোলানাথ দাস মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রী অভিজিৎকুমার দাস শ্রী নারায়ণ চন্দ্র শ্রী শ্যামাপদ দাস ও শ্রী বিশ্বনাথ দাস	৫,০০০/
৮১.	প্রেসিডেন্সি কলেজ ম্যাগাজিন এন্ডাউমেন্ট ফাণ্ড		৪০,০০০/
৮২.	প্রেসিডেন্সি কলেজ ফাণ্ড ফর কলেজ ফাংশন, সেমিনার্স্		৩৫,০০০/
৮৩.	অ্যানুয়েন্স প্রাইজেস্ ইন জিওগ্রাফি ভূগোল বিভাগ		৭,৫০০/
৮৪.	রামানুজ পাট্টু আয়েঙ্গার মেমোরিয়াল ফাণ্ড	শ্রীমতী সরযূ আয়েঙ্গার	৫,০০০/
৮৫.	প্রয়াত মাখন লাল সরকার প্রাইজ ফাণ্ড	শ্রীমতী মঞ্জরী বসু	৫,০০০/
৮৬.	প্রয়াতা বিভাবতী সরকার প্রাইজ ফাণ্ড	শ্রীমতী মঞ্জরী বসু	৫,০০০/
		মোট	১৬,৭২,২৫০/

পরিশিষ্ট ৪

বিভিন্ন বিভাগের বিবিধ গবেষণা প্রকল্পের তালিকা

উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ

ড. বরুণ চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় ও ড. জলদবরণ দাস (বনগাঁ দীনবন্ধু মহাবিদ্যালয়) এর সহনির্দেশনায় শ্রী দীনেশ হালদার Folicoculous hypomycetous Fungi of West Bengal সম্বন্ধে গবেষণায় লিপ্ত রয়েছেন। পি-এইচ. ডি ডিগ্রীর জন্য গবেষণামূলক থিসিস খুব শীগগির জমা পড়তে চলেছে।

ড. সুবীর বেরা বর্তমানে নিম্নোক্ত গবেষণা প্রকল্পের সাথে যুক্ত আছেন।

1. Biostratigraphic Correlation and Palaeoenvironment of deposition of Ganga Basin with special refernce to hydorcarbon exploration. [DST (New Delhi)-এর আর্থিক সহায়তায় এবং অধ্যাপিকা ড. মঞ্জু ব্যানার্জি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সহযোগে]

2. Melissopalynological investigations of natural honey samples from Sikkim and sub-Himalayan West Bengal. (ড. অভয়পদ দাস, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষক ছাত্র শ্রী সমীরকুমার মুখোপাধ্যায়, কালিম্পং কলেজ সহযোগে)।

3. Melissopalynological studies of honey samples from sal forested areas of West Bengal. (গবেষক ছাত্র শ্রী আনন্দমোহন মুখোপাধ্যায় সহযোগে)।

4. Recognition of major necter and pollen sources of natural honey samples from lower gangetic plains, India. (ড. প্রশান্তকুমার সেন, বঙ্কিম সর্দার কলেজ, ক্যানিং ও গবেষক ছাত্র শ্রী দেবাশিস জানা, শ্রীপৎ সিং কলেজ, বহরমপুর সহযোগে)।

5. Seedcoat morphography and anatomy of some Indian Gymnosperms and their taxonomic implications. [ড. আশালতা ডি রোজারিও, নরসিংহ দত্ত কলেজ, হাওড়া ও গবেষিকা ছাত্রী শ্রীমতী জয়ন্তিকা করাতি সহযোগে।]

প্রাণিবিদ্যা

ড. দিলীপকুমার চক্রবর্তী

(১) Studies on ecology, zoogeography and biodiversity of Oribatid mites of North Eastern India (Researcher : Saikat Sarkar).

(২) Morphotaxonomic studies on Oribatid mites of North Eastern India (Researcher : Sarbani Bhattacharyya).

ড. সুজিতকুমার দাশগুপ্ত (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত)

(১) Studies on the biosystematics of *Culicoides* (Sponsor : DST).

ড. পীযূষকান্তি সাহা

(১) Studies on the biodiversity of Forcipomyian insects in India.

ড. দেবপ্রসাদ চক্রবর্তী

(১) Limnological investigations with special reference to the micor- and macroscopic invertebrate diversity of the Shola blocks of the Western

Ghat range (Collaborator : Dr. K. K. Banerjee; Communicated to Dept. of Environment, Govt. of India).

ড. সুব্রতকুমার দে

(১) Cytogenetic and moleculalr study of patients with Down's syndrome (Collaborators : Calcutta Medical College and Saha Institute of Nuclear Physics).

(২) Heavy ion-induced chromosomal instability in Chinese hamster cells (Under negotiation with Nuclear Science Centre, New Delhi).

ড. কমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

(১) Studies on the biodiversity in the forests of Arunachal Pradesh (Collaborators : Hooghly Mohsin College and Krishnanagar Govt. College).

(২) Limnological investigations with special refernce to the micro and macroscopic invertebrate diversity of the Shola blocks of the Western Ghat range (Collaborator : Dr. D. P. Chakrabarti).

ড. প্রবাল দে

(১) Studies on the acephaline gregarine fauna of Oligochaete annelids of West Bengal.

(২) Bio-ecology of malaria in some rural and urban areas of West Bengal (Collaborators : Dr. R. Ray and Dr. A. K. Mukherjee).

ড. ত্রিলোচন মিদ্যা

(১) Cytogenetic categorization of the species of Chironomids available in West Bengal through study of their polytene chromosomes (sponsor : UGC; Researcher : Basuli Maitra).

(২) Study on the seasonal changes and differentiation in the gonads of toads and frogs (Researcher : Kamalkrishna Paul).

(৩) Attempts to induce spermatogenesis in mammals through natural products.

ড. রূপেন্দু রায়

(১) Investigations on the blood parasites of cold-blooded vertebrates.

(২) Bio-ecology of malaria in some rural and urban areas of West Bengal, (Collaborators : Dr. P. Dey and Dr. A. K. Mukherjee; Communicated to DST).

(৩) Haematological studies in normal and parasitised anurans (Collaborator : Dr. N. K. Sarkar, Dhriti Banerjee etc.).

ড. নির্মলকুমার সরকার

(১) Studies on the physiological effects of arsenic toxicity in Laboratory rodents (Researcher : Pramiti Munsi).

(২) Haematological studies in normal and parasitised anurans (Collaborators : Dr. R. Ray, Dhriti Banerjee etc.

(৩) Studies on the biotoxicity of tannnery effluents of Calcutta (Under negotiation with Leather Forum, Calcutta).

ড. সুমিত হোমচৌধুরী

(১) Anatomical and biochemical analysis of digestive efficiency of the shrimp, Netapenaeus monoceros (Sponsor : LPBT, Calcutta; Senior Research Scholar :Aniruddha Jha).

(২) Biochemical analysis of digestive efficiency of some bony fishes (Researcher : Rahul Kumar Datta).

রসায়ন

অধ্যাপক সঞ্জীব ঘোষ

Research Project (CSIR) : "Studies of Photoinduced Energy Transfer/ Electron Transfer in Aromatic Unit Linked Crown Ether/Cryptand metal ion complexes and in Proteins".

Research Group : Dr. Rina Dutta (Lecturer in Serampur College and Guest teacher for P. G. Course in Chemistry at Presidency College). Dr. Maitrayee Basu Roy (Research Associate, CSIR) Dr. Mausumi Chatterjee (Research Associate, CSIR) Shampa Mondol (Part-time Research scholar) Surajit Bhattacharyya (Part-time Research scholar)

অধ্যাপক মুকুল বিশ্বাস

Preparation and Evaluation of Nanocomposites based on some Heterocyclic Polymers

JRF associated with the project : Suprakas Sinha Ray,

ড. গুরুচরণ মুখোপাধ্যায়

Synthesis, Characterisation and structural study of metal complexes of some unsymmetrical ligands.

অধ্যাপক দীপককুমার মণ্ডল

(i) Project Title : Folding of galactose-specific plant lectins. Sponsoring agency : DST Govt. of India. Research scholar : Mrs. Manjir Ghosh (JRF), Mr. Susanta Ghosh.

(ii) Project Title : Folding of B-sheet proteins—studies with glucose/ mannose-specific plant lectius. Sponsoring Agency : UGC. Research Scholar : Mr. Anindya Chatterjee (Project fellow)

অধ্যাপক হিমাংশুরঞ্জন দাস

Studies on Chemical and Physiological aspects of Pb-compounds in ecosystem (U.G.C.). Research Student : Sanjib (JRF)

অধ্যাপক গৌতম চট্টোপাধ্যায় (কৃষ্ণনগর কলেজ, নদীয়া)

Synthetic Studies on Theophylline-synthesis of compounds related to 4(5)-aminoluidazole-5(4)-Carboximide (Minor Research Project, U.G.C.)

ভূতত্ত্ব বিভাগ

অধ্যাপক গৌরীশংকর ঘটক

(1) Thermotectonic modelling through P-T-t history of granulites of Chhotanagpur (UGC Major Research Scheme)

2. Granulites of Chhotanagpur Gneissic Complex (UNESCO-IGCP 368)

3. Petrology and Geochemistry of Quaternary Ash Beds (UNESCO-IGCP 347).

4. Geology of Holenarsipur Greenstone Belt (with Alok Misra).

5. Management of Land Erosion & Microplan Formulation (WB, DST).

অধ্যাপক হরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

(1) Sedimentation and ore-genesis in Cuddapah Basin (UGC-SAP).

(2) Study of Proterozoic metasediments along the southern margin of Singhbhum Foldbelt, spanning Seraikeda and Kudada.

(3) Study on sulphide mineralisation of Agni Kundala Sulphide Belt, Cuddapah Basin, Andhra Pradesh (CSIR).

ড. প্রদীপকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

Evolving Orogen of Eastern Himalaya : Precambrian to Late Tertiary Perspective (DST) with Smt. Asima Pal.

শ্রী দেবকুমার দাশগুপ্ত

Geochemical and geochronological studies of alkaline emplacements within Decccan Volcanic Province.

ড. অনীশকুমার রায়

(1) Geochemistry and isotope studies of Paleogene carbonates of Kachcha, Gujarat (DST, jointly with ISM, Dhanbad).

(2) Quaternary deposits of South Bengal (jointly with CSME).

শ্রী প্রদ্যোৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রী আনন্দ চক্রবর্তী

Tectonostratigraphic, geochemical evolution of supra-crustal rocks around Bonai Granite massif.

শ্রী প্রদ্যোৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

(1) Chronology of metamorphic events in Darjeeling Himalaya. (সহযোগী, ড. এ আর বসু, ই এস এ)

(2) Petrology-geochemistry of the Morvalley Charnockic anorthesite (সহযোগী, ড. এস এস সরকার, দুর্গাপুর)

শ্রী প্রবীর দাশগুপ্ত

Sedimantation of Lower Gondwana rocks of Jharia Basin with speical reference to its bearing on sedimentation pattern (DST)

ড. অলোকেশ চট্টোপাধ্যায় ও গৌতম ঘোষ

Structural studies of Cuddapah Basin (UGC-SAP).

ড. অরিজিৎ রায়

Petrogenesis of Proterozoic acid and basic volcanic rocks of Dongargarh Supergroup.

শ্রী জয়দীপ মুখোপাধ্যায়

(1) Carbonate platform evolution : Proterozoic Penganga Group, Pranhita-Godavari Valley, A.P.

(2) Stratigraphy and sedimentological analysis of Proterozoic Indravati Group, Bastar, M.P.

(3) Fabric evolution and origin of Proterozoic bedded chart.

শ্রী সিদ্ধার্থ সেনগুপ্ত

Environmental management studies.

শারীরবিদ্যা

অধ্যাপক চন্দন মিত্র

(1) Arsenic toxicity : a physiological approach towards better management of the problem. (DST project) (Continued).

(2) Stress and pathogenesis of hypogonadal osteoporosis : a correlative sutdy. (UGC project) (continued).

অধ্যাপক পৃথ্বীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(1) Characterization of a soluble factor(s) form sub-maxillary gland of rat and its specific role in female reproduction and fertility control. (continued) (UGC).

অধ্যাপক হিমাংশু দাসের (রসায়ন বিভাগ) সহযোগে

(1) Studies on chemical and physiological aspects of bad compounds in the Ecological system.

অধ্যাপক দেবাশিস সেন

(1) Prevalent traffic noise in various cross-sectional areas of Calcutta—its physical characterization and audiometric studies (continued).

অধ্যাপক অঞ্জন বিশ্বাস ও দেবাশিস সেন

(1) Health assessment of residence surrounding industrial areas of Calcutta (C.M.D.A. Project).

পরিশিষ্ট ৫

বিভিন্ন বিভাগে আয়োজিত আলোচনাচক্র ও বক্তৃতা

অর্থনীতি

Capital Account Convertibility বিষয়ে আলোচনাচক্র : বক্তা শ্রী রজনীশ গুপ্তা এবং শ্রী সমীর সুদ 11M জেকা।

Diverse Aspects of Dr. Amartya Sen বক্তা শ্রী তাপস মজুমদার, শ্রী অনুপ সিনহা ও শ্রী সত্যরঞ্জন চক্রবর্তী।

ইংরেজি বিভাগ

২৯.১.৯৮ বক্তা Dr. Alastair Niven Director of Literature, British Council Division বিষয় ঃ Multi-Cultural Perspectives in Contemporary British Literature.

২৩.৩.৯৮ বক্তা শ্রীনীলাদ্রি চ্যাটার্জি, লেকচারার কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়। বিষয় : 'Romantic Poetry : a New Look'

২৮.৪.৯৮ বক্তা ড. সুকান্ত চৌধুরী, অধ্যাপক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। বিষয় : Shakespeare's Text.

১৬.৯.৯৮ বক্তা অধ্যাপক অশোক মুখোপাধ্যায়, নাট্য বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। বিষয় : ব্রেখট শতবার্ষিকী শ্রদ্ধাঞ্জলি।

২৩.১১.৯৮ বক্তা Joe Winters কবি ও প্রবন্ধকার। বিষয় : Own's Strange Meeting and Eliot's Marina.

৩০.১১.৯৮ : ৭.১২.৯৮ : ১৪.১২.৯৮ : ২১.১২.৯৮ : ড. শান্তা দত্ত, সিনিয়র লেকচারার রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। বিষয় : Hordy and The Return of the Native.

১৯.১২.৯৮ আলোচনা চক্র : দ্য লিরিকাল ব্যালাডস্ প্রকাশের দ্বিশত বার্ষিকী। বক্তা অধ্যাপক বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় (অবসর প্রাপ্ত) যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। অধ্যাপক দীপেন্দু চক্রবর্তী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ড. মালবিকা সরকার, রিডার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিভাগের ছাত্র-ছাত্রী অম্লানজ্যোতি দাস, সঞ্জিতা রায় (দ্বিতীয় বর্ষ), উপালী ঘোষ, ঈপ্সিতা দেব, বিদিশা বসু, সোনালি চৌধুরী, সৌম্য দাশগুপ্ত (প্রথম বর্ষ)।

ইতিহাস

প্রতাপচন্দ্র সেন স্মারক বক্তৃতা দেন ব্রায়ান হ্যাচার। বিষয় : উনবিংশ শতকে বাংলার নবজাগরণ ও ইতিহাসচর্চা। সুশোভন সরকার স্মারক বক্তৃতা দেন অধ্যাপক গৌতম চট্টোপাধ্যায়। তাঁর বিষয় : সর্বহারা বিপ্লবের জয়শঙ্খ।

দর্শন

যুক্তি বিজ্ঞান বিষয়ে : অধ্যাপক রমাপ্রসাদ দাস ও 'সমাজে নৈতিক মূল্যের স্থান বিষয়ে জোকার IIM-এর প্রাক্তন অধ্যাপক এস. কে. চক্রবর্তী।

পদার্থবিদ্যা

কুলেশচন্দ্র কর স্মারক বক্তৃতা দেন অধ্যাপক অমলকুমার রায়চৌধুরী। তাঁর বিষয় : The Big Bang, Black Holes, The Beginning and the end of tima.

কুলেশচন্দ্র কর শতবার্ষিকী বক্তৃতা দেন শ্রী অশোক সেন FRS. তাঁর বিষয় ঃ On the Unification of Physics.

প্রাণিবিদ্যা

১। The marvels of the Antarctic : ড. আশিস কুমার হাজরা, ডেপুটি ডিরেক্টর, জুলজিকাল সার্ভে অফ্ ইণ্ডিয়া এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আন্টার্কটিকা অভিযাত্রী।

২। Resurgence of malaria in West Bengal and some suggestive control measures : ড. অশোক কুমার মুখোপাধ্যায়, প্রখ্যাত পরজীবিবিদ্ ও ডেপুটি ডিরেক্টর, কেন্দ্রীয় সরকারী স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর, কলিকাতাস্থ আঞ্চলিক শাখা।

বাংলা

অথর, অথরিটি ও টেক্সট সংক্রান্ত আলোচনা : বক্তা শিবাজি বন্দ্যোপাধ্যায়, তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

কবির সময় : বক্তা ড. বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

ভূতত্ত্ব বিভাগ

১। অধ্যাপক অজিত কুমার সাহা স্মারক বক্তৃতা, ১৯৯৮ : ড. শুভ্রাংশু কুমার আচার্য, ডিরেক্টর জেনারাল, জিয়লজিকাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া।

২। অধ্যাপক সন্তোষকুমার রায় স্মারক বক্তৃতা, ১৯৯৮ : ড. দেবশংকর ভট্টাচার্য, ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অভ টেকনোলজি, খড়্গপুর (অবসর প্রাপ্ত) : Inversion of metamorphic isograds.

৩। শ্রী রুদ্রদীপ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রাক্তন ছাত্র : Petroleum Exploration—Principles & Prospects.

রাশিবিজ্ঞান

৩রা জানুয়ারি (১৯৯৮) আয়োজিত আমেরিকায় রাশিবিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষার সুযোগ, গবেষণার গতি-প্রকৃতি, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পঠন-পাঠনে ভারত ও আমেরিকার অবস্থার তুলনা ইত্যাদি সম্বন্ধে এক আলোচনায় অংশ নেন নর্থ ক্যারোলিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. প্রণবকুমার সেন এবং ফ্লোরিডা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট অধ্যাপক ড. মলয় ঘোষ ও তাঁর পুত্র শ্রীমান দেবাশিস ঘোষ, লণ্ডন স্কুল অভ ইকনমিকস-এর গবেষক শ্রী সঙ্কর্ষণ বসু এবং বিভাগের কিছু প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষক।

প্রাক্তন ছাত্র অস্ট্রেলিয়ার Monash University'র সিদ্ধেশ্বর রায় ১৬ই ফেব্রুয়ারি বিভাগে Bhattucharyya Coefficient : An Application in Image Processing বিষয়ে একটি বক্তৃতা দেন।

শারীরবিদ্যা

১। Prospects of studying Physiology at undergraduate level in World perspective : ড. অঞ্জন গুহঠাকুরতা, ডিপার্টমেণ্ট অফ্ মলিকিউলার এণ্ড সেলুলার বায়োলজি, হাভার্ড ইউনিভার্সিটি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

২। অধ্যাপক নরেন্দ্রমোহন বসু স্মৃতিরক্ষা কমিটির বিশেষ সভা ও আলোচনা-চক্র।

৩। The role of a physiologist in Industry and Designing : ড. গৌরগোপাল রায়, অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, আর্গোনমিক্স বিভাগ, শ্রমসংক্রান্ত পরিকল্পনা কেন্দ্র, মুম্বাই আই. আই. টি, মুম্বাই।

৩। The role of a physiologist in Toxicological Research : ড. শ্যামল দাশগুপ্ত, এগ্‌জিকিউটিভ সেক্রেটারি, ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস সমিতি ও প্রাক্তন ডেপুটি ডাইরেক্টর ও বিভাগীয় প্রধান, ডিপার্টমেণ্ট অফ্ টক্সিকোলজি, ডিফেন্স রিসার্চ অ্যাণ্ড ডেভেলপমেণ্ট এস্‌টাবলিশমেণ্ট, গোয়ালিয়র।

হিন্দি

বিজ্ঞানের যুগে কবিতার ভবিষ্যৎ বিষয়ে সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন ভারতীয় সংস্কৃতি সংসদের অধিকর্তা আচার্য অক্ষয় চন্দ্র শর্মা ও প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান ড. বিবেকানন্দ দেব।

পরিশিষ্ট ৬

বিভিন্ন বিভাগে আগত গবেষক-অধ্যাপক অতিথি

অর্থনীতি

শ্রী রজনীশ গুপ্ত

শ্রী সমীর সুদ

শ্রী তাপস মজুমদার

শ্রী অনুপ সিন্‌হা

শ্রী সত্যরঞ্জন চক্রবর্তী

ইংরেজি

Dr. Alastair Niven

শ্রী নীলাদ্রি চট্টোপাধ্যায়

ড. সুকান্ত চৌধুরী

শ্রী অশোক মুখোপাধ্যায়

Joe Winters

ড. শান্তা দত্ত

শ্রী বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

শ্রী দিব্যেন্দু চক্রবর্তী

ড. মালবিকা সরকার

ইতিহাস

Mr. Brian Hatcher

শ্রী গৌতম চট্টোপাধ্যায়

শ্রী রমাপ্রসাদ দাস

শ্রী এস. কে. চক্রবর্তী

পদার্থবিদ্যা

ড. অমলকুমার রায়চৌধুরী

শ্রী অশোক সেন

প্রাণিবিদ্যা

১। ড. আশিসকুমার হাজরা, ডেপুটি ডিরেক্টর, জুলজিকোল সার্ভে অফ্ ইণ্ডিয়া।

২। ড. অশোককুমার মুখোপাধ্যায়, ডেপুটি ডিরেক্টর, কেন্দ্রীয় সরকারি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর, কলিকাতাস্থ আঞ্চলিক শাখা।

৩। ড. হিমাংশু ব্যানার্জি, রিডার, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, হুগলি মহসিন কলেজ।

৪। ড. শুভ্র মুখার্জি, রিডার, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, হুগলি মহসিন কলেজ।

৫। ড. ভানুচন্দ্র নন্দী, রিডার, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, কৃষ্ণনগর কলেজ।

৬। প্রফেসর বিশ্বপতি দাশগুপ্ত, এমেরিটাস্ বিজ্ঞানী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

বাংলা

অধ্যাপক শিবাজি বন্দ্যোপাধ্যায়, তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

ড. বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক।

ভূতত্ত্ব বিভাগ

অধ্যাপক মাসারু ইয়োশিদা, ওসাকা সিটি বিশ্ববিদ্যালয়, জাপান।

অধ্যাপক সুনিও সোমা, তোয়ামা বিশ্ববিদ্যালয়, জাপান।

ড. মেই হুয়ালিন, তিয়ানজিন ইনস্টিটিউট অভ জিয়োলজি, চীন।

ড. ভিক্টর কোভাচ, ইনস্টিটিউট অভ জিয়োক্রনোলজি অ্যাণ্ড জিয়োকেমিস্ট্রি, সেন্ট পিটার্সবার্গ, রাশিয়া।

অধ্যাপক আশিসরঞ্জন বসু, রচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়, ইউ এস এ

অধ্যাপক মাধব শর্মা, রেক্টর, ত্রিভুবন বিশ্ববিদ্যালয়, নেপাল।

রাশিবিজ্ঞান

১। অধ্যাপক প্রণবকুমার সেন, নর্থ ক্যারোলিনা বিশ্ববিদ্যালয় আমেরিকা।

২। অধ্যাপক মলয়কুমার ঘোষ, ফ্লোরিডা (গেমসভিল) বিশ্ববিদ্যালয়, আমেরিকা।

৩। ড. সিদ্ধেশ্বর রায়, মনাশ বিশ্ববিদ্যালয়, অস্ট্রেলিয়া।

শারীরবিদ্যা

১। ড. অঞ্জন গুহঠাকুরতা, ডিপার্টমেণ্ট অফ্ মলিকিউলার এণ্ড সেলুলার বায়োলজি, হাভার্ড ইউনিভার্সিটি, হাভার্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

২। ড. গৌরগোপাল রায়, অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, আর্গোনমিকস বিভাগ শ্রম সংক্রান্ত পরিকল্পনা কেন্দ্র, মুম্বাই আই. আই. টি., মুম্বাই।

৩। ড. শ্যামল দাশগুপ্ত, এগজিকিউটিভ সেক্রেটারি, ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস সমিতি ও প্রাক্তন ডেপুটি ডাইরেক্টর ও বিভাগীয় প্রধান, ডিপার্টমেন্ট অফ্ টক্সিকোলজি, ডিফেন্স রিসার্চ অ্যাণ্ড ডেভেলপমেণ্ট এস্টাব্লিশমেন্ট, গোয়ালিয়র।

হিন্দি

আচার্য অক্ষয় চন্দ্র শর্মা অধিকর্তা ভারতীয় সংস্কৃতি সংসদ।

ড. বিবেকানন্দ দেব, প্রাক্তন অধ্যাপক প্রেসিডেন্সি কলেজ।

ড. মুক্তেশ্বরনাথ তেওয়ারি, বিশ্বভারতী।

ড. শ্রীমতী ইন্দু যোশী, জয়পুরিয়া কলেজ।

ড. পঞ্চানন মিশ্র, প্রাক্তন ডিন, ভাগলপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

ড. নীলমোহন সিং, বাঁকা পি. বি. এস কলেজের অধ্যক্ষ।

পরিশিষ্ট ৬

বিভিন্ন বিভাগের অধ্যাপকদের প্রকাশিত গ্রন্থ ও গবেষণামূলক প্রবন্ধ

ইংরেজি

শ্রী তীর্থপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

১। বিশ ও ত্রিশের দশকের বাঙালি দার্শনিক, দেশ-সেপ্টেম্বর ৫, ১৯৯৮।

২। প্লেটো ও ইয়োরোপীয় আর্ট : রক্তকরবী ১৯৯৮ বার্ষিক সংখ্যা।

৩। তোমার সৃষ্টির পথ।

ইতিহাস

রজতকান্ত রায়

Indian Society and the establishment of British supremacy in India in Oxford History of British Empire cd. by P. J. Marshal.

বেঞ্জামিন জ্যাকারায়া, সুভাষরঞ্জন চক্রবর্তী ও রজতকান্ত রায়

Presidency College : An Unfinished History in knowledge, Power & Politics ed. by Mushirul Hasan (new Delhi) 1998.

অমিতকুমার মুখোপাধ্যায়

ঊনবিংশ শতকে (১৮৩৫—১৮৯২) প্রাচ্যশিক্ষার অবক্ষয় : অনুষ্টুপ; প্রাক্-শারদীয় সংখ্যা, ১৪০৫।

উদ্ভিদবিদ্যা

ড. অশোককুমার দাশ

1. Identification of plant pathogens on cash crops of the hill areas of Darjeeling and its biological control.

[বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জরী কমিশনের আর্থিক সহায়তায় এবং অধ্যাপক অভিজিত ব্যানার্জি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় সহযোগে]

2. Phytopathogenic fungi of cash crops from Darjeeling hills.

[প্রবন্ধটি প্রকাশনার জন্য Journal of Hill Research Gangtok, Sikkim-এ গৃহীত হয়েছে। প্রকাশনার পথে] ড. অভিজিৎ ব্যানার্জি, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় সহযোগে।

3. Two New Species of Clodosporium from India.

প্রবন্ধটি প্রকাশনার জন্য Australasian Plant Pathology, Australia-য় পাঠানো হয়েছে, এখন প্রকাশনার পথে।

4. Two More Dematiaceous fungi from West Bengal—Journal of Mycopathological Research 35(1) : 59-62 (1997-98)

[ড. জলদবরণ রায়, অধ্যক্ষ দীনবন্ধু মহাবিদ্যালয়, বনগাঁও, ড. বরুণ চট্টোপাধ্যায়, প্রাক্তন রিডার, প্রেসিডেন্সি কলেজ এবং শ্রী দীনেশ হালদারের সহযোগে]

ড. সুবীর বেরা

1. A preliminary report on spore morphology of some ferns from Darjeeling Himalayas, West Bengal. J. Nat. Bot. Soc., 50(1 & 2) : 35-46. (1998). [শ্রী কিশোর কুমার থাপা, কালিম্পং সহযোগে]

2. A melittopalynological investigation of *Apis cerana indica* Fabr. Summer honeys from Sikkim and Sub-Himalayan West Bengal, India.

J. Palynol, 33 : 209-218 (1998) [শ্রী সমীর কুমার মুখোপাধ্যায়, ড. অভয় পদ দাস ও ড. শ্রী লেখা দে সহযোগে]

3. A note on Bracken—*Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn as to its impacts on biological systems. Sci & Cult. 102-103 (1998). [ড. নারায়ণ ঘোড়ই, হুগলি মহসিন কলেজ, সহযোগে]

4. Record of Zoocecidia on leaves of *Glossopteris browniana* Brongn. from Mohuda Basim, Upper Permian. Indian Lower Gondwana. Indian Biologist, XXX, no. 1 : 36-39 (1998) [অধ্যাপিকা ড. মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, সহযোগে]

5. Palynostratigraphy of Mesozoic sediments from Western Part of Bengal Basin, India. J. palynol, 33 : 36-86 (1998) [অধ্যাপিকা ড. মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সহযোগে]

6. Petrified Wood remains from Neogene sediments of Bengal basin, India with remarks on Palaeoecology. Palaeontographica, Abt. B. (Stuttgart, Germany) : in press. [অধ্যাপিকা ড. মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সহযোগে]

প্রাণিবিদ্যা

ড. দিলীপকুমার চক্রবর্তী

(১) Modern trends in Integrated Pest Management, Frontiers of Zoology. Proc. 3rd Refresher Course in Zoology, University of Calcutta.

(২) Some Oribatids (Acari : Oribatei) from the forest floors of Darjeeling. Proc. 86th Ind. Sci. Cong. (Co-authors : S. Sarkar, A. Basu and A. K. Das).

(৩) Some Assam Oribatids (Acari : Oribatei) and their associated fauna. Proc. 86th Ind. Sci. Cong. (Co-authors : S. Gupta, S. naskar, S. K. Mondal and R. Roy).

ড. সুজিতকুমার দাশগুপ্ত (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত)

(১) Some new species of *Hoffmania* Fox subgenus of Culicoides biting midges (Diptera : Ceratopogonidae) from Darjeeling. J. Beng. Nat. Hist. Soc., Vol. 16(2).

(২) Glimposes of the biodiversity of *Culicoides* insects (Diptera : Ceratopogonidae) in India. Proc. Nat. Sem. Environ. Biol.

ড. দেবপ্রসাদ চক্রবর্তী

(১) Hominid life-style and environmental depredations. Current Science (In press).

ড. কমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

(১) Check-list of the winter warblers of Indira Gandhi Wildlife Sanctuary and National Park. Sanctuary Asia (In press).

ড. সুব্রতকুমার দে

(১) Chromosomal rearrangement in hydroxyurea resistant cells derived from Chinese hamster V79 cells. Chromosome Information Service (Japan), Vol. 16.

ড. প্রবাল দে

(১) A preliminary survey of malaria in some areas of Jalpaiguri district North Bengal. Proc. 5th W. B. State Sci. Cong. (Co-authors : R. Ray, A. Bose and G. Bose).

(২) Recent epidemiological status of malaria in Calcutta Municipal Corporation area, West Bengal. Ind. J. Malariology, Vol. 34. (Co-authors : A. K. Mukhopadhyay, P. Karmakar and A. K. Hati).

ড. ত্রিলোচন মিদ্যা

(১) A comparative study of the seminiferous epithelium of *Bufo melanostictus* and *Euphlyctis hexadactyla.* Developmental Sci., Vol. 1. (Co-author : Kamalkrishna Paul).

(২) A study on the seminiferous epithelium of the reptile, *Varanas bengalensis.* Perspectives in Cytology and Genetics, Vol. 9. (Co-authors : K. K. Paul, B. Maitra and S. K. Ghosal).

(৩) Estimation of the duration of meiosis and spermiogenesis in the lizard, *Varanas bengalensis.* Perspectives in Cytology and Genetics, Vol. 9. (Co-authors : B. Maitra, K. K. Paul and S. K. Ghosal).

(৪) Morphological variation of the polytene chromosomes in different cells of salivary gland of Chironomus striatipenis. Trans. Zool. Soc. India, Vol. 2(2)-(Co-authors : B. Maitra, S. Midya and P. K. Choudhuri).

(৫) A comparative treatise on the polytene chromosomes from larvae of natural habitats and laboratory culture. Trans. Zool. Soc. India, Vol. 2(2) (Co-authors : B. Maitra and P. K. Choudhuri).

(৬) A technique for permanent squash preparation. Trans. Zool. Soc. India, Vol. 3(1). (Co-author : B. Maitra).

(৭) Technical report on cytotaxonomic categorization of the species of Chironomids in West Bengal. UGC Reports for 1998.

(৮) আয়ুষ্মান ভব : স্বাস্থ্যদীপিকা ৩৫ বর্ষ ৮ম সংখ্যা।

ড. রূপেন্দু রায়

(১) Studies on the blood parasites of fishes and amphibians and its importance in fishery and frogery management. Proc. Zool. Soc., Calcutta, Vol. 50(1).

(২) Blood picture in parasitisd bull frogs. J. Beng. Nat. Hist. Soc., Vol. 16(2). (Co-authors : N. K. Sarkar, D. Banerjee, S. Ganguly and S. Sil).

(৩) A report on Haemoproteus infection and associated blood picture in the Indian bull frog, *Rana tigrina*. Trans. Zool. Soc. India., Vol. 3(1). (Co-authors : N. K. Sarkar and D. Banerjee).

(৪) A preliminary survey of malaria in some areas of Jalpaiguri district. North Bengal. Proc. 5th W. B. State Sci. Cong. (Co-authors : P. Dey, A. Bose and G. Bose).

(৫) Multiple parasitic infection causes mortality in *Channa punctatus*. Proc. Nat. Symp. fin-fish and shell-fish farming. (Co-authors : S. Homechaudhuri and A. Jha).

(৬) Erythrocytic indices in some Indian Anurans. J. Beng. Nat. Hist. Soc., Vol. 17(2) (In press) (Co-authors : N. K. Sarkar, D. Banerjee, S. Sarkar and P. Munsi).

ড. নির্মলকুমার সরকার

(১) Haematological changes in buprenorphine treated mice. Folia biologica, (Poland), Vol. 45(4) (Co-author : Dhriti Banerjee).

(২) Melatonin action on thyroid activity in the soft-shelled turtle. *Lissemys punctata punctata*. Folia Biologica (Poland), Vol. 45(4) (Co-authors : S. Sarkar, S. Bhattacharyya and P. Das).

(৩) Blood picture in parasitised bull frogs. J. Beng. Nat. Hist. Soc., Vol. 16(2). (Co-authors : R. Ray, D. Banerjee, S. Ganguly and S. Sil).

(৪) An *in vitro* study of histamine-releasing action of buprenorphine. J. Beng. Nat. Hist. Soc., Vol. 16(2) (Co-authors : Dhriti Banerjee and Jayati Ray).

(৫) A report on Haemoproteus infection and associated blood picture in the Indian bull frog, *Rana tigrina*. Trans. Zool. Soc. India, Vol. 3(1) (Co-authors : Rupendu Ray and Dhriti Banerjee).

(৬) A study of renal function in buprenorphine-treated mice. J. Beng. Nat. Hist. Soc., Vol. 17(1). (Co-authors : Dhriti Banerjee and S. P. Bhattacharyya).

(৭) Some observations on the breeding biology of the cattle egret, *Bubulcus ibis coromandus*. J. Beng. Nat. Hist. Soc., Vol. 17(2) (In press) (Co-authors : A. Jha, D. Banerjee and S. Sarkar).

(৮) Erythrocytic indices in some Indian anurans. J. Beng. Nat. Hist. Soc., Vol. 17(2) (In press) (Co-authors : R. Ray, P. Munsi, D. Banerjee and S. Sarkar).

(৯) Estimation of gut amylase activity in different growth phases of the adult shrimp, *Metapenaeus monoceros*. Proc. 5th W.B. State Sci. Cong. (Co-authors : S. Homechaudhuri and A. Jha).

(১০) Ricketssial infection in the Himalayan salamander. Communicated to Russian Journal of Herpetology. (Co-authors : Biswapati Dasgupta and Ritwik Dasgupta).

ড. সুমিত হোমচৌধুরী

(১) Characterisation of erythropoietic cells in *Oreochromis miloticus* and *Cirrhinus mrigala*. Proc. 5th W. B. State Sci. Cong. (Co-authors : N. K. Sarkar and A. Jha).

(২) Estimation of gut amylase activity in different growth phases of the adult shrimp, *Metapenaeus monoceros*. Proc. 5th W. B. State Sci. Cong. (Co-authors : N. K. Sarkar and A. Jha).

(৩) Multiple parasitic infection causes mortality in *Channa punctatus*. Proc. Nat. Symp. fin-fish and shell-fish and shell-fish farming (Co-authors : R. Ray and A. Jha).

(৪) A technique to evaluate the erythropoietic efficiency in fish. Communicated to Asian Fisheries Science, Phillippines. (Co-author : Aniruddha Jha).

বাংলা

ড. প্রশান্তকুমার দাশগুপ্ত

১। বৌদ্ধ দর্শন ও রবীন্দ্রনাথ : রবীন্দ্র ভাবনা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৯৮/ দ্বাবিংশ বর্ষ /চতুর্থ সংখ্যা।

২। আকাদেমি বানান অভিধান—পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। সহ সংকলক পবিত্র সরকার ও অমিতাভ মুখোপাধ্যায়।

ড. হীরেন চট্টোপাধ্যায়

শংকর ও মহাশ্বেতা দেবী বিষয়ে দুটি প্রবন্ধ। রবীন্দ্রকাব্যের প্রথম পর্যায়ে প্রেম—দেশ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, গোধূলিমন, তথ্যকেন্দ্র পত্রিকা।

অধ্যাপক প্রলয় শূর

'মৃণাল সেন' নামে স্মারকগ্রন্থ সম্পাদনা

অধ্যাপক কৌশিক রায়চৌধুরী

'ব্রেষটের খোঁজে', নন্দন।

ড. আশিস সরকার

1. Sarkar, A and Ghosh, N. C. (1998) : Impact of natural resource base on IAD—a case study of North 24 Parganas district, W.B. Paper presented in *the 8th National Geographical Conference on 21st Century : Status of Geography and challenges ahead, March 11-13, 1998, Jahangirnagar University, Savar, Dhaka, BNGA, Abstract Volume-P. 23.*

2. Sarkar, A and Ghosh, N. C. (1998) : Management of Water Resource System in North 24 Parganas district, W.B., India—a spatial analysis. Paper presented in *the Annual Conference of Bangladesh Geographical Society, Dhaka University, June 19-20, 1998. Abstract Volume-P. 24.*

3. Sarkar, A and Sarkar, S. S (1998) : Quantitiative geomorphology of the Jhumri Tilaiya-Kodarma-Doranda watershed in Chotanagpur plateau, Indian Journal of landscape Systems, Ecology and Ekistics, Vol-21.

4. Sarkar, A and Ghosh, N. C (1998) : Inter-Block disparities in Human Resource Development—a case study of North 24 Parganas district, West Bengal, Paper presented in the *18th INCA International Congress on "Cartography in Action"*, December 15-18, Calcutta.

5. Sarkar, A and Das, S (1998) : Patterns of landuse : characteristics and correlates—a study of Hooghly district, West Bengal. Paper presented in the *18th INCA International Congress on "Cartography in Action"*, December 15-18, Calcutta.

6. Sarkar, A and Ghosh, N.C (1998) : Disparities in levels of agricultural development—a case study of North 24 Parganas district, West Bengal. Paper presented in the *National Seminar on "Environment and Sustainable Development"*, November 19-21, NBU, Darjilling.

7. Sarkar, A (1998) : R-mode Factor Analysis of the 2nd Order TDCN basin properties—a case study of the Lodham Khola basin, Eastern Himalayas, *Journal of Geography and Environmental Management, VU, Vol-2* (in press)

8. Sarkar, A (1998) : Orientation of the 011-TICNs in Lodham Khola basin, Eastern Himalayas *Journal of Indian Geographical Foundation,* (in press)

9. Sarkar, A (1998) : Composition, orientation and discrimination of drainage—a study in the BMB-CGC Complex in *Landform Processes and Environment Management* (Prof. M. K. Bandopadhyay Felicitation Volume)

10. Sarkar, A and Nayak, S (1998) : Bank Erosion by the Rupnarayan river—a study of geomorphological hazard. paper presented in the *International Symposium on "Changing Environmental Scenario in South Asia during the past five decades"*, December 19-21, ILEE, Calcutta.

ড. শাশ্বতী মুখোপাধ্যায়

1. S. Mookerjee (1998) : Society and Culture—scheduled caste community of Raghunathpur, Purulia Paper presented in the *International Symposium on "Changing Environmental Scenario in South Asia during the past five decades"*, December, 19-21, ILEE, Calcutta.

2. Mookherjee, S. 1997. 'Human Adaptation and Cultural Transformation'. A case study of Purulia. In Dimensions of Human Geography Ed-Hazra, J. Rawat Publications Jaipur, pp. 143-55.

3. Project : Tribal Transformation Purulia, West Bengal. (To be published).

শ্রীমতী সোমা মুখোপাধ্যায়

1. Bhattacharya Soma (1998) : Evolution and Characteristics of Micro geomorphic features on Ash Deposits from Thermal Power Station near Kolaghat, Medinipur, West Bengal; Published in Book Vol. Geomorphology and Remote Sensing : Edited by Dr. V. C. Jha, Serials Publication, Delhi.

2. Bhattacharya Soma (1998) : Environmental Degradation due to cement Dust portion, To be published in Book Vol. (in press).

3. Bhattacharya Soma (1998) : Morphological characteristics of the Alluvial Fans of the River Balaso and its Tributaries at the Foothills of Eastern Himalayas. Paper presented in the International symposium on "Changing Environmental Scenario in South Asia during the past fine decades", December 19-21, ILEE, Calcutta.

ভূতত্ত্ব বিভাগ

অধ্যাপক গৌরীশংকর ঘটক

(১) Metamorphic history of Eastern Singhbhum Foldbelt. Proc. Int. Sem. Precambrian Crust in Eastern and Central India, UNESCO-IGCP 368, India, 1998.

(২) Arsenic problem of West Bengal and supply of safe dirnking water. Proc. Arsenic Workship, ICEF-AIIH & PH, Calcutta, 1998.

অধ্যাপক হরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

(১) Seismites in a Proterozoic tidal sequence, Singhbhum, Bihar, India. Sed. Geology, 1998.

(২) Progressive development of structures in a ductile shear zone along a part of the eastern margin of Cuddaph basin, India. J. Geol. Soc. India, 1998.

অধ্যাপক হরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ও শ্রী সিদ্ধার্থ সেনগুপ্ত

(১) Megafossils from Talcher Sediments of Dudhi Nala, Bihar. Jour. Geol. Soc. India (Com.).

শ্রী প্রদ্যোৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দকুমার চক্রবর্তী ও সহযোগীবৃন্দ

2.8 Ga old granite-rhejolite from western margin of Singhbhum Orissa craton, Eastern India (*in press*).

ড. অরিজিৎ রায়

(১) Petrogenetic significance of rhyolite-granite association of Dongargarh Supergroup, Central India. Ind. Min. 1998.

শ্রী প্রবীর দাশগুপ্ত

(১) Recumbent flame structures in the Lower Gondwana rocks of the Jharia Basin, India—a plansible origin. Sed. Geology, Vol. 119, 1998.

শ্রী জয়দীপ মুখোপাধ্যায় ও সহযোগীবৃন্দ

(১) Deep-water manganese deposits in the mid-to late-Proterozoic Penganga Group of the Pranhila-Godawari Valley, South India (*in* Nicholson, K., Hein, J. R., Buhn, B. and Dasgupta, S. eds., Manganese Mineralisation : Geochemistry and Mineralogy of Terrestrial and Marine Deposits. Geol. Soc. Lond., Spl. Pub., 115, 1197.

(২) Fabric development in Proterozoic bedded chest, penganga Group, Adilabad, India : Seimentological implications. Jour. Sed. Res. (*in press*).

(৩) Stratigraphy of the Chanda Simestone, Proterozoic, Penganga Group, Adilabad, Pranhita-Godavari Valley; implication in understanding the depositional setting, 1998 (com.)

শ্রী সিদ্ধার্থ সেনগুপ্ত

(১) Coastal zone management—a suggested model. Abs. Vol., Workship on Coastal Zone Problems, Jadavpur Univ., India 1998.

(২) Full paper of above (*in press*).

ড. স্নিগ্ধা পালচৌধুরী

(১) Extraction and spectrophotometric determination of palladium (ii) and rhodium (iii) using BIS (indole-3 aldehydo) thiocarbolydrazone as a new sensitive and selective complexing agent. J. Ind. Chem. Soc. (Com., along with P. R. Das)

(২) Geochemical evolution of groundwater in quaternary aquifers of Calcutta and Howrah, India. Jour. Hydrology, 1998 (com., along with S. S. Sarkar and P. Sikdar).

রসায়ন

অধ্যাপক সঞ্জীব ঘোষ

1. Transiton metal II/III, Eu (III), Tb (III) ions induced Molecular Photonic OR gates using Trianthryl Cryptands of varying cavity dimension : P. Ghosh, J. Roy, P. K. Bharadwaj, S. Ghosh, *J. Am. Chem. Soc.*, 119, 119093-11909 (1997).

2. Photophysical Characterization and low lying electronic states of cis-vicinal triketone system : Anhydrous benz f ninhydrine, indanetrione 7 5-methoxy indanetrione : J. Roy, S. Bhattacharyya, D. Majumdar, S. P. Bhattacharyya, S. Ghosh, *Chem. Physics.*, 222, 161-173, (1997).

3. Dual Phosphorescence of 2, 3 naptho-17 crown-5-ether in ethanol glass : S. Bhattacharyya, L. R. Sousa, S. Ghosh, *Chemical. Physics. Letters,* 269, 314, (1997).

4. Room temperature ($n\pi^*$) phosphorescence of indanetrione in Phthalic anhydride matrix : J. Roy, S. Bhattacharyya, S. Mondol, S. Ghosh, *Spectrohimica Acta A*, 53, 225, (1997).

5. Study of Energy transfer in a Naphthalene linked Crown ether Eu^{+3} Complex : The effect of the orientation of the naphthalene π-plane with respect to the Eu^{+3} ion : S. Bhattacharyya, L. Sousa, S. Ghosh, *Chem. Phys. Letters* (in press) 1998.

Research Abstract :

Molecular Photonic devices based on Photoinduced electrol transfer and energy transfer : Sanjib Ghosh (Invited talk)—XIV National Symposium of Indian Photobiology Society on Photoinduced Molecular Phenomena, Oct, 1998. (Calcutta).

অধ্যাপক অচিন্ত্যকুমার সরকার

Synthesis of a Phenolic Analog of Aphidicolin Diminished Sterev selection in intramolecular 6-Exo Heck Reactions of Substrate having a Hydrocarbon Tether : M. M. Abelman, N. Kado, L. E. Overman and A. K. Sarkar, *SYNLETT*, 1469, 1997.

2. The stereochemistry of the vinylogous Peterson elimination : I. Fleming, I.T. Morgan and A. K. Sarkar, J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1, 2749, 1998.

অধ্যাপক হিমাংশুরঞ্জন দাস

Extraction and Spectrophotometric Determination of Palladium and Rhodium using ... (indole-3-aldetydo) thio carbohydrazone as new sensitive and selective Complexing Agent : J. Ind. Chem. Soc. (accepted).

অধ্যাপক মুকুল বিশ্বাস (CSIR Emeritus Scientist)

1. Recent Progress In Heterocyclic Polymer Based Nanocomposites. *Macromolecules New Frontiers, Proc. IUPAC International Symposium on Advances in Polymer Science and Technology, MACRO "98.* Ed. K. S. V. Srinivasan, Allied Publishers Ltd. New Delhi, Vol. I, P 399-402 (1998).

2. Poly (N-Vinylcarbazole) Based Nanocomposite From Montmorillonite. *Macromolecules New Frontiers. Proc. IUPAC International Symposium on Advances in POlymer Science and Technology,*

MACRO "98. Ed. K. S. V. Srinivasan, Allied Publishers Ltd., New Delhi, Vol. II, P 710-713 (1998) alongwith Suprakas Sinha Roy.

3. A Colloidal Silica Poly (N-Vinylcarbazole) Nanocomposite Dispersible In Aqueous and Nonaqueous Medium., *Materials Research Bulletin.,* 33(4), 533-538 (1998) alongwith Suprakas Sinha Roy.

4. Preparation and Evaluation of Composites From Montmorillonite and Some Heterocyclic Polymers. 1. Poly (N-vinylcarbazole)-Montmorillonite Nanocomposite System. *Polymer* 39(25) 6423-28 (1998). alongwith Suprakas Sinha Roy.

5. Preparation and Evaluation of Composites From Montmorillonite and Some Heterocyclic Polymers. 3. A Water Dispersible Nanocomposite From Polypyrrole-Montmorillonite Polymerization System. *Materials Research Bulletin.* (in press, 1998) alongwith Suprakas Sinha Roy.

অধ্যাপক দীপককুমার মণ্ডল

A simple and General procedure for the Assignurl of R/S Descriptors to stereogenic centers : J. Chem. Educ. (aceepted).

Prof. P. K. Sen and workers

1. Studies in catalytic dehydrogenation : Part 10—Synthesis of alkyl substituted spiro [4, 6] undecane and dehydrogenation of 1'-ethyl-8, 9—benzospiro [4, 6] undecane *with* Sikha Lahiri, P. Pal, G. Chatterjee, B. Maity and P. K. Sen Indian. J. Chem., 1998, 37B, 768.

2. Cyclohepta [b] thiophene derivatives : Part 4-Dehydrogenation of Cyclohepta [b] thiophene and Cyclohepta [c] thiophene derivatives *with* Sikha Lahiri and P. K. Sen, J. Indian. Chem. Soc. (in press)

3. Synthesis of tri-and tetracyclic heterocycles related to cyclohexa—and cyclohepta [b] thiophenes, *with* P. K. Sen, U. K. Saha and Tulika Das (nee' Dev); Indian. J. Chem. (Communicated).

4. Synthesis of thienospiran derivatives and studies of regioselectivity in Friedel-Crafts acylation reaction; *with* P. K. Sen, U. K. Saha and Tulika Das (nee' Dev) Indian. J. Chem. (communicated).

রাশিবিজ্ঞান

ড. বিশ্বনাথ দাস

(১) প্রেসিডেন্সি (পূর্বতন হিন্দু) কলেজের ইতিহাস—গোধূলি মন, বর্ষ ৪০ (১৯৯৮), সংখ্যা ২-৯, ১১-১২।

(২) ভারত-স্বাধীনতার অগ্রদূত স্বামী বিবেকানন্দ (জানুঃ)—উদ্বোধন, বর্ষ ১০০ (১৯৯৮), সংখ্যা ১।

(৩) শতবর্ষের আলোকে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ। —অর্ঘ্য, বর্ষ ৪৭ (১৯৯৮)।

ড. দেবেশ রায়

(১) Jackniting a General Class of Estimator of Finite Population Total.

—Communicated to Metron.

ড. শঙ্কর ঘোষ

Some Extension and Approximation Theorems for Continuous Functions Taking Varous Values in a Topological Vectar-space.

—Communicated to Calcutta Mathematical Society Bulletin.

শারীরবিদ্যা

অধ্যাপক চন্দন মিত্র

1. Cold stress facilitates calcium mobilization from bone in an ovariectonized Rat Model of osteoporosis.

Japanese Journal of Physiology, 48, 49-55, 1998. (with N. Islam, S. Chanda, T. K. Ghosh).

2. Effects of High-Intake of Unsaturated and Saturated oils on Intestinal transference of Calcium and Calcium mobilization from Bone in an ovariectomized Rat model of Osteoporosis.

Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, Asustralia, 1998 (Accepted) (with N. Islam, S. Chanda, T. K. Ghosh).

3. Supplementation of High-Lipid diet in ovariectomized Rats causes modulation of Calcium-ATPase activity in duodenal enterocyte membrane.

Molecular & Cellular Biochemistry (Netherland), Communicated. (with S. Chanda, N. Islam, P. K. Sen)

4. ক্লোনিং-বিজ্ঞান ও বিতর্ক

শিক্ষাদর্পন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চশিক্ষা বিভাগের দ্বারা প্রকাশিত।

ইন্দ্রনীল মুৎসদ্দি ও অঞ্জন বিশ্বাস

Health Hazards in Traffic Police and others due to lead from Vehicle Exhausts in the City of Calcutta.

Ind. Journal of Physiology of Allied Sciences (in press)

হিন্দি

ড. সুব্রত লাহিড়ী

১। হিন্দি সাহিত্যে গবেষণার ইতিহাস : সংকল্প : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হিন্দি বিভাগের পত্রিকা।

২। হাজারিপ্রসাদ দ্বিবেদীর প্রবন্ধ সংকলনের অনুবাদ, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ১৯৯৮।

পরিশিষ্ট ৮

প্রেসিডেন্সি কলেজের শিক্ষকমণ্ডলী এবং কর্মীদের নামের তালিকা

শিক্ষকমণ্ডলী

অধ্যক্ষ

শ্রী নিতাইচরণ মুখোপাধ্যায়

অর্থনীতি বিভাগ

শ্রী অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়
শ্রীমতী মমতা রায়
শ্রীমতী উর্মিলা বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রী শ্রীমন্তকুমার ভৌমিক
শ্রী উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়

ইংরাজী বিভাগ

শ্রী অতীশরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীমতী তপতী গুপ্ত
শ্রী সমীর কুমার মুখোপাধ্যায়
শ্রী তীর্থপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
শ্রী মানসকুমার রায়
শ্রীমতী জয়তী গুপ্ত
শ্রীমতী মানু আড্ডি

ইতিহাস বিভাগ

শ্রী রজতকান্ত রায়
শ্রী দিব্যেন্দু হোতা
শ্রী প্রণবকুমার ঘোষদস্তিদার
শ্রী সুভাষরঞ্জন চক্রবর্তী

উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ

শ্রী অশোক রায়
শ্রী মলয় চক্রবর্তী
শ্রী সমরেন্দ্রনাথ ঘোষ
শ্রী মধুব্রত চৌধুরী
শ্রী সুবীর বেরা
শ্রী মদনমোহন ভট্টাচার্য
শ্রী পরিমলচন্দ্র রায়
শ্রী সত্যরঞ্জন সাহা
শ্রী অশোককুমার দাস
শ্রীমতী কল্পনা ঘোষ

গণিত বিভাগ

শ্রী দেবীদাস চট্টরাজ
শ্রী উৎপল সমাদ্দার
শ্রী বিনোদ কুমার বেরী
শ্রী সুকুমার রায়
শ্রী তুলসীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রী হিমাংশুশেখর গুহ

দর্শন বিভাগ

শ্রী শিশিরকুমার মিত্র
শ্রীমতী শ্রীমতী মুখোপাধ্যায় (রায়)
শ্রীমতী মন্দিরা মুখোপাধ্যায়
শ্রীমতী শর্মিষ্ঠা বক্সী

পদার্থবিদ্যা বিভাগ

শ্রী সুব্রত দত্ত
শ্রী সলিল সরকার
শ্রী প্রদীপকুমার দত্ত
শ্রীমতী মণিমালা দাস
শ্রী প্রিয়তোষ মুখোপাধ্যায়
শ্রী সজলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রী দীপাঞ্জন রায়চৌধুরী
শ্রীমতী মীরা দে
শ্রী দিলীপকুমার পাল
শ্রী হিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
শ্রী শ্যামলকুমার শেঠ
শ্রী প্রসাদ সেনগুপ্ত

শ্রী মহেন্দ্র সিংহ রায়
শ্রী দেবপ্রিয় শ্যাম
শ্রী প্রদ্যোৎকুমার রায়
শ্রী কালীপদ নাহাল
শ্রী সিদ্ধার্থ ভৌমিক
শ্রী শ্যামল চক্রবর্তী
শ্রী প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রী তপন কুমার দাস

প্রাণিবিদ্যা বিভাগ

শ্রী দিলীপকুমার চক্রবর্তী
শ্রী পীযূষকান্তি সাহা
শ্রী ত্রিলোচন মিদ্যা
শ্রী প্রবল দে
শ্রী নির্মলকুমার সরকার
শ্রী দেবপ্রসাদ চক্রবর্তী
শ্রী কমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রী সুব্রতকুমার দে
শ্রী রূপেন্দু রায়
শ্রী সুমিত হোমচৌধুরী

বাংলা বিভাগ

শ্রী জীবনকুমার মুখোপাধ্যায়
শ্রী হীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
শ্রী কৌশিক রায়চৌধুরী
শ্রী প্রশান্তকুমার দাশগুপ্ত
শ্রী প্রলয় শূর

ভূগোল বিভাগ

শ্রী আশিস সরকার
শ্রী নীরেন্দ্রনাথ সেন
শ্রী জয়দেবকুমার কোলে
শ্রী ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়
শ্রী হরেকৃষ্ণ দত্ত
শ্রীমতী [illegible] মুখোপাধ্যায়
শ্রীমতী সোমা ভট্টাচার্য

ভূতত্ত্ব বিভাগ

শ্রী গৌরীশংকর ঘটক
শ্রী দেবকুমার দাশগুপ্ত
শ্রী প্রদ্যোৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রী অরুণাভ বসু
শ্রী প্রবীরকুমার দাশগুপ্ত
শ্রী গৌতম ঘোষ
শ্রী হরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
শ্রী অনীশকুমার রায়
শ্রী আনন্দকুমার চক্রবর্তী
শ্রী আলোকেশ চট্টোপাধ্যায়
শ্রী জয়দীপ মুখোপাধ্যায়
শ্রী সিদ্ধার্থ সেনগুপ্ত

রসায়ন বিভাগ

শ্রী সঞ্জীব ঘোষ
শ্রী মনোতোষ দাশগুপ্ত
শ্রী প্রবালকুমার সেনগুপ্ত
শ্রী বলাইচাঁদ কুণ্ডু
শ্রী মহম্মদ আব্দুল গনি
শ্রী গুরুচরণ মুখোপাধ্যায়
শ্রী সনৎকুমার সাহা
শ্রী দুলালকান্তি দাস
শ্রী অচিন্ত্যকুমার সরকার
শ্রী সুবীর দত্ত
শ্রী প্রশান্ত ভৌমিক
শ্রী উদয়চাঁদ ঘোষ
শ্রী দেবকুমার মিত্র
শ্রী অমলেন্দু রায়
শ্রী শৈলেন্দ্র ঝা
শ্রী দেবকুমার দাস

রাশিবিজ্ঞান বিভাগ

শ্রী বিশ্বনাথ দাস
শ্রী তুষারকান্তি ঘড়া
শ্রী দীপঙ্কর বসু
শ্রী অসীমশঙ্কর নাগ

শ্রী দেবেশ রায়	শ্রী শঙ্কর ঘোষ
শ্রী প্রশান্ত রায়	শ্রী দীপক দাশগুপ্ত

শারীরবিদ্যা বিভাগ

শ্রী চন্দন মিত্র

শ্রী পৃথ্বীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রী অঞ্জন বিশ্বাস
শ্রী অশোক দেবনাথ	শ্রী গৌতমলাল চক্রবর্তী
শ্রীমতী অশোকা চক্রবর্তী	শ্রী দেবাশিস সেন
শ্রীমতী অমৃতা বন্দ্যোপাধ্যায় (মৈত্র)	

সমাজতত্ত্ব বিভাগ

শ্রী প্রশান্ত রায়	শ্রীমতী শান্তিলতা বিশ্বাস
শ্রীমতী অনিতা মুখোপাধ্যায়	শ্রীমতী ডালিয়া চক্রবর্তী

হিন্দী বিভাগ

শ্রী সদানন্দ সিং	শ্রী সুব্রত লাহিড়ী
শ্রী শিবনাথ পাণ্ডে	

গ্রন্থাগার

শ্রী দেবনারায়ণ চক্রবর্তী	শ্রীমতী বাসন্তী দেবনাথ
শ্রীমতী মমতা দাশগুপ্ত	শ্রী অশোক হাজরা
শ্রীমতী মঞ্জরী বসু	শ্রীমতী রীণা মজুমদার
শ্রীমতী সুরভি বাগচী	শ্রী অমিতাভ দাস

ক্রীড়া বিভাগ

শ্রী অরুণকুমার বেরা

শ্রীমতী কৃষ্ণা ভট্টাচার্য	শ্রী শম্ভুনাথ ভট্টাচার্য

ইডেন হিন্দু হোস্টেল

শ্রী বরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়	—	অধীক্ষক
শ্রী তরুণকুমার নাগ	—	স্টুয়ার্ড
শ্রী রামসোভিক মিশ্র	—	চাপরাশি
শ্রী দুর্গাপ্রসাদ রাঙ্গোয়া	—	চাপরাশি
শ্রী অক্ষয় কুমার থাপা	—	দারোয়ান
শ্রী দশরথ সিংহ	—	দারোয়ান
শ্রী নবকুমার রায়	—	দারোয়ান

১৭৫ বর্ষ পূর্তি স্মারক ছাত্রী নিবাস

শ্রীমতী সোমা ভট্টাচার্য	—	অধীক্ষক
শ্রী সুমিত হোমচৌধুরী	—	সহ-অধীক্ষক
শ্রীমতী শিখা দাশগুপ্ত	—	রেসিঃ লেডী মেট্রন
শ্রী নরেশকুমার মণ্ডল	—	নৈশ প্রহরী
শ্রী অশোক বড়ুয়া	—	ক্লিনার।

বারসার

শ্রী মনোতোষ দাশগুপ্ত

অ্যাকাউন্টস অফিসার

শ্রী শ্যামলকান্তি মাইতি

কলেজ অফিসের কর্মীবৃন্দ

হেড-অ্যাসিস্ট্যান্ট—শ্রী দিবাকরকুমার বসু

শ্রী অতুলকৃষ্ণ চৌধুরী
শ্রী সুনীল চন্দ্র রায়
শ্রী ব্রজদুলাল দাস
শ্রীমতী মিনতি দে
শ্রী সুবলচন্দ্র গুহ
শ্রী স্বপনকুমার নন্দী
শ্রী মৃণালকান্তি সেনগুপ্ত
শ্রীমতী সরস্বতী ঘোষ
শ্রী অমরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রী গণেশ চন্দ্র ঠাকুর
শ্রী প্রশান্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রী উত্তম সামন্ত
শ্রী মহঃ তসলিম
শ্রী মৃণালকান্তি দাস
শ্রী কিশোর দাস
শ্রী ভোলানাথ পাল
শ্রী তাপসকুমার বন্দোপাধ্যায়
শ্রী সঞ্জীব ধর
শ্রী তপনকুমার দাস
শ্রী প্রফুল্লকুমার মণ্ডল
শ্রী শঙ্কর সর্দার
শ্রীমতী দীপালি ভট্টাচার্য
শ্রী তারকনাথ প্রসাদ
শ্রী অলোককুমার দে
শ্রী কল্যাণ চক্রবর্তী
শ্রী সুব্রতকুমার দাস
শ্রী সমীর দেবনাথ
শ্রী বিকাশচন্দ্র কুণ্ডু
শ্রী সুশান্তকুমার রায়
শ্রী নির্বাণ চন্দ্র পাইন
শ্রী স্বপনকুমার দাস
শ্রী জয়দেব দাস

কেয়ারটেকার

শ্রী শ্যামলকুমার মুখোপাধ্যায়

মেকানিক

শ্রী দিলীপকুমার অধিকারী

ড্রাফট্সম্যান

শ্রী বীরেন বন্দ্যোপাধ্যায়

হারবেরিয়াম কিপার

শ্রী তপনকুমার দত্ত

সূত্রধর

শ্রী হরেনচন্দ্র বৈদ্য

ইন্সট্রুমেন্ট কীপার

শ্রী কাজী মইনুল হক ও শ্রী রিন্টু দে

শ্রীমতী প্রতিমা দাস (হালদার)

ইলেকট্রিসিয়ান

শ্রী অমিতাভ ভড়

আর্টিস্ট-কাম রেকর্ড কিপার

শ্রী তরুণকান্তি রায়

কলেজের সহকারী কর্মীবৃন্দ

শ্রী সুনীল বড়ুয়া
শ্রী কানাইলাল আওন
শ্রী পূর্ণচন্দ্র মহাপাত্র
শ্রী কিষান দেব শর্মা
শ্রী সম্পত প্রসাদ
শ্রী সুবলচন্দ্র দে
শ্রী সন্তোষ সিং
শ্রী ত্রিবেণীপ্রসাদ খারোয়ার
শ্রী কেশবচন্দ্র রায়
শ্রী তপনকুমার ভঞ্জ
শ্রীমতী শীলারানী দাস
শ্রী কাশীনাথ মণ্ডল
শ্রী বাবুলাল দাস
শ্রী সুবল গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রী বিজয় সিং
শ্রী ঘনশ্যাম হেলা
শ্রী মদনমোহন দত্ত
শ্রী স্বপনকুমার মুখোপাধ্যায়
শ্রী তিমিরবরণ সামন্ত
শ্রী নির্মল সিং
শ্রী মোহনলাল রাঙ্গোয়া
শ্রী রামমুরৎপ্রসাদ রাঙ্গোয়া
শ্রী স্বপনকুমার রায়
শ্রী মহঃ সেখ আলম
শ্রী রমেশচন্দ্র ঘোষ
শ্রীমতী দুলালী হেলা
শ্রী শ্যামাপ্রসাদ বসু
শ্রী ধীরেন্দ্রকুমার নাথ
শ্রী বংশীধর নায়েক
শ্রী পীতবাস আচার্য
শ্রী প্রফুল্লকুমার নাথ
শ্রী বিজয়কৃষ্ণ বারিক
শ্রী গোবিন্দচন্দ্র নাথ
শ্রী দিলীপকুমার বীর

শ্রী সুধাংশুশেখর দাস
শ্রী শিশিরকুমার সিংহ
শ্রী আশীষকুমার মাইতি
শ্রী কালীপদ জানা
শ্রী শম্ভু দাস
শ্রীমতী পুষ্পরানী দে
শ্রী হনুমান ধুরিয়া
শ্রী মোহন রাম
শ্রী অনন্তকুমার বারিক
শ্রী কার্ত্তিকচন্দ্র হেলা
শ্রী সন্তোষকুমার শাসমল
শ্রীমতী শান্তি হেলা
শ্রীমতী সাবিত্রী বারিক
শ্রীমতী মায়া হাজরা
শ্রী আশুতোষ চৌধুরী
শ্রী প্রশান্ত মণ্ডল
শ্রী ললিতমোহন হাজরা
শ্রী রামনারায়ন হেলা
শ্রী সুনীল চন্দ্র দে
শ্রী রামলাল হেলা
শ্রী চতুর্ভুজ দাস
শ্রী সনৎকুমার শীল
শ্রী গোপালচন্দ্র নায়েক
শ্রী শ্যামলকান্তি সিংহ
শ্রী শঙ্কর হেলা (১)
শ্রী ইমাম রসুল
শ্রী দেল আমবিয়া
শ্রী আবদুল হামিদ খান
শ্রী অশোককুমার গিরি
শ্রী দুলালচন্দ্র দাস
শ্রী হারাধন সাহা
শ্রী রমানাথ প্রসাদ
শ্রী অনাথনাথ মণ্ডল
শ্রী গৌতম দত্ত

68 + 50 = 118

53

শ্রী প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রী হরবিলাস বাল্মীকি
শ্রী সনৎকুমার নন্দী
শ্রী রাজা হেলা
শ্রী আশুতোষ ঘোষ
শ্রী সান্তকিলাল হেলা
শ্রী জাহিদ হোসেন
শ্রী প্রভাসচন্দ্র সাহা
শ্রী চুনীলাল হেলা
শ্রীমতী বীণা হেলা
শ্রী অরুণ মৈত্র
শ্রী শিবু হাসদা
শ্রী কার্ত্তিকচন্দ্র দাস
শ্রী কার্ত্তিকচন্দ্র সরকার
শ্রী সুশীল বারিক
শ্রীমতী সুষমা বারিক
শ্রী বিশু অধিকারী
শ্রীমতী চামেলি দাস
শ্রী দীপক রায়
শ্রী সমরনাথ সুর
শ্রী গৌরাঙ্গ সরকার
শ্রী আনন্দদুলাল মাইতি
শ্রী শঙ্কর হেলা (চ)
শ্রী মহঃ ইশাহাক
শ্রী মনিরুদ্দিন

শ্রী দেবব্রত গুহ ঠাকুরতা
শ্রী চিত্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
শ্রী স্বপন গুহ
শ্রী হরিপদ রায়
শ্রী অমরনাথ নন্দী
শ্রীমতী সুমতি হাজরা
শ্রী অরবিন্দু মান্না
শ্রী হরিনারায়ন পাল
শ্রী ছেদিলাল পাসোয়ান
শ্রী চেৎ বাহাদুর
শ্রী খগেন্দ্রনাথ জানা
শ্রী অশোককুমার নায়ক
শ্রী শ্যামসুন্দর প্রসাদ
শ্রী কমলেশ মণ্ডল
শ্রী রতনকুমার রায়
শ্রী শ্যামসুন্দর রায়
শ্রী সোমনাথ চ্যাটার্জী
শ্রী দিলীপ হাজরা
শ্রী নিতাইচন্দ্র দে
শ্রী বাল্মীকি প্রসাদ
শ্রী সন্তোষ হাঁসদা
মোঃ শৌকত
শ্রী প্রদীপ দাস
শ্রী রাজকুমার ঘোষ
শ্রী অনুপ বিশ্বাস

ভ্রম সংশোধন

১৯৯৮-এর প্রাসঙ্গিকীতে প্রাক্তন অধ্যক্ষ ড. অমলকুমার মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে লেখা হয়েছিল যে ১৯৮৬ সালে তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান হন। বছরটা হবে ১৯৭৯ ।